BANGLA POST Year: 20 ◆ Issue: 956 ◆ Friday 24 February - Thursday 02 March 2023

FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

ডায়ানার লেখা চিঠি বিক্রি হলো কোটি টাকায়

পোস্ট ডেস্ক : ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধুকে লেখা প্রিন্সেস ডায়ানার একটি চিঠি নিলামে প্রায় ১ কোটি টাকায় (১ লাখ ৪১ হাজার ১৫০ পাউন্ড) বিক্রি হয়েছে।

যুবরাজ (বর্তমান রাজা) চার্লসের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর সুজি ও তারেক কাশেম নামে ––১৬ পৃষ্ঠায়

শামীমার যুক্তরাজ্যে ফেরা অনিশ্চিত

পোস্ট ডেস্ক : ইসলামিক স্টেটে যোগ দিতে যুক্তরাজ্য ছেড়ে সিরিয়ায় চলে যাওয়া তৎকালীন স্কুলছাত্রী শামীমা বেগম তাঁর ব্রিটিশ নাগরিকত্ব বাতিলের বিরুদ্ধে করা আপিলে হেরে গেছেন।

গত নভেম্বরে পাঁচ দিনব্যাপী এ আপিলের শুনানি হয়। বুধবার যুক্তরাজ্যের বিশেষ অভিবাসন আপিল কমিশন (সিয়াক) শামীমার দাবি নাকচ করে দিয়ে নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন। কমিশন জানায়, শামীমার নাগরিকত্ব বাতিল আইনগতভাবে সঠিক ছিল।

২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে আরও দুই স্কুলবন্ধুর সঙ্গে পূর্ব লন্ডনের বাড়ি ছেড়ে সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেট দখলকৃত এলাকায় পাড়ি জমান বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পরিবারের জন্ম নেওয়া শামীমা বেগম। ২০১৯ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাজিদ জাভিদ শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্ত নেন। এ সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করেছিলেন শামীমা বেগম।

বর্তমানে ২৩ বছর বয়সি শামীমা উত্তরপূর্ব সিরিয়ার আল-রোজ শরণার্থী শিবিরে আছেন। ওই শিবিরকে তিনি 'কারাগারের চেয়েও জঘন্য' হিসেবে বর্ণনা করেন। কারণ সেখানে বন্দিদশার কোনো সীমাপরিসিমা নেই।

আপিল কমিশনের এই রায়ের ফলে শামীমার যুক্তরাজ্যে ফেরা প্রায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ল।

বিবিসি জানিয়েছে, আট বছর আগে আইএসে যোগ দিতে যুক্তরাজ্য ছেড়েছিলেন শামীমা। ২০১৯ সালে তার জন্য দেশটির দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে তিনি দেশটিতে ফিরতে আদালতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে দুই বান্ধবীসহ যুক্তরাজ্য থেকে সিরিয়ায় যান শামীমা। তারা বাংলাদেশিঅধ্যুষিত পূর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রিন একাডেমির ছাত্রী ছিলেন।

সিরিয়ায় পৌঁছে শামীমা ডাচ্ বংশোদ্ভূত আইএস জঙ্গি ইয়াগো রিদাইককে বিয়ে করেন। ২০১৯ সালের দিকে তিনি একটি ছেলেসন্তানের জন্ম দেন। কিছুদিন পর শিশুটির মৃত্যু হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইএসে যোগ দেয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকার শামীমার নাগরিকত্ব বাতিল করে তাকে জাতীয় নিরাপত্তা ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করে।

জিহাদি বধূ হিসেবে সংবাদমাধ্যমে পরিচিতি পাওয়া ২৩ বছর বয়সী শামীমা ২০১৯ সালে ইসলামিক স্টেটের স্বঘোষিত খেলাফতের পতন হবার পর থেকেই সিরিয়ার একটি বন্দিশিবিরে বাস করছেন। ২০১৯ সালে বিতর্কের মধ্যে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়া হয়, ––১৬ পৃষ্ঠায়

দেশের রাজনীতিতে নেই সুখবর

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশে সরকার দল ও প্রধান বিরোধী দলের মধ্যে কোন সমঝোতার আলাতম এখনো পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বিএনপি নিরপেক্ষ সরকারের অধিনে নির্বাচন দাবী করলেও আওয়ামীলীগ সংবিধানের বাইরে গিয়ে কিছু করবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ইতোমধ্যে বিদেশীরাও দৌড়ঝাপ শুরু করেছেন। বিভিন্ন দুতাবাসের কর্মকর্তারাও এ নিয়ে কাজ করছেন। তলে তলে তারা তাদের দেশের বার্তা সরকার ও বিরোধী দলগুলোর কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। আর

বিদেশিদের হস্তক্ষেপে অনেকে আশার আলো দেখলেও সরকার তাদের অবস্থানে অনঢ় থাকায় রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এ নিয়ে দেখছেন ধোঁয়াশা। শেষ পর্যন্ত বিরোধী দল বিএনপি নির্বাচনে যাবে কিনা এ নিয়ে সন্দেহ সংশয় দেখা দিয়েছে বিভিন্ন মহলে। তবে সরকারের পদত্যাগ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ দশ দফা দাবির বিষয়ে কোনো ছাড় ––১৬ পৃষ্ঠায়

৬ই মার্চ পবিত্র শবে বরাত

পোস্ট ডেস্ক : ইউরোপ, এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শাবান মাসের চাঁদ দেখা গেছে। তাই আগামী ৬ মার্চ মঙ্গলবার ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এবং আগামী ৭ই মার্চ বাংলাদেশে দিবাগত রাতে পবিত্র শবে বরাত পালিত হবে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বায়তুল মোকাররমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (ডিজি) বশিরুল আলম।

সভায় তিনি জানান, ––১৬ পৃষ্ঠায়

অমর একুশে পালিত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : চারদিকে বেজে উঠেছিল সেই গান। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/আমি কি ভুলিতে পারি। একই সুর বেজেছিল শহিদদের স্মরণ করতে আসা প্রতিটি মানুষের, প্রতিটি বাঙালির অন্তরে। যাদের রক্তের বিনিময়ে বাংলার মানুষ পেয়েছিল ভাষার অধিকার, সেই ভাষাশহিদদের ফুলেল শ্রদ্ধায় ––১৬ পৃষ্ঠায়

দেশের বিভিন্ন শহীদ মিনারে 'বাংলা পোস্ট' পরিবারের পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

বিস্তারিত–০৬ পৃষ্ঠায়

খরার আশঙ্কায় ইতালি

পোস্ট ডেস্ক : ইতালি গত গ্রীষ্মের জরুরি পরিস্থিতির পর আরেকটি খরার মুখোমুখি হতে পারে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে শুষ্ক শীতকালীন আবহাওয়া ও আল্পস পর্বতে তুষারপাত স্বাভাবিকের তুলনায় অর্ধেকেরও কম হওয়ার পর এমন উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। বৈজ্ঞানিক ও পরিবেশবাদী গোষ্ঠীগুলো এ তথ্য জানিয়েছে।

দেশটির ভেনিসে বন্যা প্রাথমিক উদ্বেগের বিষয় হলেও এখানে জোয়ারের পানি অস্বাভাবিক নিচে নেমে গেছে, ফলে শহরটির বিখ্যাত কিছু খাল দিয়ে গন্ডোলা, ওয়াটার ট্যাক্সি ও অ্যাম্বুলেন্সের চলাচল অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভেনিসের সমস্যাগুলোর জন্য বেশ কয়েকটি বিষয়কে ––১৬ পৃষ্ঠায়

দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান!

পোস্ট ডেস্ক : আইএমএফের সঙ্গে ১০ দিনের আলোচনাকে 'বিরাট পেরেশানি' হিসেবে বর্ণনা করে পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী। তিনি পার্লামেন্টে বলেন, তাদেরকে কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নইলে দেশের অর্থনীতি আরও তলানিতে নামবে।

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী যদিও বলেছেন, তার দেশ দেউলিয়া হয়ে গেছে, সেটা এখনও সরকারের সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক ঘোষণা নয়। দেশ যে

'গর্তে' পড়তে যাচ্ছে, তারই প্রভাব হয়ত তার কথায়।

তবে পাকিস্তানের অর্থনীতি যে সত্যিই খাদের কিনারে পৌঁছেছে, তাতে কারো সন্দেহ নেই। আতঙ্ক, উদ্বেগ জেঁকে বসেছে দেশটির ––১৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডনের একুশের আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ঐতিহাসিক বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০ ফেব্রুয়ারি,সোমবার সন্ধ্যায় সেন্টারের নিজস্ব ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সেন্টারের ভাইস চেয়ারম্যান শাহানুর খান।

সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্টজনরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ক্যামডেন বারার মেয়র নাসিম আলী ওবিই। অনুষ্ঠানে শুরুতে সকল ভাষা শহীদদের সম্মানে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদুস সাত্তার। আরো বক্তব্য রাখেন সেন্টারের চেয়ারম্যান ও লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনারের প্রতিনিধি প্রেস মিনিষ্টার আশিকুন নবী চৌধুরী ও পলিটিক্যাল কনস্যুলর দেওয়ান মাহমুদুল হক, ঢাকা ইউনিভার্সিটি এল্যামনাই ইউকের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদুর রকীব, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ডাঃ জাকি রেজওয়ানা আনোয়ার।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সেন্টারের ভাইস চেয়ারম্যান মানিক মিয়া, গুলনাহার খান, সেন্টারের চীফ ট্রেজারার মামুন রশিদ, প্রধাণ নির্বাহী এস এম মুস্তাফিজুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার সাখাওয়াত হোসেনসহ আরো অনেকে।

অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন সাংবাদিক মিছবাহ জামাল। গান পরিবেশন করেন শিল্পী বিনায়ক দেব জয় ও নিশাত আনজুম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র নাসিম আলী বলেন, বিলেতে নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট করতে হলে তাদেরকে ইংরেজির মাধ্যমে বোঝাতে হবে। বাংলা ভাষাকে আরো সমৃদ্ধ করতে কমিউনিটি প্রোগ্রাম আরো বৃদ্ধি ও কার্যকর করা প্রয়োজন।

বাংলা ভাষার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য বিষয়ক বিশেষ আলোচনায় সিনিয়র সাংবাদিক আব্দুস সাত্তার বলেন, বাংলা ভাষাকে

বহিঃবিশ্বে ছড়িয়ে দিতে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি বাংলাদেশ হাইকমিশনগুলোকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে লোকাল কাউন্সিলগুলোর সাথে সমন্বয় সাধন করে বাংলা ভাষা চর্চা এবং রক্ষার জন্য সকলকে কাজ করতে হবে।

হাইকমিশনে পক্ষ থেকে প্রেস মিনিষ্টার আশিকুন্নবী বলেন, বাংলাভাষাকে বিলেতের মাটিতে আরো প্রচার এবং প্রসার এর জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যেকোনো পদক্ষেপ কিংবা প্রস্তাবনায় কাজ করতে ইচ্ছুক হাইকমিশন। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে দূতাবাস আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

সেন্টারের ভাইস চেয়ারম্যান শাহানুর খান বলেন, একুশ বাঙালি জাতির এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের নাম। একুশ বাঙালি জাতির চেতনার প্রেরণা নাম। সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন বলেন, ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে বাংলা গুরুত্বসহকারে শিখাতে হবে। বাংলাদেশ সেন্টার সে লক্ষ্যে কাজ করছে। অচিরেই সেন্টারের নতুন কার্যক্রম ঘোষনা করা হবে।

বাংলাদেশে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব গনমাধ্যমকে ভূমিকা রাখতে হবে

বাংলাদেশের মানুষের গনতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে বিশ্ব গনমাধ্যম কে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন আমার দেশ ইউকে'র নির্বাহী সম্পাদক সাংবাদিক ওলিউল্লাহ নোমান।মানবাধিকার সংগঠন ইকুয়্যাল রাইটস ইন্টারন্যাশনাল ইউকে'র মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহবান জানান।

এ সময় বাংলাদেশে গনতান্ত্রিক পরিবেশ নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, আজ দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক দল বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া নানা শর্তের জালে জামিনে ও জামায়াত ইসলামীর আমীর ডা: শফিকুর রহমান মিথ্যা মামলায় বর্তমান ফ্যাসিবাদি সরকারের কারাগারে আছেন। যা গনতন্ত্র ও বাক স্বাধীনতার উপর সরাসরি আঘাত। তাই বাংলাদেশের জনগনকে বর্তমান ফ্যাসিবাদি সরকারের হাত থেকে মুক্তি ও তাদের অধীকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব মিডিয়াগুলোকে ভূমিকা রাখার আহবান জানান ওলিউল্লাহ নোমান।

বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল (বিএনপি)'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী'র আমীর ডা: শফিকুর রহমানসহ সকল রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবীতে মানবাধিকার সংগঠন ইকুয়্যাল রাইটস ইন্টারন্যাশনাল এর উদ্যোগে গত ২০ শে ফেব্রুয়ারী (সোমবার) দুপুরে সেন্ট্রাল লন্ডনে বিবিসির হেড কোয়াটার্স এর সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সহ-সভাপতি মোঃ রোকতা হাসানের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি নওশীন মোস্তারি মিয়া সাহেব এর পরিচালনায় এতে আরো বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক জুবায়ের আহমেদ, সহ-সভাপতি কাজী নুরুজ্জামান সনি, আল আমীন, সহ সভাপতি এস এম রেজাউল করিম, ফিন্যান্স সেক্রেটারি মোহাম্মদ মাসুদুল হাসান, এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ওসমান গনি, এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মো: এমদাদুল হক, ক্যাম্পেইন সেক্রেটারি সায়েম আহমদ, নির্বাহি কমিটির সদস্য এ এ ওয়াহিদুল ইসলাম, অনলাইন এক্টিভিস্ট ইয়াজ কাওসার, আব্দুল আলিম, হিউম্যানিটি ক্লাব ইউরো বাংলার সেক্রেটারি ইউসুফ আল-আযাদ, নিরাপদ বাংলাদেশ চাই'র সহ-সভাপতি আলী হোসাইন, জাস্টিন ফর ভিক্টিমস'র সাংগঠনিক সম্পাদক ইসতিয়াক হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক দল লন্ডন'র সহ-সভাপতি সৈয়দ তারেক রশিদ, ফাইট ফর রাইটস ইন্টারন্যাশনাল এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আমিনুল ইসলাম সফর, হিউম্যানিটি ক্লাব ইউরো বাংলার সাংগঠনিক সম্পাদক জাকির আহমেদ, যুবদল নেতা ও মানবাধিকার কর্মী কামরুল হাসান রাকীব, শাহরিয়ার কালাম আজাদ জামায়াত নেতা নাহিদ তালুকদার, নরউইচ বিএনপি নেতা শেখ আশরাফুজ্জামান, সাবেক শিবির নেতা আজিজুল রহমান, হোছাইনুল হেলাল,মাহফুজ,মানবাধিকার কর্মী আশরাফ চৌধরী,তরিকুল হাসানসহ প্রমূখ।

সভাপতির বক্তব্যে রোকতা হাসান দেশে মানুষের কথা বলার অধিকার নেই উল্লেখ করে সরকারের ভিন্ন মত দমনের প্রতিবাদ জানান ও অবিলম্বে সকল রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দাবী করেন।এ সময়,মানববন্ধন সফল করায় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

সেক্রেটারি নওশীন মোস্তারি মিয়া সাহেব বলেন,গত ১৩ বছর ধরে বর্তমান ফ্যাসিবাদি সরকার মানুষের কথার বলার অধিকার কেড়ে নিয়েছে, বিরোধী মত-স্বাধীনতা দমিয়ে দিয়েছে আওয়ামীলীগ সরকার। গুম এবং বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে বর্তমান সরকার তাই বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক মহলের হস্তক্ষেপ খুবই জরুরী।

সাংগঠনিক সম্পাদক জুবায়ের আহমেদ বলেন, বাক-স্বাধীনতা,মানবাধিকার রক্ষায় ও ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মুক্তি পেতে-তরুন সমাজের রুখে দাঁড়ানোর কোন বিকল্প নেই।

এ সময় মানববন্ধনে আরো উপস্থিত ছিলেন, মানবাধিকার কর্মী আনোয়ার হোসাইন, আরাফাত হোসাইন মুন্না, মো: জাকির আহমেদ, আশরাফ উদ্দিন, সেবুল আহমেদ, লিয়াকত আলী, আহমদ আলী, মোশারফ হোসাইন, মো: বদরুজ্জামান, জাহিদ আহমেদ, মো: আশরাফুল আলম, মাহফুজুর রহমান, মো: ফজল আলম, শরীফ আহমেদ প্রমূখ।

লন্ডনে জেনারেল এম এ জি ওসমানীর ৩৯তম মৃত্যু বার্ষিকী পালিত

পোস্ট ডেস্ক : মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর জেনারেল এম এ জি ওসমানীর ৩৯তম মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ১৬ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় পূর্ব লন্ডনের একটি হলে বঙ্গবীর এম এ জি ওসমানী মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন ইউকের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি কে এম আবু তাহের চৌধুরী ও সঞ্চালনা করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খান জামাল নুরুল ইসলাম। মুফতি সৈয়দ মাহমুদ আলীর কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে বঙ্গবীরের বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আহবাব হোসেন চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, বীর মুক্তিযাদ্ধা আবুল কাশেম খান, নিউহাম কাউন্সিলের কাউন্সিলার ওসমান গনি, কামব্রিয়া কাউন্সিলের ডেপুটি চেয়ার কাউন্সিলার মুহাম্মদ আব্দুল হারিদ, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মোঃ আব্দুল মুকিত, নবীগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্ট এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল হাই, জি এস সি নেতা ফজলুল করিম

চৌধুরী, আলেমে দ্বীন মাওলানা আব্দুল মালেক চৌধুরী, মাওলানা রফিক আহমদ রফিক, প্রবাসী অধিকার পরিষদের সভাপতি জামান সিদ্দিক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বাদশা মিয়া, সংগঠনের ট্রেজারার সৈয়দ সুহেল আহমদ, বাংলাদেশ জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি বদরুজ্জামান বাবুল, সহ-সভাপতি শিহাবুজ্জামান কামাল, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন, ট্রেজারার সাংবাদিক আফসার উদ্দিন, সমাজ কল্যান সম্পাদক হাজী ফারুক মিয়া, কমিউনিটি নেতা ও সাংবাদিক মোঃ আনোয়ার হোসেন, (লুটন) মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, সাংবাদিক মীর আব্দুর রহমান প্রমুখ ।

সভায় বক্তারা বলেন -আজীবন সংসদীয় গণতন্ত্রের মূর্ত প্রতীক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলা যাবেনা । ওসমানীর দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা ,রণকৌশল ও সঠিক নেতৃত্বের কারনেই মাত্র ৯ মাসে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ।

বক্তারা বলেন, মুহম্মদ আতাউল গনি ওসমানী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। সিলেটের রত্ন, গণতন্ত্রের আপোষহীন সৈনিক, সংকল্পে অটল, নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক, পরমত সহিষ্ণু, সততা, কর্মনিষ্ঠা ও সময়ানুবর্তিতার আদর্শ পুরুষ আতাউল গণি ওসমানী কখনও কোন ধরণের লোভ লালসার স্বীকার হননি। দেশে গণতন্ত্রের বিকাশই ছিল তার আজীবন সাধনা। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন এবং জাতির সংকটময় মুহূর্তে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক হয়ে দেশকে আশু ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। জাতির সংকটময় মুহূর্তে তার মতো জাতীয় বীরের আজ বাংলাদেশে বড় বেশি প্রয়োজন। এম এ জি ওসমানি এক বীর সেনানীর নাম । যিনি বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র উপহার দিয়েছিলেন। বঙ্গবীর এম এ জি ওসমানী তার জীবন দেশ ও জাতির জন্য উৎসর্গ করে অমর হয়ে রয়েছেন। বক্তারা ,জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে মূল্যায়ন করার জন্য এবং উনার নামে একটি ডিফেন্স কলেজ সিলেটে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দাবি জানান। বক্তারা, নতুন প্রজন্মদের কাছে ওসমানীর জীবন কাহিনী পাঠ্য পুস্তকে তুলে ধরার জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানান ।

মুফতি সৈয়দ মাহমুদ আলী জেনারেল ওসমানীর রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করেন ।

বার্মিংহামের লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সে তারবিয়াত মাহফিল

কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত, যিকির ও বেশী বেশী দুরুদ শরীফ পাঠের মাধ্যমে আত্মা পরিশুদ্ধ হয় -আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

ব্রিটেনের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি দরসগাহ বার্মিংহামের লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের আয়োজনে ও আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের সহযোগিতায় গত ১৯ ফেব্রুয়ারি সোমবার সেন্ডওয়েল গ্রান্ড জামে মসজিদে তারবিয়াত ও খানেকা মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে তা'লীম-তারবিয়াত প্রদান করেন মুরশিদে বরহক, উস্তাযুল উলামা ওয়াল মুহাদ্দিসীন হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দীন চৌধুরী বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত।মানুষের উপকার করা ইবাদত। তাই সবসময় অসহায় মানুষের কল্যাণের চেষ্টা করবেন। তিনি আরোও বলেন, আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য প্রতিদিন কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াতের অভ্যাস করবেন, কিছু সময় যিকির করবেন, বেশী বেশী দুরুদ শরীফ পাঠ করবেন। এর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধন হবে এবং আত্মা পরিশুদ্ধ হবে।

মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহর মুহতারাম সভাপতি হযরত আল্লামা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী।

এতে বার্মিংহামসহ বিভিন্ন শহর থেকে অসংখ্য মুসল্লী উপস্থিত হন।

লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের চেয়ারম্যান মাওলানা এম এ কাদির আল হাসানের সভাপতিত্বে মাহফিলে আরো উপস্থিত ছিলেন দারুল হাদীস লন্ডনের প্রিন্সিপাল হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী, সিরাজাম মুনিরা জামে মসজিদ এন্ড এডুকেশন সেন্টারের পরিচালক আলহাজ্ব হাফিজ সাব্বির আহমদ, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি মাওলানা খায়রুল হুদা খান, লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের সেক্রেটারী মো. মিসবাউর রহমান, জয়েন্ট সেক্রেটারী মো. খুরশেদ উল হক, মো. এমদাদ হোসাইন, মিডল্যান্ডস ডিভিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা রুকন উদ্দিন, ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি মাওলানা মোঃ হুসাম উদ্দিন আল হুমায়দী, তালামীযে ইসলামিয়ার সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা আখতার হোসাইন জাহেদ, বার্মিংহাম আল ইসলাহর প্রেসিডেন্ট মাওলানা বদরুল হক খান, সেক্রেটারী হাফিজ রুমেল আহমদ, সান্ডওয়েল আল ইসলাহর প্রেসিডেন্ট মাওলানা রফিক আহমদ সেক্রেটারী হাফিজ আলী হোসেন বাবুল, ওয়ালছল আল ইসলাহর প্রেসিডেন্ট মাওলানা নোমান আহমদ, সেক্রেটারী কারী আবুল খয়ের, মুফতি রফিক আহমদ, মাওলানা আতিকুর রহমান, মাওলানা নুরুজ্জামান, মাওলানা বদরুল ইসলাম, মাওলানা গুলজার আহমদ, মাওলানা মাহবুব কামাল, মাওলানা আব্দুল গাফফার, এটিএম সাদ উদ্দিন, কারী আহমদ আলী, মোজাহিদ খান, শেখ মুর্শেদ আহমদ ব্রিস্টল বাথ আল ইসলাহর প্রেসিডেন্ট হাফিজ মনসুর আহমদ প্রমুখ। মাহফিলে দারসে কুরআন, দালাইলুল খাইরাতের সনদ বিতরণ, যিকির, মিলাদ শরীফ এবং বিশেষ দুআ হয়।

মাতৃভাষা দিবসে ভাষা শহীদদের প্রতি লন্ডন মহানগর বিএনপির বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন

আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবসে সকল ভাষা শহীদদের প্রতি ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ইংরেজী রাত ১২:০১ ইস্ট লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে নির্মিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে লন্ডন মহানগর বিএনপির পক্ষ থেকে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুস্তক অর্পণ করেন শ্রদ্ধা জানিয়েছে। লন্ডন মহানগর বিএনপির সভাপতি মোঃ তাজুল ইসলাম, সাধারণ সমপাদক আবেদ রাজা ও সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন মহানগর বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রব. সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফয়ছল আহমদ. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রোমান আহমেদ চৌধুরী. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শরিফ মোঃ করিম সোহেল. সহসাধারণ সম্পাদক তুহিন মোল্লা, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক বাবুল আহমদ. দপ্তর সম্পাদক নজরুল ইসলাম মাসুক. আইন বিষয়ক সম্পাদক মোঃ শাহনেওয়াজ. যুব বিষয়ক সম্পাদক জমির আলী ,তথ্য বিষয়ক সম্পাদক শাকিল আহমদ. স্বনির্ভর বিষয়ক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন. ক্রীড়া সম্পাদক সৈয়দ আতাউর রহমান, লন্ডন মহানগর বিএনপি নেতা নুরুল ইসলাম মধু. রানা আহমদ সোহেল. আব্দুল হক শাওন. মো: আমির হোসেন, নজরল ইসলাম দুলু. মো আশরাফুল আলম. শেরওয়ান আলী, সামসুল হক. মোঃ পারভেজ মিয়া সুজা. আঃ সালাম. রাজিব আহমদ. করিম মিয়া. গোলজার আহমদ. সৈয়দ তারেক রশিদ. আলী হোসেন. ইফতেখার হোসেন চৌধুরী সাকী, ইসলাম উদ্দিন. গাজী মোঃ ওমর ফারুক.আলী হোসাইন, আলী আহমদ. এম ডি রাসেল আহমদ, আরাফাত মোস্তফা, আবু বকর সিদ্দিক,নাঈম তালুকদার, আল মুমিন. মোহাম্মদ আবু তায়্যিব. আল রায়হান. মোঃ শরিফুল ইসলাম. মোঃ সিরাজুল হক. বাসেল আহমদ. আনিসুর রহমান.রফিক আহমদ. হাফিজ আহমদ. শাহেদ আহমদ. মুন্না আহমদ. মোঃ রফিক. রোকন মিয়া. মোহাম্মদ ওসমান গনি. মোঃ মনজু. মাহবুবুর রহমান. বাচ্চু মিয়া. আল মুনিম.মিনহাজ উদ্দিন আহমেদ, জাহাঙ্গীর আলম. মেহেদি হাসান ফাহিম,রেজাউল করিম প্রমুখ।

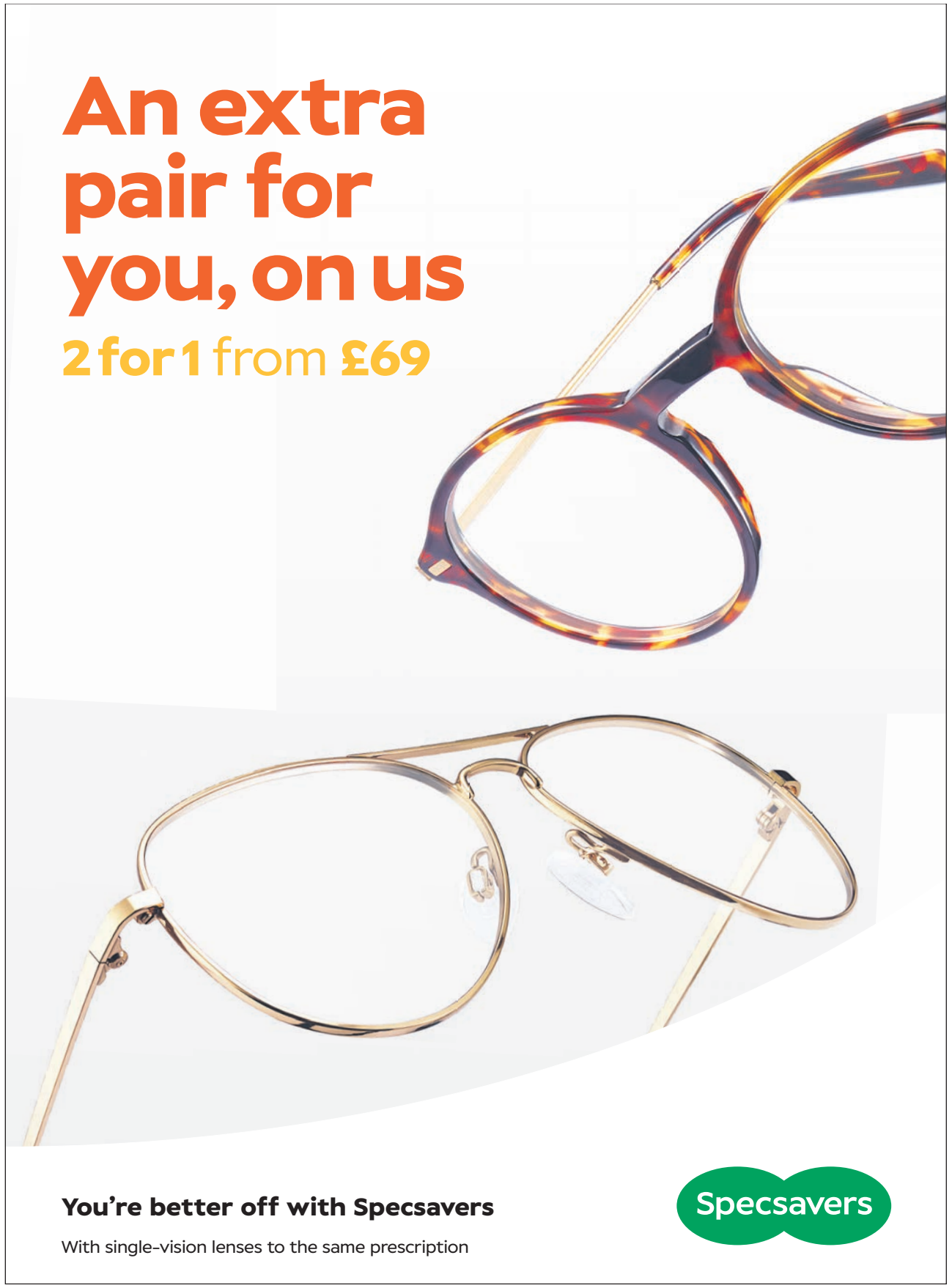

অর্গানাইজেশন ফর দ্যা রিকগনিশন অব বাংলা এজ এন অফিশিয়াল ল্যাগুয়েজ অফ দ্যা ইউনাইটেড নেশনস লন্ডন মহানগর শাখার ভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

এ রহমান অলিঃ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে অর্গানাইজেশন ফর দ্যা রিকগনিশন অব বাংলা এজ এন অফিশিয়াল ল্যাগুয়েজ অফ দ্যা ইউনাইটেড নেশনস, লন্ডন মহানগর শাখা উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ, লন্ডন মহানগর নেতৃবৃন্দ ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সারা বিশ্বে বাংলা ভাষাকে আরো সমৃদ্ধ করতে জাতিসংঘের দাপ্তরিক মর্যাদা দিতে ক্যাম্পেইন অব্যাহত রাখার ঘোষনা দেন নেতৃবৃন্দ। একই সাথে প্রবাসে বাংলা চর্চায় নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে এবং বিভিন্ন স্কুলে বাংলা পাঠ্যবই হিসেবে নিতে অভিভাবকদের প্রতি আহবান জানানো হয়।

সংগঠনের সভাপতি নজমুল হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সিজিল মিয়ার পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি নেতা কে এম আবু তাহের চৌধুরী, কাউন্সিলার ইকবাল হোসাইন, কাউন্সিলার বদরুল ইসলাম চৌধুরী, কমিউনিটি নেতা আব্দুল কাহার, আশিক চৌধুরী, আব্দুল মান্নান, মাসুদ আহমেদ, নাসির উদ্দিন, প্রফেসর ওমর ফারুক, বীরমুক্তিযোদ্ধা মো: মস্তফা, বীরমুক্তিযোদ্ধা আমির খাঁন, বিপ্লব সরদার, কবি সুরুজ্জামা চৌধুরী, হবিগন্জ বৃন্দাবন সরকারী কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন ইউকের সভাপতি এ রহমান অলি, বেঙ্গলী ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন সুরমা সেন্টার এর ডিরেক্টর ও চুনারুঘাট এসোসিয়েশন ইউকের জালাল আহমেদ, কবি নাজমুল হোসেন, আলহাজ্ব নূর বকস, ফজলুল করিম চৌধুরী, জামাল নূরুল ইসলাম, মাওলানা রফিক আহমদ, আব্দুল আলী, পাবেল আহমেদ, ফখর উদ্দিন, মনিরুজ্জামান খিরাজ প্রমূখ। এছাড়াও কমিউনিটির বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে আগত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

বিয়ানীবাজার ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালের ৮ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

২০শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ইং, সোমবার, বিয়ানীবাজার ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (বিবিসিজিএইচ)-এর ৮ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। বিশেষ এই দিবসটি উপলক্ষ্যে হাসপাতাল কর্তৃক চলমান

স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের পাশাপাশি বিনামূল্যে চক্ষু সেবা ও চোখের ছানি অপারেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে সকাল ১০ঘটিকার সময় এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। হাসপাতালের সিইও এন্ড এমডি এম সাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এডভোকেট নাসির উদ্দিন খান। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট কিডনি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল (অব) মোহাম্মদ আব্দুস সালাম বীরপ্রতীক।

সভার প্রধান অতিথি এডভোকেট নাসির উদ্দিন খান তাঁর বক্তব্যে বিয়ানীবাজার ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালের সার্বিক সেবা কার্যক্রম ও প্রবাসীদের উদ্যোগে হাসপাতালের ক্রমবর্ধমান অগ্রযাত্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

উক্ত আলোচনা সভার সম্মানীত অতিথি অধ্যাপক ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, বিয়ানীবাজার ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল একটি মানবিক চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির জন্য ক্যান্সারের পাশাপাশি কিডনি রোগীগণের চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আমাদের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এবং সিলেট কিডনি ফাউন্ডেশন ও বিবিসিজিএইচ যাহাতে পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সেবা প্রদান করতে পারে সেই লক্ষ্যে শীগ্রই বিয়ানিবাজার ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালে ডায়ালাইসিসসহ বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদান করা হবে।

এই সময় হাসপাতালের সিইও এন্ড এমডি এম সাব উদ্দিন হাসপাতাল কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্ম-পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, সকলের সহযোগিতায় অতিশীগ্রই এই হাসপাতালে ক্যান্সারসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধিতে আরো অত্যাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদির সংযোজন করা হবে, ইনশাল্লাহ। একটি মোবাইল ক্লিনিক অতিশীগ্রই বাস্তবায়ন করা হবে যার মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকায় ক্যান্সার স্ক্রীনিং সেবাসহ জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান আরো সহজতর হবে।

উক্ত আলোচনা সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, বিবিসিজিএইচ-এর অন্যতম উপদেষ্ঠা আলহাজ্ব বুরহান উদ্দিন, অন্যতম ট্রাস্টি আলহাজ্ব সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক, হাসপাতালের ডেপুটি ফাইনান্স ডাইরেক্টর ও ট্রাস্টি মঞ্জুরুস সামাদ চৌধুরী মামুন, কান্ট্রি ডাইরেক্টর তোফায়েল খান, বিয়ানীবাজার উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আতাউর রহমান খান, বিশিষ্ট সমাজ সেবক দেওয়ান মকসুদুল ইসলাম আউওয়াল, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন সিলেট মহানগর শাখার সভাপতি হাসপাতালের কোর্ডিনেটর জাকির হোসাইন খান, হাসপাতালের আজীবন সদস্য যুক্তরাজ্য প্রবাসী বিলাল বদরুল, বিয়ানীবাজার থানা অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) মাসুদুল আমিন, যুক্তরাষ্টের বাঙালী কমিউনিটির অন্যতম নেতা বদরুল হক, যুক্তরাজ্য প্রবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফ্যজুর রহমান চৌধুরী ও বেগম ফয়জুর রহমান চৌধুরী, স্থানীয় রাজনীতিবিদ আলমগীর হোসেন রুনু, চ্যানেল এস-এর ব্যুরো চীফ ও ভয়েস অব সিলেটের স্বত্বাধিকারী মইন উদ্দিন মঞ্জু, বিয়ানীবাজার জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী আহমেদ ফায়সাল, হাসপাতালের আরএমও ডাঃ কাওসার রহমান সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও গণমাধ্যম কর্মীবৃন্দ।

বিবিসিজিএইচ-এর ৮ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিনামূল্যে চক্ষু সেবা ও ছানী অপারেশন ক্যাম্পে প্রায় তিন শতাধিক চক্ষু রোগীগণ বিনামূল্যে চক্ষু সেবা গ্রহণ করেন। আগত সেবা প্রার্থীগণ হাসপাতাল কর্তৃক পরিচালিত সার্বিক সেবা কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।

কার্ডিফের শহীদ মিনারে ভাষা সংগ্রামের অহংকারের ৭১ বছর পালিত

নাজমুল সুমনঃ প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে মাতৃভাষার টানে যথাযোগ্য মর্যাদায় ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে গণতন্ত্রের মাতৃভূমি খ্যাত, মাল্টিকালচারেল,ও মাল্টিন্যাশনালের বৃটেনের ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফের ইন্টারন্যাশনাল ম্যাদার ল্যাংগুয়েজ মনুমেন্ট তথা শহীদ মিনারে ২১শে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে ৫২ এর ভাষা শহীদানদের অমর স্মৃতির প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বিমম্র শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ওয়েলস বাংলাদেশ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ।

মহাণ শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ভাষা সংগ্রামের অহংকারের ৭১ বছর,উপলক্ষে বৃটেনের কার্ডিফ ইন্টারন্যাশনাল ম্যাদার ল্যাংগুয়েজ মনুমেন্ট ফাউন্ডার্স ট্রাষ্ট তথা শহীদ মিনার কমিটির সেক্রেটারি মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত পোগ্রামের অমর একুশের প্রথম প্রহরে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে একে একে ফুলেল শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের মাধ্যমে ভাষা শহীদানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কমিউনিটির সর্বস্তরের জনসাধারণ।

বৃটেনের বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রতিনিধি, ও কার্ডিফ কাউন্টি কাউন্সিলের কাউন্সিলারবৃন্দ, মনুমেন্ট ফাউন্ডার্স ট্রাষ্ট কমিটি, ওয়েলস আওয়ামীলীগ, ওয়েলস কার্ডিফ বিএনপি, নিউপোট আওয়ামীলীগ, ওয়েলস যুবলীগ, নিউপোট যুবলীগ, ওয়েলস ছাত্রলীগ, গ্রেটার সিলেট ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল সাউথ ওয়েলস শাখা, অর্গেনাইজেশন ফর দ্যা রেকগনিশন অফ্ বাংলা এ্যাজ এ্যান অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজ অফ্ দা ইউনাইটেড নেশনস সাউথ ওয়েলস শাখা, ওয়েলস বাংলাদেশ উইমেন্স এসোসিয়েশন, ওয়েলস বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ওয়েলস কুলাউড়া সোসাইটি ইন ইউকে, জাস্টিস ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড ১৯৭১ ইন ইউকে. বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক ফোরাম. ওয়েলস বাংলাদেশ ইয়ুথ সোসাইটি ইন ইউকে, ওয়েলস বাংলা প্রেসক্লাব, এটিন বাংলা ইউকে, ওয়েলস বাংলা নিউজ, মনসুর মিডিয়াসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সংগঠন, উইমেন্স প্রতিনিধি, ও ব্যাবসায়ী, প্রতিনিধি, কমিউনিটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ব্যাক্তিগতভাবে অনেক সাধারণ জনসাধারণ ও বাংলাদেশ থেকে আগত বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টস প্রতনিধি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শহীদদের স্মরণে শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার মাধ্যমে উপস্থিত সকল বাঙ্গালীদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় আজকের এই সমাবেশ যেন একখণ্ড বাংলাদেশ।

অমর একুশের প্রথম প্রহরের এবারকার পোগ্রামে ৭১এর একশন কমিটির ওয়েলসের সাবেক সেক্রেটারি বিশিষ্ট রাজনীতিবীদ ও কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ ফিরুজ আহমদ. কাডিফ কাউন্টি কাউন্সিলের সাবেক ডেপুটি লর্ড মেয়র কাউন্সিলার দিলওয়ার আলী, কাউন্সিলার ড. বাবলিন মল্লিক, কাউন্সিলার জেসমিন চৌধুরী, মনুমেন্ট ফাউন্ডার্স ট্রাষ্ট কমিটির চেয়ারম্যান আনোয়ার আলী, সেক্রেটারি মোহাম্মদ মকিস মনসুর, ট্রেজারার আনহার মিয়া, ফাউন্ডার্স ট্রাষ্টি শেখ মোহাম্মদ তাহির উল্লাহ ও ফাউন্ডার্স ট্রাষ্টি আলহাজ্ব আসাদ মিয়া সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, লাইফ মেম্বার ও ফ্রেন্ডস অব মনুমেন্ট সহ কার্ডিফ

নিউপোট সোয়ানসী ব্রিজেন্ড, বৃস্টল, মোনবাউথ ও পটালবাট ক্যাফেলি ও পার্শ্ববর্তী শহর থেকে আগত বিশিষ্টজনরা সহ বিপুলসংখ্যক কমিউনিটির জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে মনুমেন্ট ফাউন্ডার্স ট্রাষ্ট কমিটির চেয়ারম্যান আনোয়ার আলী, ও সেক্রেটারি মোহাম্মদ মকিস মনসুর, সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সকল লাইফ মেম্বার ও ফ্রেন্ডস অব মনুমেন্ট এবং ফাউন্ডার্স ট্রাষ্ট কমিটির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানকে সফল করতে ওয়েলস বাংলাদেশ কমিউনিটির অংশগ্রহণকারী উপস্তিত সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

ভাষা আন্দোলনের রক্তক্ষয়ী দিনটি এখন আর শুধু শোক ও বেদনার দিন নয়। জাতি ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সব মানুষের সব ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার এক সর্বজনীন উৎসবের দিন। একুশ আমাদের অহংকার ; একুশ আমদে; একুশের পথ ধরেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি লাল বৃত্ত সবুজ পতাকা। অমর একুশে আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক; মহান একুশে ফেব্রুয়ারির সেই রক্তস্নাত গৌরবের সুর বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আজ বিশ্বের ১৯৩টি দেশের মানুষের প্রাণে অনুরণিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কানাডা প্রবাসী সালাম ও রফিকসহ কয়েকজন বাঙালি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সরকারের পক্ষ থেকে জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। যার ফলে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পাবার পর অমর একুশের চেতনা আজ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে। মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিশ্বের সব জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় ঐক্য ও বিজয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছে। "স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা সকল দাপ্তরিক কাজে বাংলাভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তিনি সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করেন। বাংলায় জাতিসংঘে বক্তৃতা দিয়ে আমাদের মাতৃভাষাকে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন আসুন বাংলাদেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর ওপর জোর দেওয়ার উদ্দ্যোগ সহ বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়ার আমাদের অব্যাহত ক্যাম্পেইনে সবার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার প্রত্যাশা করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে বৃটেনের ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফ শহরের কমিউনিটির দীঘদিনের সপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০০৭ সালে একটি শহীদ মিনার নির্মাণের উদ্দ্যোগ নেওয়া হয়েছিলো। স্থানীয় কাউন্সিলের নানাবিদ জটিলতা নিরসনে ও কমিউনিটির কিছু দুষ্ট চক্রের অব্যাহত চক্রান্তকে মোকাবেলা করে ১২ বছরের নিরলস প্রচেষ্টার পর বৃটেনের ওয়েলসের ঐতিহ্যবাহী কার্ডিফ শহরের গ্রেইঞ্জমোর পার্কে কার্ডিফ কাউন্টি কাউন্সিলের প্রদত্ত নির্ধারিত জায়গায় বাঙালী জাতির অহঙ্কার ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাংগুয়েজ মনুমেন্ট তথা শহীদ মিনার ২০১৯ সাল থেকে পুরাপুরি দৃশ্যমান। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি, 'বাংলা আমার দৃপ্ত স্লোগান, বাংলা আমার অহংকার' ভাষা সংগ্রামের অহংকারের ৭১ বছর, বৃটেনের কার্ডিফের শহীদ মিনার আমাদের অহংকারের প্রতীক, বাংলাদেশ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সরকার এর পক্ষ থেকে বিরাট অনুদাণ প্রদান সহ বৃটেবে বাংলাদেশের হাইকমিশন ও কার্ডিফ কাউন্টি কাউন্সিল এবং ফাউন্ডার ট্রাষ্ট কমিটির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বৃটেনের ওয়েলসের কমিউনিটির এই সপ্নের শহীদ মিনার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে এর পিছনে অনেকেই করেছেন অক্লান্ত পরিস্রম. ফাউন্ডার ট্রাষ্টি. লাইফ মেম্বার ও ফ্রেন্ডস অব মনুমেন্ট হিসাবে অনেকেই দিয়েছেন অর্থ. আজকের এই দিনে অবদানকারী সবাইকে আজকের অমর একুশের অনুষ্ঠান থেকে ও আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে বলে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাংগুয়েজ মনুমেন্ট তথা শহীদ মিনার ফাউন্ডার ট্রাষ্ট কমিটির সেক্রেটারী ও ফাউন্ডার্স ট্রাষ্টি বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর. জানিয়েছেন।

অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে ‘লন্ডন মাল্টিলিংগুয়াল ডে’ হিসেবে পালনের আহ্বান জানালেন যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে ‘লন্ডন মাল্টিলিংগুয়াল ডে’ হিসেবে পালনের আহ্বানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ হাই কমিশন, লন্ডন ‘বাংলা ভাষা শহিদ দিবস’ ও ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে। এ উপলক্ষে গতকাল সন্ধ্যায় লন্ডনের কেন্‌জিংটনে এক হোটেলে ÒSafeguarding Indigenous Languages through Transforming Education” শীর্ষক এক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনীম তাঁর স্বাগত বক্তব্যে ১৯৫২-এর সকল ভাষা শহিদ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে ‘লন্ডন মাল্টিলিংগুয়াল ডে’ হিসেবে ঘোষণা দেয়ার জন্য লন্ডন মেয়রের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, “এ বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব হাই কমিশন খুব শীঘ্রই লন্ডন মেয়রের কাছে পাঠাবে।”

কমনওয়েলথের সেক্রেটারি জেনারেল পেট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এতে লন্ডনে অবস্থিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি, ১৭টি দূতাবাসের কূটনীতিক ও প্রতিনিধিগণ এবং ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশ নিয়ে বায়ান্নোর মহান ভাষা শহিদের ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূতগণ এবং দূতাবাসগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী শিল্পীরা মহান ভাষা শহীদদের উৎসর্গ করে নিজ নিজ ভাষায় মনোজ্ঞ সঙ্গীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করেন। দূতাবাসগুলোর মধ্যে ছিলো ভারত, কুয়েত, মালদ্বীপ, মালয়েশিয়া, আর্জেন্টিনা, কিউবা, সাইপ্রাস, মিশর, রুয়ান্ডা, ফিলিস্তিন, জর্ডান, উগান্ডা ও রোমানিয়া।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কমনওয়েলথের সেক্রেটারি জেনারেল পেট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড তাঁর বক্তব্যে এবছরের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতিপাদ্যের উল্লেখ করে প্রতিটি দেশে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মাতৃভাষার সংরক্ষণ ও চর্চার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বাংলাদেশে বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনকে মাতৃভাষার সংরক্ষণ ও চর্চার ক্ষেত্রে এক অনন্য নজীর বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, “বাংলাদেশে ভাষা ও সংস্কৃতি সুরক্ষায় যারা প্রাণ দিয়েছিলো, তাঁদের সেই আত্মদান থেকে আজো আমরা অনুপ্রেরণা নিতে পারি।“

হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনীম যুক্তরাজ্যে প্রায় ৩০০টি এবং লন্ডনে প্রায় ২০০টি মাতৃভাষার প্রচলন রয়েছে উল্লেখ করে বলেন, “একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটিকে ‘লন্ডন মাল্টিলিংগুয়াল ডে’ হিসেবে ঘোষণা করা খুবই যৌক্তিক এবং এবিষয়ে আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারি সকল দেশের রাষ্ট্রদূতগণ অভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন।”

হাইকমিশনার ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটিসহ বিভিন্ন কমিউনিটির সদস্যদের তাঁদের নিজ নিজ এলাকার কাউন্সিলরদের মাধ্যমে লন্ডন মেয়রের নিকট এবিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণের পরামর্শ দেন। তাছাড়া তিনি বাংলা ভাষা শিক্ষা এবং চর্চার জন্য যুক্তরাজ্যে কমিউনিটি সংগঠনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উদ্যোগ গ্রহণ করলে হাইকমিশন বিনামূল্যে বাংলা পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করতে সহায়তা করবে বলে জানান।

হাইকমশিনার তাঁর বক্তব্যে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ-এর প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে ৫২-র ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের কথা পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এবং মহান একুশে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা পাওয়া, বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগসহ বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষপে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করনে।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য পল ব্রিস্টো অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, “যুক্তরাজ্যে ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটি অমর একুশের মহান আদর্শ ধারন করে আছে যা আগামী দিনগুলোতেও এদেশে নিজ নিজ মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অন্য ভাষার মানুষকেও উৎসাহ যোগাবে।

যুক্তরাজ্যে ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা অর্জনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন হাই কমিশনের স্মারক অনুষ্ঠানের সহ-আয়োজক যুক্তরাজ্যে ইউনেস্কোর জাতীয় কমিশনের প্রতিনিধি ম্যাথিউ রাবাগলিয়াতি, ব্রিটিশ কাউন্সিল প্রতিনিধি ও'বায়ার্ন মুলিগান ও যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সুলতান মাহমুদ শরীফ।

অনুষ্ঠানে উদীচী স্কুল অব পারফরমিং আর্টসের শিশু-কিশোর শিল্পীরা সমবেত কণ্ঠে “আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি” অমর সঙ্গীতটি পরিবেশন করে। ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটিসহ লন্ডনে বসবাসকারি বিভিন্ন দেশের বিপুল সংখ্যক আমন্ত্রিত অতিথি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে হাইকমিশনার অতিথি ও মিশনের কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রতীকী শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর ভাষা শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

এ উপলক্ষে সকালে হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনীম দূতাবাসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন। এরপর দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ এবং ভাষা শহীদদের এবং বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের রূহের মাগফেরাত এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সাফল্য কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

এর আগে মহান একুশের প্রথম প্রহরে হাইকমিশনার ও টাওয়ার হ্যামলেটস-এর মেয়র লুৎফুর রহমান একসাথে এবং পরে মিশনের কর্মকর্তাদের নিয়ে পূর্ব লন্ডনের শহিদ আলতাব আলি পার্কে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বায়ান্নোর ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

দেশের বিভিন্ন শহীদ মিনারে ‘বাংলা পোস্ট’ পরিবারের পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

স্টাফ রিপোর্টার : মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে মঙ্গলবার দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্রিটেনের জনপ্রিয় সাপ্তাহিক ‘বাংলা পোস্ট’ পরিবারের পক্ষ থেকে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন পত্রিকার অনারারি চেয়ারম্যান শেখ মফিজুর রহমান।

রাজধানী ঢাকা, সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ছাড়াও বালাগঞ্জ উপজেলা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, বোয়ালজুড় উচ্চ বিদ্যালয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। ঢাকায় পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ কালে উপস্থিত ছিলেন বিটিবির প্রোডিসার মাসুদ হাসান, মোহাম্মদ আলী তালুকদার, বালাগঞ্জে সংবাদিক সাহাব উদ্দিন শাহিন, আজমল আলী, বোয়ালজুড় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলিপ কুমার দাসসহ বিশিষ্ট জনেরা।

এ সময় শেখ মফিজুর রহমান বলেন, '১৯৫২ সালের এই দিনে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আমাদের পূর্বসূরিরা জীবন দিয়ে আমাদের ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু সেখান থেকে। সেদিন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আমাদের ভাষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতির ওপর আঘাত হেনেছিল।

তিনি বলেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহিদদের রক্তের বিনিময়ে আমরা বাংলা ভাষা পেয়েছি। তাদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগ ও চেতনাকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

তিনি বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালিকে শিখিয়েছে আত্মত্যাগের মন্ত্র, বাঙালিকে করেছে মহীয়ান। ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই এসেছে স্বাধীনতার চেতনা। আমরা পেয়েছি বাংলাদেশ। তাই দলমতের উর্ধ্বে থেকে সবাইকে দেশের উন্নয়নে কাজ করে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তর করতে হবে।

গোলাপগঞ্জে মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে জুব্বা বিতরণ

গোলাপগঞ্জ প্রতিনিধিঃ গোলাপগঞ্জের ফুলবাড়ী ইউনিয়নের বরায়া বাটুলগঞ্জ আরাবিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসার গরীব ও এতিম ছাত্রদের মাঝে জুব্বা বিতরণ ও রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। শনিবার রাত ৮টায় মাদ্রাসার একটি হলরোমে যুক্তরাজ্য প্রবাসী দেলোয়ার হোসেন, মো: ফজলুর রহমান এবং আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারলের আর্থিক সহযোগিতায় এ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, আমরা যারা প্রবাসে থাকি সব সময় চেষ্টা করি যে সব কাজে মহান আল্লাহ তা'লা রাজি খুশি থাকেন সেসব কাজ করার। আর ভালো কাজের তাওফিক মহান আল্লাহ তা'লাই দেন এজন্য ভালো কাজ করা সম্ভব হয়।

সভাপতির বক্তব্যে মুফতি মকবুল হোসেন কাশেমী বলেন, আজকের এমন উদ্যোগ অত্যান্ত একটি ব্যাতিক্রমী। এতিমদের কাপড় দেওয়া ও আহার করানো ভালো একটি কাজ। যা সব প্রবাসীদের ধারা হয়না। এজন্য তিনি প্রবাসী মো: দিলওয়ার হোসেন, মো: ফজলুর রহমান ও আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি এ ধরনের কাজ আগামীতেও অব্যাহত রাখার জানান।

বরায়া বাটুলগঞ্জ আরাবিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসার মুহতামিম মুফতি মকবুল হোসেন কাশেমীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মাদ্রাসার খাছ কমিটির সভাপতি গোলাম আজম শায়েস্তা, এডভোকেট হোসেন দিলু, এডভোকেট কবির আহমদ বাবর, শুভ আব্দুল কুদ্দুছ, খাছ কমিটির সদস্য ফজলুর রহমান খলকু, মাওলানা ক্বারী হেলাল আহমদ।

বক্তব্য রাখেন মামুনুর রশীদ মামুন, সুজন খান, ইঞ্জিনিয়ার তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, মাদ্রাসার খাছ কমিটির সদস্য সামছুল ইসলাম আনা, কামাল উদ্দিন খান বেলাল বেলাল আহমদ সেলিম, মাওলানা ইসমাইল হোসেন, মাদ্রাসার নাজিমে তালিমাত মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, শাপলা সমাজ কল্যাণ সংঘের সভাপতি জাকের আহমদ।

অনুষ্ঠানে প্রায় ৩ শতাধিক মাদ্রাসার এতিম ও। অসহায় ছাত্রদের জুব্বা ও তাদের মধ্যে রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়।

আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা শহীদদের প্রতি যুক্তরাজ্য বিএনপির শ্রদ্ধা নিবেদন

আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবসে সকল ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে যুক্তরাজ্য বিএনপি। ২১ ফেব্রুয়ারি রাত ১২:০১ পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে নির্মিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুস্তকস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ, সিনিয়র সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সহসভাপতি আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, গোলাম রাব্বানি সোহেল, তাজুল ইসলাম, কাজী ইকবাল হোসেন দেলোয়ার, আতিকুর রহমান চৌধুরী পাপ্পু, আবেদ রাজা, এম এ মুকিত, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক পারভেজ মল্লিক, যুগ্ম সম্পাদক ব্যারিস্টার মোঃ মওদুদ আহমেদ খান, মিসবাহুজ্জামান সোহেল, ডক্টর মুজিবুর রহমান, আজমল চৌধুরী জাবেদ, সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক শহিদুল ইসলাম মামুন, যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক দেওয়ান মোকাদ্দেম চৌধুরী নিয়াজ, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক কামাল উদ্দিন, শামসুর রহমান মাহতাব, সহসাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান আহমেদ, আব্দুল বাসিত বাদশা, বাবুল চৌধুরী, সহ-দপ্তর সম্পাদক সেলিম আহমেদ, ইস্ট লন্ডন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এস এম লিটন, কেন্দ্রীয় জাসাসের সাবেক সহসভাপতি এম এ সালাম, জাসাস ইউরোপের সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন।

সিলেট লেখক ফোরামের উদ্যোগে কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

সিলেট লেখক ফোরামের উদ্যোগে এসএসসি-এইচএসসি উত্তীর্ণ কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা, শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৩ ফেব্রুয়ারী সোমবার বিশ্বনাথের অলংকারী পৌদনাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

ফোরাম সভাপতি সাংবাদিক কবি নাজমুল ইসলাম মকবুল এর সভাপতিত্বে ও সাংবাদিক শাহিন উদ্দিনের পরিচালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটসের কাউন্সিলর ও সদ্য সাবেক স্পিকার মোঃ আয়াছ মিয়া।

প্রবীণ সাংবাদিক কলামিস্ট আফতাব চৌধুরীর উদ্বোধনী বক্তব্যের মাধ্যমে সুচিত অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচকের বক্তব্য রাখেন ব্রিটিশ বাঙালি কবি ও কথা সাহিত্যিক বহুগ্রন্থ প্রণেতা সৈয়দ শাহনুর আহমেদ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রাইম ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও আইবিবি আম্বরখানা শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ তাজ উদ্দিন আহমদ, যুক্তরাজ্য প্রবাসী সাহিত্যিক সমাজসেবী ও শিক্ষানুরাগী বৃক্ষপ্রেমিক কবি বশির আলী, বিশ্বনাথ উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার সোহেল রানা, আল মুছিম স্কুল এন্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আতিকুর রহমান লিটন, প্রিন্সিপাল মোঃ মানিক মিয়া, অলংকারী পৌদনাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসমত আরা চৌধুরী।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হুমায়ুন আহাদ শাওন, সদস্য মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, সহকারী শিক্ষক নুরজাহান খানম, মুক্তা আক্তার, বেদানা বেগম, নিপা রানী দেবীসহ এলাকার বিশিষ্টজনরা। কৃতি শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন রহিমা বেগম শাম্মি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোঃ আয়াছ মিয়া বলেন, সিলেট লেখক ফোরাম বিগত প্রায় বিশ বছর যাবত সিলেট বিভাগ তথা বাংলাদেশে সাহিত্যসেবার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিশ্বেও বাংলা ভাষার আরও উৎকর্ষ সাধনে ও সাহিত্য চর্চায় অনন্য ভুমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তসহ যুক্তরাজ্য, ইউরোপ, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কাতার, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে আয়োজন করে যাচ্ছে সাহিত্য সভা ও বর্ণিল এবং ব্যতিক্রমধর্মী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের। তারই ধারাবাহিকতায় আজকের এই কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনার আয়োজন। ভাষার মাসে এ সংবর্ধনা ইতিহাসের পাতায় মাইলফলক হয়ে থাকবে বলে আমরা মনে করি।

উদ্বোধকের বক্তব্যে প্রবীণ সাংবাদিক কলামিস্ট আফতাব চৌধুরী বলেন, বিগত প্রায় দুই দশকে সিলেট লেখক ফোরামের অর্জন অনেক। সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি তারা সেবামুলক ব্যাপক কাজ করে নজর কেড়েছেন সকলের। বন্যা করোনা প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিভিন্ন সময়ে গরিব অসহায় দুর্গতদের মধ্যে ফুড প্যাক বিতরণ, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, লেখক সাংবাদিকদের সহযোগিতা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, পরিবেশ উন্নয়নে বৃক্ষ রোপন, বীর মুক্তিযোদ্ধা, লেখক কবি সাহিত্যিক গুণীজন ও রত্নগর্ভা মা সম্মাননা, আন্তর্জাতিক সাহিত্য উৎসবের আয়োজন, প্রকাশনা উৎসব, বিবাহ সহায়তা, ফ্রি মেডিকেল ও আই ক্যাম্পের আয়োজন, অগ্রজ কবি সাহিত্যিক গুণীজনদের বাড়ীতে গিয়ে তাদের সম্মানে সাহিত্য সভার আয়োজন, কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা, পিঠা ঘুড়ি ও ক্রীড়া উৎসব, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইউনিফর্ম এবং শিক্ষা সামগ্রী বিতরণসহ অগণিত কাজ করেছেন। ভাষার মাসে দেয়া কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনাসহ এসব কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানাই আমরা।

প্রধান আলোচকের বক্তব্যে ব্রিটিশ বাঙালি কবি ও কথাসাহিত্যিক সৈয়দ শাহনুর আহমেদ সিলেট লেখক ফোরামের কার্যক্রমের ভুয়ুসি প্রশংসা করে বলেন, আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে লেখাপড়ার প্রতি আরও উৎসাহ প্রদান করতে এ ধরনের আয়োজন আরও ব্যাপকভাবে করা প্রয়োজন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মোঃ তাজ উদ্দিন আহমদ বলেন, এসএসসি ও এইচএসসি উত্তীর্ণ কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনার আয়োজন শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশে অনন্য ভুমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি।

যুক্তরাজ্য প্রবাসী সাহিত্যিক ও বৃক্ষপ্রেমিক কবি বশির আলী বলেন, সিলেট লেখক ফোরামের সকল আয়োজনে আমাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

বিশ্বনাথ উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার সোহেল রানা বলেন সিলেট লেখক ফোরামের উদ্যোগে এ মহৎ কাজকে আমরা স্বাগত জানাই। এ ধরনের কার্যক্রমে আমাদের সকল ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

আতিকুর রহমান লিটন বলেন সিলেট লেখক ফোরামের সকল আয়োজন সত্যিই প্রশংসনীয়। আমরা প্রবাসীরা তাদের এসব কার্যক্রমে সাথে আছি সবসময়।

ইসমত আরা চৌধুরী বলেন, আমাদের বিদ্যালয়ে গুণীজনদের আগমণে আমরা ধন্য।

ফোরাম সভাপতি সাংবাদিক কবি নাজমুল ইসলাম মকবুল অনুষ্ঠানে আগত অতিথি ও গুণীজনদের অভিনন্দন জানান এবং ভবিষ্যত কার্যক্রমে সকল মহলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে ফোরামের পক্ষ থেকে সিলেটের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসএসসি ও এইচএসসি উত্তীর্ণ কৃতি শিক্ষার্থীদের ক্রেস্ট বই ও উপহার সামগ্রী এবং বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সামগ্রী উপহার দেয়া হয়।

বদলে যাচ্ছে সিলেট শাহপরাণ মাজার এলাকা

সিলেট অফিস : বছরজুড়েই দেশ-বিদেশের অনেক পর্যটক ছুটে আসেন সিলেটে। বেশিরভাগ পর্যটক জিয়ারত করে যান দেশের আধ্যাত্মিক শহর খ্যাত সিলেটে অবস্থিত শাহজালাল ও শাহপরাণ রাহ.-এর মাজার।

ইতোমধ্যে সিলেট সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে শাহজালাল মাজার সড়ককে করা হয়েছে জঞ্জালমুক্ত। এই মডেল সড়ক এখন পর্যটকদের মন কাড়ে। এবার সিসিকের নজর পড়েছে সিলেট মহানগরের বর্ধিত এলাকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া শাহপরাণ মাজার সড়কে। এই সড়কসহ মাজার এলাকা সংস্কার করে দৃষ্টিনন্দন করতে চান সিসিক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। এরই অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ওই মাজার সড়কের দুপাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। শীঘ্রই শুরু হবে ড্রেন নির্মাণের কাজ।

জানাযায়, এতদিন শাহপরাণ (রহ.) মাজার এলাকা ছিলো সিলেট সদর উপজেলার খাদিমপাড়া ইউনিয়নের আওতাভুক্ত। সিলেট সিটি করপোরেশনের সীমানা বর্ধিত হওয়ায় তা এখন সিসিকের অন্তর্গত। তাই শাহপরাণ মাজার সড়ক ও পুরো এলাকা দৃষ্টিনন্দন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সিসিক।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন- এই মাজার সড়কটি ছিল একটি গলি সড়ক। এই সড়কের উভয় পাশে কয়েক শ' অবৈধ স্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছিল। ফলে শাহপরাণ মাজারে আসা পর্যটক, ভক্ত ও মুসল্লিদের যাতায়াতে পোহাতে হতো ভোগান্তি। যানজট লেগে থাকতো সব সময়।

সিলেটের কৃতিসন্তান মরহুম আবুল মাল আবদুল মুহিত অর্থমন্ত্রী থাকাবস্থায় শাহপরাণ মাজারের সড়কের শুরুতে দৃষ্টিনন্দন তোরণ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেনের সময়ে এসে এই কাজ শেষ হয়। এরপর সেটি উদ্বোধন করা হয়।

সম্প্রতি সেই এলাকা আকর্ষণীয় করতে উদ্যোগী হয়েছেন সিসিক মেয়র আরিফ। সেই লক্ষ্যে মাজার ফটকের যানজট দূর করতে তাঁর উদ্যোগে সিলেট-তামাবিল সড়ক আইল্যান্ড দিয়ে বিভক্ত করা হয়। মূল বাজারের ড্রেনেজ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করা হয়েছে। ফলে মাজারের মূল ফটক এলাকার পরিবেশ বদলে গেছে, কমেছে যানজট। এবার মাজার সড়কের দুই পাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। রাস্তার দুপাশে নির্মাণ করা হবে ড্রেন। পরে দুপাশে লাইট দিয়ে সড়কের মধ্যখানে ডিভাইডার স্থাপন করা হবে। লাগানো হবে কারুকাজখচিত গ্রিল অথবা ফুল গাছ।

এ বিষয়ে মঙ্গলবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী নুর আজিজুর রহমান বলেন- কিছুদিন আগে ওই জায়গায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে। মাজার এলাকার মূল সড়কের পাশের বাজারে ড্রেনেজ ব্যবস্থা স্বাভাবিক হয়েছে। এখন মাজার সড়কের কাজ করা হবে। এ সড়কের দুপাশে ড্রেন নির্মাণ করা হবে। দুপাশে লাগানো হবে লাইট।

তিনি বলেন- রাস্তা মেরামতের পর বিবেচনা করা হবে মধ্যখানে ডিভাইডার দেওয়া হবে কি না। ডিভাইডার দিলে এতে কারুকাজখচিত গ্রিল অথবা গাছ লাগানো হবে।

নুর আজিজুর রহমান জানান- শাহপরাণ (রহ.) মাজার সড়কসহ পুরো এলাকাকে দৃষ্টিনন্দন করতে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় মাজার সড়কের দুপাশে ড্রেনের উপরে দৃষ্টিনন্দন ওয়াকওয়ে করা হবে। মাজারের পুকুর পাড়কেও চারদিকে দৃষ্টিনন্দন করা হবে। শীঘ্রই এ কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হবে। টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষে শুরু হবে কাজ। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে শাহজালাল (রাহ.)-এর মাজার এলাকার মতো শাহপরাণ মাজার এলাকাও হবে দৃষ্টিনন্দন হবে। পর্যটকদের আরও বেশি টানবে শাহপরাণ মাজার।

তাহিরপুরে শঙ্কায় কৃষকগণ

তাহিরপুর সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার টাঙ্গুয়ার হাওরের নজরখালি ফসলরক্ষা বাঁধটিতে এক টুকরি মাটি এখন পর্যন্ত পড়েনি। অথচ বাঁধ নির্মাণ কাজের শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। নির্ধারিত সময়ে বাঁধে মাটি না পড়ায় হাওর পাড়ের কৃষকদের মধ্যে চরম হতাশা দেখা দিয়েছে।

জানা যায়, চলতি বছর তাহিরপুর উপজেলায় হাওরের ফসলরক্ষা বাঁধ নির্মাণে ১১২টি প্রকল্পে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনুমোদিত প্রকল্পের মধ্যে টাঙ্গুয়ার হাওরের নজরখালি বাঁধটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের তালিকাভুক্ত না হওয়ায় টাঙ্গুয়ার হাওর পাড়ের তাহিরপুর ও মধ্যনগর উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের ৮২টি গ্রামের কৃষকদের মাঝে হাতাশা বিরাজ করছে। এতে ৪টি ইউনিয়নের প্রায় ৯ হাজার হেক্টর জমির ধান পানির নীচে তলিয়ে যাবে বলে আশংকা করছেন এখানকার কৃষকরা।

এ বাঁধটি না হলে গনিয়াকুরি, এরালিয়াকুনা, নান্দিয়া, রাঙামাটিয়া, ফল্লিয়ার বিল, সামসাগর, রুপাভূই, লামারবিল, সোনাডুবি, ইকরছরি, লুঙ্গাতুঙ্গা, শালদিগা, হানিয়া কলমা, মুক্তারখলা হাওর সহ বিভিন্ন হাওরের কাঁচা ধান নদীতে আগাম পানি আসা মাত্রই তলিয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একে এম এনামুল হক শামীম টাঙ্গুয়ার হাওরের নজরখালি বাঁধটি পরিদর্শনে আসেন। তখন হাজারো কৃষকের বিক্ষোভ ও দাবির মুখে তিনি কৃষকদের আশ্বাস প্রদান করেছিলেন জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিবেন।

তিনি সেদিন বলেছিলেন, 'হাওরের কৃষকদের ফসল রক্ষার স্বার্থে সরকার সবকিছুই করবে। সরকার কৃষকদের মুখে হাসি দেখতে চায়। কৃষকরা যাতে শতভাগ জমি চাষাবাদ করতে পারে সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে সরকার। সেটা মাথায় রেখে আমরা কাজ করবো।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে উপমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের পরিকল্পনার কারণে কৃষকদের ক্ষতি না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নতুন করে টাঙ্গুয়ার হাওরপাড়ে ৩ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়ে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।' উপমন্ত্রীর এমন বক্তব্যের পরও নজরখালি বাঁধের কাজ শুরু না হওয়ায় হাওরের কৃষকদের মধ্যে এখন হতাশা দেখা দিয়েছে।

মধ্যনগর উপজেলার দক্ষিণ বংশীকুন্ডা ইউনিয়নের রংচি গ্রামের কৃষক আব্দুল জলিল বলেন, নজরখালি বাঁধ নির্মাণ না হলে আমাদের বংশীকুন্ডা উত্তর দক্ষিণ এ দুটি ইউনিয়নের বোর ধান আগাম বন্যার পানিতে তলিয়ে যাবে। অথচ অনেক বছর ধরে এ বাঁধটি পানি উন্নয়ন বোর্ড নির্মাণ করে আসছিল। এ বছর সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসন টাঙ্গুয়ার হাওরটিকে জলাভূমির সনদ দিয়ে বাঁধের কাজ করাচ্ছেন না।

শ্রীপুর (উত্তর) ইউনিয়নের মন্দিয়াতা গ্রামের ইউপি সদস্য সাজিনুর মিয়া বলেন, প্রশাসন জনগণের জন্য কিন্তু নজরখালি বাঁধটি জেলা প্রশাসন কেন বাঁধা দিচ্ছেন তা তারা বুঝতে পারছেন না। যদি বাঁধ দেয়া না হয় তাহলে তারা বড় ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।

দক্ষিণ বংশীকুন্ডা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান বলেন, নজরখালিসহ গোলাবাড়ি থেকে মন্দিয়াতা পর্যন্ত আপর বাঁধটি হয়ে গেলে আমাদের আর ভিতরের বাঁধগুলো দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদ সদস্য আব্দুস সালাম বলেন, বর্তমান সরকার কৃষক বান্ধব সরকার। কিন্তু সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসন কেন কৃষকদের স্বার্থপরিপন্থী কাজ করছেন বিষয়টি তার বোধগম্য নয়।

তাহিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুপ্রভাত চাকমা বলেন, টাঙ্গুয়ার হাওরের নজরখালি বাঁধ নির্মাণের বিষয়ে সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসন থেকে কোন সিদ্ধান্ত না আসায় বাঁধ নির্মাণ কাজ আপাতত করা সম্ভব হচ্ছে না।

আল্লামা আবু তায়্যিব সৎপুরীর ইন্তেকাল

বড়লেখা সংবাদদাতা : প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, সিলেটের সর্বজন শ্রদ্ধেয় জননন্দিত মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা আবু তায়্যিব সৎপুরী আর নেই (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি মঙ্গলবার বেলা ১২টায় নগরীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি স্ত্রী, ৩ ছেলে ও ৪ মেয়ে সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে মারা যান।

মরহুমের জানাযা মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টায় সৎপুর মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়।

মাওলানা আবু তায়্যিব সৎপুরী দীর্ঘদিন শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা পাঠানটুলা সিলেটের অধ্যক্ষ ও সৎপুর আলিয়া কামিল মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া মুফাসসিরে কুরআন হিসেবে আবু তায়্যিব সৎপুরী সিলেট তথা সারাদেশে কুরআনের তাফসীর করেছেন। তিনি বাংলাদেশ ছাড়াও বিভিন্ন দেশে কুরআনের তাফসীর করেছেন। তিনি আমৃত্যু কুরআন সুন্নাহর প্রসারে কাজ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে সিলেটবাসী একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমকে হারালো। যা সহজে পূরণ হবার নয়।

জগন্নাথপুরে বন্যায় ভেঙে যাওয়া রাস্তাঘাটের বেহাল দশা

জগন্নাথপুর সংবাদদাতা : জগন্নাথপুরে বিগত ভয়াবহ বন্যায় বাড়িঘরের সাথে রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এতে যোগাযোগের ক্ষেত্রে জগন্নাথপুর উপজেলাবাসী চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। বন্যার আগে অনেক সড়ক দিয়ে চলাচল করা গেলেও বন্যার পর অনেক স্থানে চলাচল করা যাচ্ছে না। উপজেলার অনেক এলাকায় প্রধান প্রধান রাস্তা ভেঙে বিশাল আয়তনের খাদ বা ডহর হয়ে গেছে। বিগত প্রায় ২০ বছরে যোগাযোগ ক্ষেত্রে জগন্নাথপুর উপজেলায় যে পরিমাণ উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল, বন্যার পর আবারো পেছনে নিয়ে গেছে। তাই আবারো সেই পুরনো দুর্দশা। 'হেমন্তে পাও-বর্ষায় নাও' এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

সোমবার জগন্নাথপুর উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দেখা গেছে, বন্যায় ভেঙে যাওয়া রাস্তাঘাটের বেহাল দশা। এর মধ্যে জগন্নাথপুর উপজেলার রাণীগঞ্জ ইউনিয়নের শিবগঞ্জ-রাণীগঞ্জ প্রধান রাস্তার কুবাজপুর ও আছিমপুর গ্রামের মধ্যস্থানে রাস্তা ভেঙে বিশাল খাদে পরিণত হয়েছে। এ রাস্তা দিয়ে সব ধরণের চলাচল বন্ধ রয়েছে। তবে স্থানীয় ইউপি সদস্য আতাউর রহমান মিলাদের প্রচেষ্টায় রাস্তার পাশে হাওরের জমির উপর দিয়ে বিকল্প রাস্তা নির্মাণ করায় কোন রকমে ছোট ছোট গাড়ি ও মানুষ পায়ে হেঁটে চলাচল করছেন। মেঘ-বৃষ্টি হলে আর কোন যানবাহন চলাচল করতে পারবে না। আর বর্ষায় তো নৌকা ছাড়া চলাচলের কোন সুযোগ নেই বলে স্থানীয়রা জানান। এ বিষয়ে জানতে চাইলে স্থানীয় ইউপি সদস্য আতাউর রহমান মিলাদ জানান, বন্যায় রাস্তাটি ভেঙে গিয়ে বিশাল ডহর হয়ে যায়। এতে সব ধরণের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন আমার নিজ উদ্যোগে হাওরের জমির উপর দিয়ে বিকল্প রাস্তা করায় বর্তমানে কোন রকমে মানুষ চলাচল করতে পারছেন। তবে বর্ষায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

এদিকে, রাণীগঞ্জ ইউনিয়নের রাণীগঞ্জ বাজার থেকে রৌয়াইল বাজার পর্যন্ত রাস্তার বালিশ্রি এলাকায় প্রধান রাস্তা ভেঙে কুশিয়ারা নদীগর্ভে বিলিন হয়ে গেছে। এতে প্রথমে চলাচল বন্ধ হলেও পরে এক বাড়ির কবরস্থানের উপর দিয়ে বিকল্প চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয় ইউপি সদস্য জাকির হোসেন জানান, রাস্তা ভেঙে চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে বাড়ির মালিক স্বেচ্ছায় তাদের পারিবারিক কবর স্থানের দেয়াল ভেঙে দিয়ে চলাচলের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST
Sulemanpur, Sunamganj
www.shahjalalmadrasa.com
(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.

May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £19 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

মহান একুশের প্রথম প্রহরে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রহরে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সোমবার রাত ১২টা ১ মিনিটে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে এ শ্রদ্ধা জানান তারা।

এর আগে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পৌঁছলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. আখতারুজ্জামান তাদের স্বাগত জানান। পুষ্পস্তবক অর্পণের পর সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। এরপর স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এসএম শফিউদ্দিন আহমেদ, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান ও নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ শাহীন ইকবাল, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিরা একে একে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এদিকে দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ায় বিশ্বজুড়ে দিবসটি পালিত হচ্ছে।

১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সূতিকাগার। বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শহিদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, সালাউদ্দিনসহ সবাইকে আজ স্মরণ করা হবে।

জাতি বিনম্রচিত্তে ভাষাশহিদ সূর্যসন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে। ১৯৫২ সালের এদিনে 'বাংলাকে' রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বাংলার (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) ছাত্র ও যুবসমাজসহ সর্বস্তরের মানুষ সে সময়ের শাসকগোষ্ঠীর চোখরাঙানি ও প্রশাসনের ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজপথে নেমে আসে। মায়ের ভাষা রক্ষা আন্দোলনে দুর্বার গতি পাকিস্তানি শাসকদের শঙ্কিত করে তোলে। সেদিন ছাত্র-জনতার মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে কয়েকজন শহিদ হন।

বাণীতে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ বলেছেন, বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অমর একুশের চেতনা আজ অনুপ্রেরণার অবিরাম উৎস। নিজ ভাষার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের পাশাপাশি বহুভাষিক শিক্ষার মাধ্যমে টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন ইতিবাচক অবদান রাখবে।

বাণীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, ভাষা ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের ভিত রচিত হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্পিকারের শ্রদ্ধা নিবেদনের পর একুশের প্রথম প্রহরে শহিদ মিনারে উপস্থিত হন মন্ত্রিসভার সদস্য ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। একে একে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ দলটির নেতারা, হাসানুল হক ইনুর নেতৃত্বে ১৪ দলীয় জোট, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের নেতৃত্বে দলের নেতৃবৃন্দ, বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল একেএম নাজমুল হাসান, দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, চিফ হুইপের পক্ষে হুইপ ইকবালুর রহিম, আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, র‍্যাবের মহাপরিচালক এম খুরশীদ হোসেন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

পরে রাত সাড়ে ১২টার দিকে সর্বস্তরের জনগণের জন্য শহিদ মিনার প্রাঙ্গণ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। রাত আড়াইটা পর্যন্ত টানা বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন পর্ব চলে। এছাড়া ঢাকাসহ চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রংপুরসহ বিভিন্ন বিভাগীয় এবং জেলা উপজেলা শহরে একুশের প্রথম প্রহরে শহিদদের শ্রদ্ধা জানানোর খবর পাওয়া গেছে।

চবিতে ফুল দেওয়া নিয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ২০

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে ফুল দেওয়াকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শাখা ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ২০ নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। গত সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সোহরাওয়ার্দী হলের মোড়ে সংঘর্ষে জড়ায় এই দুই গ্রুপ।

জানা গেছে, শাখা ছাত্রলীগের উপপক্ষ বিজয়ের অনুসারীরা 'ব্রাদার্স' ও 'মকু' নামক দুটি ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে 'ব্রাদার্স' পক্ষটি আলাওল হল ও এ এফ রহমান হলে এবং অপরপক্ষ 'মকু' সোহরাওয়ার্দী হলে অবস্থানরত।

এদিন রাত ১২টার পর একুশের প্রথম প্রহরে ব্রাদার্সের নেতাকর্মীরা সোহরাওয়ার্দী হলের সামনে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের উদ্দেশ্যে যেতে চাইলে মকুর নেতাকর্মীরা তাদের বাধা দেয়। এ সময় দুই পক্ষের নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে পরে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। এতে প্রায় ২০ জনের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

চবি মেডিকেল সেন্টারের কর্তব্যরত কর্মকর্তা দেলোয়ার জানান, ১১ জন খাতায় নাম লিখেছেন। কিন্তু প্রায় ২০ জনের মতো এখানে চিকিৎসা নিতে এসেছে। এর মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা গুরুতর। তাদের একটা কিংবা দুইটা করে সেলাই লেগেছে। এর মধ্যে একজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজেও (সিএমসি) পাঠানো হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, 'এ ছাড়া বাকিদের মধ্যে কেউ হাত, পা, চেহারা, রান ও গোড়ালি ইত্যাদিতে ইট-পাথরের আঘাত পেয়েছেন। তারা প্রত্যেকেই চিকিৎসা নিয়ে নিয়ে ফিরে গেছেন।'

শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের ওপর হামলা চালানো হয়।

তবে পক্ষ দুটির সংঘর্ষ ঘণ্টা পেরোলেও ঘটনাস্থলে পুলিশ ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আর কাউকে দেখা যায়নি। ফলে দিবাগত রাত ২টা পর্যন্ত দুই গ্রুপের নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ চলতে থাকে।

মকুর নেতা মোহাম্মদ দেলোয়ার বলেন, 'গত কয়েকদিন ধরে আলাওল হলে থাকা আমাদের কিছু কর্মীকে তারা বের করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আজকে রাতে আমরা আলাওল হলের দিকে যেতে চাইলে তারা আমাদের ধাওয়া করে।'

অপরদিকে ব্রাদার্সের একাধিক নেতাকর্মী জানান, একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর ড. শহীদুল ইসলাম বলেন, 'রাত ১২টার দিকে ছাত্রলীগের দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে তারা এক পক্ষ অপর পক্ষকে দোষারোপ করে এবং আক্রমণ করেছে। পরে পুলিশ ও প্রক্টরিয়াল বডি ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আমরা সেখানে ভোর ৪টা পর্যন্ত উপস্থিত ছিলাম।'

প্রেমের টানে গোপালগঞ্জে জার্মান তরুণী

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : প্রকৃতিতে ঋতুরাজ বসন্ত। চারিদিকে ফুলের সমরহ। স্নিগ্ধ এমন মধুময় পরিবেশে প্রেমের টানে জার্মান তরুণী জেনিফার স্ট্রায়াস গোপালগঞ্জে ছুটে এসছেন। প্রিয় মানুষটির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। ভিনদেশি বধূ পেয়ে খুশি পরিবারের সদস্যরা। পরিবারজুড়ে তাই বইছে খুশির বন্যা। পরিবারের সদস্যরা আনন্দঘন কাটাচ্ছেন ভিনদেশি বধূকে নিয়ে।

গত রোববার (১৯ ফেব্রুয়ারি) গোপালগঞ্জের একটি আদালতে এফিডেভিটের মাধ্যমে জেনিফার স্ট্রায়াস ও চয়ন ইসলামের বিবাহ সম্পন্ন হয়। এতে হৈ চৈ পড়েছে পুরো এলাকায়। অনেকেই জার্মান বধূকে দেখতে ছুটে আসছেন।

জার্মানির তরুণী জেনিফার স্ট্রায়াস গত ১৭ ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকার হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে নামেন। পরে সেখানে তার প্রেমিক চয়ন ইসলাম ও স্বজনরা তাকে স্বাগত জানান। রাতেই তারা জেনিফারকে নিয়ে গোপালগঞ্জ শহরে চলে যান। শহরের মডেল স্কুল রোডের ফুফাতো ভাই আব্দুর রহমানের বাড়িতে রাত যাপন করেন। রোববার সকালে পরিবারের লোকজন নিয়ে আদালতে গিয়ে তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

চয়নের বাড়ি গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার জোতকুরা গ্রামে। তার ইতালি প্রবাসী বাবা রবিউল ইসলামের সুবাদে সেও ইতালিতে যান। এর কিছুদিন পর ইতালি থেকে জার্মানিতে চলে যান চয়ন। প্রায় পাঁচ বছর আগে জার্মান ভাষা শিখতে একটি শিক্ষা কোর্সে ভর্তি হন তিনি। সেখান থেকেই পরিচয় হয় জেনিফারের সঙ্গে। আর সে পরিচয় থেকেই তাদের মধ্যে প্রণয়ের পথের যাত্রা শুরু হয়।

২০২২ সালের ১০ মার্চ চয়ন বাংলাদেশে চলে আসেন। তারপরও তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক চলতে থাকে। ভালোবাসার টানে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে জেনিফার ছুটে আসে চয়নের কাছে। গোপালগঞ্জে পৌঁছানোর পর চয়নের স্বজনরা ফুল দিয়ে বরণ করে নেয় জেনিফারকে।

জেনিফার একজন মাধ্যমিক লেভেলের শিক্ষার্থী। জার্মানির বাইলেফেল্ড স্টেটে বাবা-মার সঙ্গেই বসবাস করেন। তার বাবার নাম জোসেফ স্ট্রায়াস ও মায়ের নাম এসাবেলা স্ট্রয়াস।

চয়নের ভাগ্নি সানজিদা আক্তার সিমি বলেন, জার্মান থেকে আমাদের মামি এসেছে। সে দেখতে অনেক সুন্দর।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham
H M Ashraf Ahmed

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু ও ইতিহাস সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক

একুশে ফেব্রুয়ারি আসলেই আমরা বাংলা ভাষা নিয়ে একটু সরব হয়। সারা বছর আমরা যেন ঘুমিয়ে থাকি।বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে এ দেশের তরুণেরা জীবন দিয়ে মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠিত করলেও আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই। বায়ান্নর পরও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে অনেক চক্রান্ত হয়েছে, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আরবি হরফে বাংলা লেখানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমাদের পূর্বসূরি লেখক-শিল্পী-শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবীরা সেই চক্রান্ত নস্যাৎ করে বাংলা মাতৃভাষা বাংলাকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন।

স্বাধীনতার পর থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি জাতীয় শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ১৯৯৯ সালে ইউনেসকো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর এর তাৎপর্য আরও বেড়ে যায়। এখন বিশ্বের সব দেশে দিবসটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এসব অবশ্যই আনন্দের কথা।

ভাষা আন্দোলন কেবল ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিল না। এটি ছিল একটি জাতিগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠারও সংগ্রাম। ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই একাত্তরে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। তাই ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণের পাশাপাশি মাতৃভাষার উন্নয়নে কী করেছি, কী করতে পারিনি, সেসবও গভীরভাবে ভাবতে হবে। ভাষার অগ্রগতি হয় শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে। অথচ স্বাধীনতার পাঁচ দশক পরও জনসংখ্যার বিরাট অংশ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। মনীষীরা মাতৃভাষায় শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, 'আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তারপর ইংরেজি শিক্ষার পত্তন।' অথচ মাতৃভাষাকে এখনো আমরা সর্বস্তরে শিক্ষার বাহন করতে পারিনি। বিজ্ঞান, প্রকৌশল, চিকিৎসাবিদ্যাসহ উচ্চশিক্ষার অনেক বিষয়ে বাংলায় বই নেই। ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক স্তরে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার যে সুপারিশ করেছিল, অদ্যাবধি তা বাস্তবায়িত হয়নি। বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও অন্যান্য ভাষার মানুষ আছে, আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে চাই; অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ভাষার অধিকারও দিতে হবে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং সেসব ভাষা নিয়ে গবেষণা ও চর্চার যে উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; তা-ও সফল হয়েছে বলা যাবে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অমর একুশে বইমেলা উদ্বোধন করতে গিয়ে অনুবাদ সাহিত্যের ওপর জোর দিয়েছেন। অনুবাদ হতে হবে দুই দিক থেকেই। বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যের সেরা লেখকদের রচনা যেমন বাংলায় অনুবাদ করতে হবে, তেমনি বাংলা ভাষার সেরা লেখকদের রচনাও অন্যান্য অনুবাদ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সরকারের কোনো উদ্যোগের কথা আমাদের জানা নেই। প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি নানা অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে পালিত ও স্মরিত হয়।

অ্যামি মায়ার্স জাফ

ইউরোপ নয়, ইউক্রেন যুদ্ধ ডোবাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে

ইউক্রেন যুদ্ধের এক বছর হতে আর মাত্র কয়েক দিন বাকি আছে। এই যুদ্ধে ইউক্রেনকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা করে আসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশির ভাগ ইউরোপীয় দেশ। অস্ত্র সরঞ্জাম তো বটেই, জ্বালানির বাজারও যেন দেশটির গায়ে আঁচ ফেলতে না পারে, তার যাবতীয় বন্দোবস্ত করে ইউক্রেনকে সমর্থনকারী দেশগুলো। ইউক্রেন আক্রমণ করার আগে ইউরোপের প্রধান জ্বালানি সরবরাহকারী ছিল রাশিয়া। যুদ্ধ সামনের দিকে গড়ানোর প্রথম দিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাতে দেখেছে বিশ্ব! পুতিনের চিন্তা ছিল, ইউরোপীয় দেশগুলো যেহেতু জ্বালানির প্রশ্নে রাশিয়ার ওপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীল, সেহেতু 'তেল অস্ত্র' দিয়ে গোটা ইউরোপকে ঘায়েল করা যাবে। এই ভাবনা থেকে ইউরোপীয়দের 'নেকড়ের লেজের মতো' হিমায়িত করার হুমকিও দিয়েছিলেন যুদ্ধবাজ পুতিন। রাশিয়ার ওপর 'নিষেধাজ্ঞা' আরোপ করা হলে শীত মৌসুমে ইউরোপ ভূখণ্ডকে বরফশীতল আবহাওয়ায় জমিয়ে মারার পরিকল্পনার কথা পুতিনকে বলতে শোনা গেছে বারবার। কিন্তু পুতিনের সেই 'খায়েশ' অপূর্ণই থেকে যায়! পূর্ব প্রস্তুতি ও সৌভাগ্যবশত হিমশীতল সময় প্রায় পার করে ফেলেছে ইউররোপ! বলা যায়, জ্বালানির সংকট ততটা বেকায়দায় ফেলতে পারেনি ইউরোপকে, যতটা মনে করা হয়েছিল। ব্ল্যাকআউটে গোটা ইউরোপ ডুবে মরবেড়এমন বহু আশঙ্কা করা হলেও ইউরোপীয় দেশগুলো যে কোনোভাবেই হোক, সংকটকাল উতরে গেছে বেশ ভালোভাবেই। বরং এর অভিঘাত পড়ে ইউরোপের বাইরে। পাকিস্তান ও ভারতের মতো তুলনামূলক কম ধনী দেশগুলো পড়ে যায় চরম বেকায়দায়। রাশিয়ান তেল-গ্যাসের সরবরাহ কমে যাওয়ায় বিশেষ করে এশিয়ায় জ্বালানির দাম বাড়তে থাকে অস্বাভাবিক গতিতে। এর ফলে এই অঞ্চলের দেশগুলোকে লড়াই করতে হয় তীব্র বিদ্যুদ্বিভ্রাটের সঙ্গে। শুধু বিদ্যুদ্বিভ্রাট নয়, এশিয়ার দেশে দেশে উৎপাদন-বিপণন মুখ থুবড়ে পড়ে নিত্যপণ্যের বাজার এতটাই অস্থির হয়ে ওঠে যে, বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে মাথাচাড়া দেয় 'জন-অসন্তোষ'। জ্বালানি বিশ্লেষক হিসেবে আমার দেখা এটা সর্বশেষ দৃষ্টান্তযুদ্ধের কারণে বিশ্ববাজারে তেল-গ্যাসের সংকট দেখা দিলে তার বড় ভুক্তভোগীতে পরিণত হয় বিশেষ করে তুলনামূলক কম ধনী দেশগুলো। এর অভিঘাতে দেশগুলোর সরকার পড়ে তীব্র অস্থিরতার জ্বালামুখে। জ্বালানিসংকটের কারণে এসব দেশে উৎপাদনমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখাই দায় হয়ে পড়ে। এর ফলে নিত্যপণ্যের দাম লাগামহীন হয়ে প্রায় সব শ্রেণিপেশার মানুষের দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে।

রাশিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার পালটা জবাব হিসেবে আগামী ১ মার্চ থেকে নতুন করে তেলের উৎপাদনে লাগাম টানা হবে। অপরিশোধিত তেলের দৈনিক উৎপাদন ৫ লাখ ব্যারেল কমিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, বর্তমানে দৈনিক যে পরিমাণ অপরিশোধিত তেল উৎপাদন করছে দেশটি, তা থেকে প্রায় ৫ শতাংশ কম উৎপাদন হবে ১ মার্চ থেকে। এর ফলে স্বভাবতই শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ তেল সরবরাহ কমবে বিশ্ববাজারে। বহু বিশ্লেষক মনে করেন, উৎপাদন ও সরবরাহ কমার আশঙ্কা রয়েছে আরো বেশি পরিমাণে। সত্যি সত্যিই যদি নতুন করে রাশিয়ান তেলের উৎপাদন ও সরবরাহ কমে যায়, গরিব দেশগুলোর অবস্থা কোন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে, তা সহজেই অনুমেয়।

পুতিন 'জ্বালানি অস্ত্র' পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করার পরও কীভাবে ইউরোপে বাতি জ্বলছে, তা ভেবে প্রথম দিকে অবাক হন বিশ্লেষকেরা। এর পেছনের কারণ খুঁজে দেখা যায়, রাশিয়া ভেতরে ভেতরে ইউক্রেন আক্রমণের যে নীলনকশা আঁকছে, ২০২১ সালের শেষে ও ২০২২ সালের শুরুর দিকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠলে আশু সংকটের কথা মাথায় রেখে সতর্ক হয়ে পড়ে ইউরোপের বহু সরকার। রাশিয়া ইউক্রেনে আক্রমণ করে বসলে মারাত্মক জ্বালানিসংকটের মুখে পড়বে ইউরোপড় জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের এই সতর্কবার্তাকে আমলে নিয়ে 'সতর্কতামূলক ব্যবস্থা' গ্রহণে উদ্যোগী হয় বেশ কিছু দেশ। এর সঙ্গে দেশগুলোকে সাহায্য করেছে 'ভাগ্য'! পুতিনের জ্বালানি অস্ত্রের হাত থেকে ইউরোপকে রক্ষা পেতে সহায়তা করেছে 'আবহাওয়া'। অতীতে শীতকালে ঠান্ডায় ইউরোপ জমে গেলেও এবারের চিত্র উলটো! সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইউরোপে তেমন একটা ঠান্ডা পড়ছে না! এতে করে দেখা যাচ্ছে, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়ামের মতো মূল ইউরোপীয় দেশগুলোতে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার ২৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, মহাদেশীয় জ্বালানিসংকটের প্রশ্নে ইউরোপ অনেকটাই নিরাপদ!

তথ্য-উপাত্ত বলছে, প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুতের দিক দিয়ে ইউরোপের গ্যাস সংরক্ষাণাগারগুলো বর্তমানে প্রায় ৬৭ শতাংশ পূর্ণ। এই শীতে ব্যবহার শেষেও ৫০ শতাংশ গ্যাস মজুত থেকে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে, যা পরবর্তী শীতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। কয়লার ক্ষেত্রেও অবস্থা একই রকম। সংকট সৃষ্টি হতে পারেড়এই ভয়ে ব্যাপকভাবে কয়লা মজুত করা হয়। নতুন করে চালু করা হয় ২৬টি কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র। কয়লাচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্টগুলো চলছে অনেকটা নির্বিঘ্নেই। এসবের সঙ্গে ইউরেপকে বাড়তি সুবিধা জুগিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গত বছর ইউরোপে রেকর্ড পরিমাণ জ্বালানি সরবরাহ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বছরটিতে প্রতি মাসে প্রায় ১০ মিলিয়ন ঘনমিটার তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) রপ্তানি করে যুক্তরাষ্ট্র, যা ২০২১ থেকে ১৩৭ শতাংশ বেশি। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্র প্রতিদিন প্রায় ১ মিলিয়ন ব্যারেল পেট্রোল রপ্তানি করেছে, বিশেষ করে মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার দেশগুলোতে। ফ্রান্সও আমেরিকার পেট্রোল পেয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। আমরা দেখেছি, যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে জ্বালানি সরবরাহের প্রশ্নে কোনো খামতি রাখেনি। যদিও এর জন্য বাইডেন প্রশাসনকে বহু কথা শুনতে হয়েছে দেশের মানুষের কাছ থেকে।

যা হোক, জ্বালানি যে ইউরোপের ওপর বোঝা হয়ে বসতে চলেছেড় এমন আশঙ্কাকে খুব ভালোমতোই উতরে গেছে ইউরোপের সরকারগুলো। বিশেষত, নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর মাথায় যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছিল, তা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয় নির্বিঘ্নেই। এখন পর্যন্ত মারাত্মক বিপর্যয়ের কোনো সংবাদ শোনা যায়নি। এমনকি 'মন্দা আসতে চলেছে' বলে যে আশঙ্কা করা হয়েছিল, তা-ও দূর হয়েছে বলা যায়। এ অবস্থায় সরকারগুলো জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বের হয়ে কীভাবে টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, সে ব্যাপারে ভাবার যথেষ্ট ফুরসত পাচ্ছে।

এ তো গেল ইউরোপের কথা। কিন্তু বিপরীত চিত্র কী বলে? আমরা দেখেছি, উন্নয়নশীল বিশ্বে, বিশেষ করে এশিয়ার পাকিস্তান, বাংলাদেশ এমনকি ভারতের মতো দেশগুলোতে মানুষ জ্বালানি নিয়ে নাস্তানাবুদ অবস্থায় পড়ে যায়। বাস্তবতা হলো, যা কল্পনা করা হয়েছিল ইউরোপকে নিয়ে, তা ঘটেছে এশিয়ায়! ২০২২ সালে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের বৈশ্বিক দামে ব্যাপক উল্লম্ফন ঘটায় এশিয়ার স্বল্পোন্নত দেশগুলো পড়ে যায় গভীর সংকটে। একইভাবে ক্রমাগত দাম বাড়ার মুখে আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশ অস্থির অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য হয়। বিদেশি জ্বালানি আমদানির ওপর অতিনির্ভরতা তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য এক দিক দিয়ে লাভও হয়েছেড় এই কঠিন অভিজ্ঞতা দেশগুলোকে জ্বালানি নিয়ে নতুন করে ভাবার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। ভারতের মতো অনেক দেশ নবায়নযোগ্য শক্তির বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে এখন। আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশ যেমনড়ইথিওপিয়া জলবিদ্যুতের উন্নয়নে ঝুঁকছে।

তবে এ কথাও সত্য, ইউক্রেনে যুদ্ধের কারণে তীব্র জ্বালানিসংকটে দরিদ্র দেশগুলো জ্বালানি উৎপাদন বাড়ানোর বিষয়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দেখছে। এর ফলে কিছু দেশে জীবাশ্ম জ্বালানির উৎপাদন বেড়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এর ফলে পরিবেশের জন্য নেমে আসতে পারে বিপর্যয়। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, ধনী দেশগুলো পরিবেশসহায়ক জ্বালানি উৎপাদনে সক্ষম হলেও দরিদ্র দেশগুলোর সেই সক্ষমতা নেই। তাদের জীবাশ্ম জ্বালানির পথে হাঁটা ছাড়া বিকল্প নেই। সেই অবস্থায় তো পরিবেশ ও জলবায়ু পড়বে হুমকির মুখে!

তবে এ-ও মনে রাখা দরকার, বিশ্বের ধনী দেশগুলো ২০০৯ সালে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ২০২০ সালের মধ্যে তুলনামূলক কম ধনী দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করা হবে। 'ডিকার্বনাইজ' সহায়তা বাবদ বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলার সাহায্য করার কথাও বলা হয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হয়নি। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস অতিরিক্ত জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারকারী দেশগুলোকে নির্ধারিত হারে ট্যাক্স দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। যেসব দেশ ২০২২ সালে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে রেকর্ড গড়েছে, সেই সব দেশ থেকে তহবিল সংগ্রহের জন্য উন্নত বিশ্বকে অনুরোধ জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব। এই অনুরোধে যদি কর্ণপাত করা না হয়, তবে জ্বালানিসংকটের হাত থেকে বাঁচতে বিশ্বের দেশগুলো জীবাশ্ম জ্বালানির পথে হাঁটতেই থাকবে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ ও জলবায়ুর ওপর নেমে আসবে চরম বিপর্যয়। আর তার অভিঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া বিশ্বের জন্য কঠিনতর হয়ে উঠবে। সেক্ষেত্রে জ্বালানিসংকটের হাত রক্ষা পেলেও জলবায়ু বিপর্যয়ে ডুবে মরা এড়ানো কঠিন হয়ে পড়বে।

লেখক : নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির এনার্জি, ক্লাইমেট জাস্টিস অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি ল্যাবের পরিচালক ও প্রফেসর
দ্য কনভারসেশন থেকে অনুবাদ : সুমৃৎ খান সুজন

হারিছ চৌধুরীর যুক্তরাজ্য প্রবাসী কন্যাকে 'হত্যার হুমকি', এক মাস পর জিডি!

সিলেট অফিস : সিলেটের আলোচিত রাজনীতিবীদ সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরীর মেয়ে সামিরা তানজিন চৌধুরীকে 'গলা টিপে হত্যার' হুমকি দিয়েছেন তারই চাচা (বাবার চাচাতো ভাই) আশিক চৌধুরী। এ অভিযোগে সামিরার আরেক চাচাতো ভাই রাহাত চৌধুরী (২৩) ঘটনার এক মাস ৫ দিন পর অনলাইনে সিলেটের কানাইঘাট থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। রাহাত- হারিছ চৌধুরীর আপন ভাই নজমুল হোসেন চৌধুরীর ছেলে।

এর আগে রাহাত চৌধুরী গত ২৩ জানুয়ারি কানাইঘাট থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তবে সেটি কী অবস্থায় আছেন তিনি জানেন না। পরে তিনি একাধিকবার ডায়েরি করার জন্য থানায় গেলেও নানা বাধায় করতে পারেননি বলে রাহাতের অভিযোগ। অবশেষে সোমবার (২০ ফেব্রুয়ারি) অনলাইনে ডায়েরি করেছেন। ডায়েরি নং- ১১৭২।

জিডি সূত্রে জানা যায়, হারিছ চৌধুরীর চাচাতো ভাই ও কানাইঘাট উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী গত ১৭ জানুয়ারি উপজেলার দীঘিরপাড় ইউনিয়নের রামধন গ্রামে হারিছ চৌধুরীর বাবার নামে প্রতিষ্ঠিত শফিকুল হক চৌধুরী মেমোরিয়াল এতিমখানায় শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে নানা বিষয়ে দীর্ঘ বক্তব্য দেন। বক্তব্যের একপর্যায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি হারিছ চৌধুরীর মেয়েকে 'গলা টিপে হত্যা'র কথা বলেন। এ সময় হারিছ চৌধুরীর পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়েও বিষোদ্গার করেন তিনি। এছাড়াও হারিছ চৌধুরী ও তার অন্যান্য ভাইয়ের পরিবারের সদস্যদের ওই এতিমখানায় ঢুকতে নিষেধ করেন এবং ঢুকলে মারধর করবেন বলে হুমকি প্রদান করেন।

ওই অনুষ্ঠানের পরই তাঁর এমন বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি সিলেটসহ সারা দেশে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। পরে আশিক চৌধুরীর বিরুদ্ধে রাহাত চৌধুরী ২৩ জানুয়ারি কানাইঘাট থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে অভিযোগটি তদন্ত করা হচ্ছে না বলে রাহাত চৌধুরীর অভিযোগ।

তিনি মঙ্গলবার (২১ ফেব্রুয়ারি) বলেন- ২৩ জানুয়ারির পর আমি একাধিকবার কানাইঘাট থানায় উপস্থিত হয়ে জিডি করার চেষ্টা করি। কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে 'বিষয়টি পারিবারিকভাবে শেষ করুন' বলে বিদায় করে দেওয়া হয়। অবশেষে বাধ্য হয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি আমি অনলাইনে জিডির আবেদন করি।

এ বিষয়ে কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম দস্তগীর বলেন- 'পারিবারিকভাবে শেষ করুন' এমন কথা সত্য নয়। আমরা শুধু বলেছিলাম- সামিরা বিষয়টি জানেন কি না, না জানলে জানিয়ে জিডি করুন।

তিনি বলেন- জিডি হয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। নেওয়া হবে আইনানুগ ব্যবস্থা।

উল্লেখ্য, গত বছরের ১১ জানুয়ারি রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে 'হারিছ চৌধুরীর মৃত্যু'র খবর জানিয়ে একটি স্ট্যাটাস দিয়ে আলোচনায় আসেন তার চাচাতো ভাই আশিক চৌধুরী। তখন তিনি ফেসবুকে লিখেছিলেন, ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে হারিছ চৌধুরী মারা গেছেন।

সিলেট সদর ও ফেঞ্চুগঞ্জের ৮ ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে ৪০ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা

সিলেট অফিস : সিলেট সদর উপজেলার ৩টি ও ফেঞ্চুগঞ্জের ৫ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে উৎসবমুখর পরিবেশে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন প্রার্থীরা। গত রোববার নিজ নিজ নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়ে তারা মনোননপত্র জমা দেন। এরমধ্যে সিলেট সদরের ৩ ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে ১৪ জন ও ফেঞ্চুগঞ্জের ৫ ইউনিয়নে ২৬ জন প্রার্থী মনোয়নপত্র জমা দিয়েছেন। সিলেট সদরে সাধারণ সদস্য পদে ১৫০ জন , সংরক্ষিত সদস্য (মহিলা) পদে ৩৯ জন এবং ফেঞ্চুগঞ্জে সাধারণ সদস্য পদে ১৭৫ জন এবং সংরক্ষিত সদস্য (মহিলা) পদে ৫৬ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কার্যালয় সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আগামী ১৬ মার্চ ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৩নং খাদিমনগর ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে ২ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন- খাদিমনগর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান মো. দিলোয়ার হোসেন (স্বতন্ত্র) ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী, সিলেট সদর উপজেলা ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সহ সম্পাদক, খাদিমনগর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির বর্তমান সদস্য, সাহেবের বাজার স্কুল এন্ড কলেজের বর্তমান শিক্ষানুরাগি সদস্য ও সিলেট সদর উপজেলা স্পোর্টস একাডেমির সভাপতি মো. ইকলাল আহমদ।

৬নং টুকেরবাজার ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে মনোনয়নপত্র জমাদানকারী ৪ প্রার্থী হলেন- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী, টুকের বাজার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি, সিলেট ভ্যালির ২৩ টি চা বাগানের একাধিক বারের সভাপতি ও বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক রাজু গোয়ালা, মো. আব্দুর রাজ্জাক খান (স্বতন্ত্র), রফিক আহমদ (স্বতন্ত্র) ও মো. সফিকুর রহমান (স্বতন্ত্র)।

৪নং খাদিমপাড়া ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে মনোনয়নপত্র জমাদানকারী ৮ প্রার্থী হলেন- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত সাবেক চেয়ারম্যান ও খাদিমপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. নজরুল ইসলাম বিলাল, জহিরিয়া এম ইউ উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও সিলেট সদর উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য

মো. আব্দুল কাদির এল,এল,বি (স্বতন্ত্র), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর মনোনীত প্রার্থী মো. রফিকুল ইসলাম, জাতীয় পার্টি- জেপি মনোনীত প্রার্থী ইফতেখার আহমদ লিমন, বদরুল ইসলাম আজাদ (স্বতন্ত্র), মো. ছইদুর রহমান এনাম (স্বতন্ত্র), মোহাম্মদ আবু সাইদ (স্বতন্ত্র) ও মো. মহিব উদ্দিন (স্বতন্ত্র) । সাধারণ সদস্য পদে ৬৩ জন এবং সংরক্ষিত সদস্য পদে ১২ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

সিলেট সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন রিটার্নিং অফিসার মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন জানান, অনেকটা উৎসব মুখর পরিবেশে প্রার্থীরা মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন। নির্ধারিত তারিখে যাচাই বাছাই শেষে মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষে প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হবে। অপরদিকে, গত রোববার উৎসবমুখর পরিবেশ ফেঞ্চুগঞ্জের ৫ ইউনিয়নে মনোনয়নপত্র জমা দেয়া হয়। এরমধ্যে ১নং ফেঞ্চুগঞ্জ ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মো: তৈয়ফুর রহমান, স্বতন্ত্র প্রার্থী ইকবাল আহমদ খান, কাজী আবুল কাশেম, শাহীন আহমদ খান ও আক্তার আলী। এই ইউনিয়নে সাধারণ সদস্য পদে ৪১ জন ও সংরক্ষিত সদস্য (মহিলা) পদে ১৩জন মনোনয়নপত্র জমা দেন।

মাইজগাঁও ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জুবেদ আহমদ চৌধুরী, স্বতন্ত্র প্রার্থী ইমরান আহমদ চৌধুরী, মোহাম্মদ জুমাদুল করিম চৌধুরী, আহমদ বেলায়েত আলম, শাহ মো: নুরুল ইসলাম বাসিত ও মুহিত আহমদ শাহ। এই ইউনিয়নে সাধারণ সদস্য পদে ৩১ জন ও সংরক্ষিত সদস্য (মহিলা)পদে ১২জন মনোনয়নপত্র জমা দেন।

ঘিলাছড়া ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মো: সাইফুল ইসলাম, স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফ আলী খান, মো: আমিনুর রহমান, মো: বুরহান উদ্দিন সিন্দু, মো: রুকুনুজ্জামান চৌধুরী, শেখ মো: আখতার হোসেন উস্তার ও আপ্তাব আলী। এই ইউনিয়নে সাধারণ সদস্য পদে ৩৫ জন ও সংরক্ষিত সদস্য (মহিলা) পদে ১৪ জন মনোনয়নপত্র জমা দেন।

উত্তর কুশিয়ারা ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী লুদু মিয়া, স্বতন্ত্র প্রার্থী আহমদ জিলু, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, ফজলুর রহমান ও জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী সুহেল ইসলাম। এই ইউনিয়নে সাধারণ সদস্য পদে ২৯ জন ও সংরক্ষিত সদস্য (মহিলা) পদে ৮জন মনোনয়নপত্র জমা দেন।

উত্তর ফেঞ্চুগঞ্জ ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জুনেদ আহমদ, স্বতন্ত্র প্রার্থী আবজাল হোসাইন ও মোহাম্মদ এমরান উদ্দিন মনোনয়নপত্র জমা দেন। এই ইউনিয়নে সাধারণ সদস্য পদে ৩৯ জন ও সংরক্ষিত সদস্য (মহিলা) পদে ৯ জন মনোনয়নপত্র জমা দেন।

সিলেটে যুক্তরাজ্য প্রবাসীর 'টাকা মেরে পলাতক' দুই তরুণী

সিলেট অফিস : আত্মীয়তার সুবাদে এক লন্ডন প্রবাসীর সিলেট মহানগরস্থ বাসায় বিনা ভাড়ায় থাকতে শুরু করেছিলেন দুই তরুণী। তবে কথা ছিলো-অন্যান্য ভাড়াটের কাছ থেকে টাকা তুলে প্রবাসীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়ার। কিন্তু ও প্রবাসীর কয়েক লাখ টাকা আত্মসাৎ করে এখন তারা পলাতক রয়েছেন। ওই দুই তরুণীর বিরুদ্ধে আদালত গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন।

অভিযুক্ত দুই তরুণী হচ্ছেন- হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার উমরপুরের শাহ রাজা মিয়ার মেয়ে শাহ নাদিয়া বেগম ও শাহ সাদিয়া বেগম।

আদালত সূত্রে জানা যায়, সিলেট মহানগরের রায়নগর সোনারপাড়াস্থ লন্ডন প্রবাসী সাউল মিয়া উরফে সাবুল মিয়ার বাসায় (রাসোস-২০) আত্মীয়তার সুবাদে নাদিয়া ও সাদিয়া ২০২০ সালের মার্চে থেকে থাকতে শুরু করেন। তাদেরকে ২য় তলার একটি ইউনিটে বিনা ভাড়ায় থাকতে দেন প্রবাসী সাবুল মিয়া।

তবে তাদের সঙ্গে কথা ছিলো, অন্যান্য ভাড়াটের নিকট হতে ভাড়া আদায় করে প্রবাসীর ব্যাংক একাউন্টে জমা দিতে হবে। কিন্তু প্রথম থেকেই নাদিয়া ও সাদিয়া ভাড়াটেদের টাকা প্রবাসী সাবুল মিয়ার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে না রেখে আত্মসাৎ করতে শুরু করেন। এছাড়াও তাদের নিকট বাসার কাজের জন্যে প্রবাসী লন্ডন থেকে বেশি কিছু টাকাও পাঠান। তবে দুই বছর অবস্থানের পর সাদিয়া ও নাদিয়া কাউকে না বলে বাসার মালামাল নিয়ে পালিয়ে যান।

এ ঘটনায় নাদিয়া ও সাদিয়াকে আসামিকে করে সিলেট অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রবাসীর কেয়ারটেকার কবির হোসেন বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন (মামলা নং- ৯০৩/২০২২)।

কোতোয়ালি থানার এসআই মো. আজিজুল হক তদন্ত শেষে গত ১৩ ডিসেম্বর আদালতে প্রতিবেদন জমা দেন। এতে বলা হয়- শাহ নাদিয়া বেগম ও শাহ সাদিয়া বেগম প্রবাসীর কাছ থেকে নগদ ৫ লাখ ১৮ হাজার ৩৫০ টাকাসহ বাসা ভাড়ার টাকা আত্মসাৎ এবং বিভিন্ন মালামাল চুরি করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। পরবর্তীতে গত সপ্তাহে সিলেটের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নাদিয়া ও সাদিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো. জালাল আহমদ।

এদিকে, মামলার তদন্ত চলাকালে গত বছরের ২০ নভেম্বর সাদিয়া ও নাদিয়া সিলেট ওসমানী বিমানবন্দর দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। তবে ইমিগ্রেশন পুলিশের তারা বিমানবন্দর থেকে ফেরত আসেন।

অন্তঃসত্ত্বার মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখা কেন জরুরি?

ডা. শিল্পী সাহা

গর্ভকালীন নারীর শরীরে প্রোজেস্টেরন এবং ইস্ট্রোজেন নামক দুইটি হরমোন বৃদ্ধি পায়-এ হরমোনগুলোর কিছুটা নেগেটিভ এফেক্ট মনের ওপর পড়ে। প্রথম তিন মাস শরীরটা একটু দুর্বল থাকে, বমি বমি ভাব, জ্বর জ্বর লাগা, খাবারে গন্ধ, সর্বোপরি পরিবারে নতুন সদস্যকে কীভাবে ভালোভাবে লালনপালন করা যাবে নিয়ে চিন্তা ভাবনা মাথায় চলে আসে। তাই গর্ভকালীন এ সময়টায় মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

মায়ের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রভাব গর্ভস্থ শিশুর ওপর অনেকটাই পড়ে এবং পরবর্তীতে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য গড়ে ওঠার ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা রয়েছে।

গর্ভকালীন সময়ে সুস্থ বাচ্চা এবং সুস্থ মায়ের জন্য মায়ের খাবার, চেকআপ যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখাটাও গুরুত্বপূর্ণ।

▶ এই সময় মায়ের মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার দায়িত্ব তার স্বামীর, পরিবারের, সমাজের। মা যদি ওয়ার্কিং লেডি হন তাহলে চাকরির জায়গার পরিবেশ গর্ভবতীর অনুকূলে থাকতে হবে। সবাই যেন মায়ের প্রতি সহানুভূতি, সহমর্মি থাকে এবং তাকে সাহায্য করার মানসিকতা পোষণ করেন।

▶ এ সময়টায় অল্প পরিমাণে বারবার খাওয়ার চেষ্টা করবেন। যেসব খাবার সহজে হজম হয় এবং পুষ্টির জোগান দেয় তা বুঝে খেতে হবে। অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকলে ব্রেইনে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে যাবে এবং মেন্টাল ইরিটেশন হবে, অল্পতেই মন খারাপ হবে।

▶ গর্ভবতী পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করবেন। সামান্য পানিস্বল্পতা আপনার ডিপ্রেশনের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

▶ প্রতিদিন অন্তত রাতে ৮ ঘণ্টা এবং দিনে ২ ঘণ্টা ঘুমানোর চেষ্টা করবেন। এছাড়া দিনের মধ্যে যে কোনো একটা সময় বেছে নিবেন রিলাক্স করার জন্য। নিজের সঙ্গে নিজেই সময় কাটানোর জন্য এ সময়ে আপনি নিজের জীবনের সুন্দর মুহূর্তগুলো নিয়ে ভাববেন এবং চেষ্টা করবেন গর্ভস্থ ফুটফুটে শিশুটির মুখ চোখে ভাসানোর জন্য। তাকে নিয়ে সুন্দর সুন্দর প্ল্যান করবেন।

▶ হালকা ব্যায়াম, ইয়োগা আর মাঝে মাঝে কিছু হাসির নাটক সিনেমা দেখতে পারেন। কারও গান শুনতে ভালো লাগলে এটা আপনার মনকে ভালো রাখতে সাহায্য করবে।

▶ প্রতিদিন একবার খোলা আকাশের নিচে কিছু সময়ের জন্য হলেও কাটানোর চেষ্টা করবেন-হতে পারে সেটা পার্ক কিংবা আপনার বাসার ছাদ।

▶ ডেলিভারির সময়টা নিয়ে অনেকের মধ্যে ভীতি কাজ করে এবং টেনশন হয়-এটা নিয়ে আপনি আপনার সব ভয়ের কথা এবং প্রশ্ন ডাক্তারকে খুলে বলতে দ্বিধা করবেন না। ডাক্তার অবশ্যই আপনার এই ভীতি দূর করতে সাহায্য করবেন।

সর্বোপরি সবসময় হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করতে হবে।

মুটিয়ে যাওয়া শিশু

ডাঃ আহাদ আদনান

শিশুদের পুষ্টির সমস্যা দুই ভাবে হতে পারে। একটি অধিক খাদ্য গ্রহনের কারনে মুটিয়ে যাওয়া ও অপরটি অপুষ্টি, অর্থাৎ পুষ্টির অভাব। আর বর্তমানে, বিশেষ করে শহরের বাচ্চাদের যে সমস্যাটি বেশি হচ্ছে, সেটি হচ্ছে স্থুলতা (ওবেসিটি) বা অতিরিক্ত ওজন। তবে এটি খাদ্য পুষ্টির কারণ ছাড়াও অন্যান্য কিছু কারণেও হতে পারে।

বাচ্চার ওজন নিয়ে উদ্বিগ্ন অনেক মা জিজ্ঞেস করেন, আমার বাচ্চার ওজন কি অতিরিক্ত। কিংবা এই বয়সে বা এই উচ্চতায় ওজন কত হলে ঠিক? এর খুব সহজ উত্তর দেওয়া সম্ভব না। আমরা পুষ্টির মাত্রার কিছু মাপকাঠি ব্যাবহার করি। এর মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট বয়স, উচ্চতা আর ওজনের সাপেক্ষে সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত বৃদ্ধি চার্ট (গ্রোথ চার্ট) ব্যাবহার করা। এছাড়া বাহুর চামড়ার পুরুত্ব, কোমরের মাপ নির্ধারণ প্রভৃতিও রয়েছে। তবে এই লেখায় আমি আলোচনা করব গুরুত্বপূর্ণ একটি উপায়, বিএমআই সম্বন্ধে। এই বিএমআই দিয়ে দুই বছরের উর্ধ্বে যে কোন লোকের স্থুলতা কিংবা ওজনহীনতা নির্ধারণ করা যায় খুব সহজে।

আসুন দেখে নিই বিএমআই কিভাবে বের করা যায়। এর জন্য প্রথমে আপনার লাগবে শিশুর ওজন (কেজি'তে)। তারপর উচ্চতা মাপতে হবে মিটার এককে। (১ ইঞ্চিতে মোটামুটি ২.৫ সেমি, এবং ১ মিটার হচ্ছে ১০০ সেমি)।

১. ধরি, একটি ৫ বছরের মেয়ে বাচ্চার উচ্চতা সাড়ে তিন ফুট (অর্থাৎ ১০৫ সেমি বা ১.০৫ মিটার), এবং ওজন ২০ কেজি। এখন বিএমআই বের করতে গেলে ওজনকে ভাগ দিতে হবে মিটার উচ্চতার বর্গ দিয়ে।

২. অর্থাৎ, বিএমআই = ওজন/ (মিটার উচ্চতা)^২। তাহলে এই বাচ্চাটির বিএমআই হবে ২০/(১.০৫) = ১৮.১৪

৩. এরপর আমরা এই বিএমআই কে শিশুদের (আঠারো বছর পর্যন্ত শিশু) জন্য নির্ধারিত বিএমআই চার্টে (ছেলে, মেয়ের জন্য আলাদা) ফেলে দেখব বয়সের তুলনায় তার অবস্থান কোথায়। অনেকেই জেনে থাকবেন, বয়স্কদের শুধু বিএমআই মাপার পরেই বলে দেওয়া যায় তার ওজনের অবস্থান কেমন। কিন্তু শিশুদের ক্ষেত্রে চার্ট ছাড়া পূর্ণাঙ্গ মন্তব্য করা ঠিক না।

৪. বিএমআই চার্টের ৯৫ তম সেন্টাইলের উপরে হলে আমরা স্থুল বলি। ৮৫-৯৫ পর্যন্ত বেশি ওজন, ৫-৮৫ পর্যন্ত স্বাভাবিক আর ৫ এর নিচে হলে কম ওজন।

৫. স্থুলতা কেন হয়? সচরাচর বেশী ক্যালরির খাওয়া দাওয়া এবং কম পরিশ্রম এর জন্য দায়ি। অর্থাৎ উচ্চতার অনুপাতে অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ, খাবারে স্নেহজাতীয় এবং শর্করাধিক্ক ওজন বাড়িয়ে দেয়। হালের ফাস্ট ফুড, ভাজা-পোড়া, সফট ড্রিংকস, বিরিয়ানি জাতীয় খাবার এগুলো স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ। এর পাশাপাশি শারীরিক খেলাধুলা কম করা, হাটা-চলা কম করা, অতিরিক্ত 'মনিটর আসক্তি' এগুলো মোটেও ভালো অভ্যাস নয়। এসব কারন

যদি কোন শারীরিক হরমোন বা অন্য কোন সমস্যা না পাওয়া যায় তখন আমরা মা বাবাকে কিছু উপদেশ মেনে চলতে বলি। এর মধ্যে রয়েছে আশ্বস্ত কর

ছাড়াও কিছু হরমোনের রোগ, সিনড্রোম, ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় স্থুলতা হতে পারে।

৬. স্থুলতা আমাদের দেহে অনেক সমস্যাই করে থাকে। এই বাচ্চাদের উচ্চ-রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হাঁপানি, ঘুমের মাঝে শ্বাসকষ্ট, পিত্ত পাথর, যকৃতে চর্বি, বিভিন্ন বৃক্কে সমস্যা এমনকি বয়স হলে প্রজননে সমস্যাও হতে পারে। এই বাচ্চাগুলো প্রায়ই হীনমন্যতায় ভুগতে পারে, পড়ালেখায় পিছিয়ে পড়ে অনেকে।

এদের চিকিৎসার আগে প্রথমেই আমরা দেখি স্থুলতার কারণ। যদি কোন শারীরিক হরমোন বা অন্য কোন সমস্যা না পাওয়া যায় তখন আমরা মা বাবাকে কিছু উপদেশ মেনে চলতে বলি। এর মধ্যে রয়েছে আশ্বস্ত করা, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক অনুশীলন এবং ঘরের বাইরের খেলাধুলাতে উৎসাহ দেওয়া। মনিটর আসক্তি অর্থাৎ টিভি, মোবাইল, ট্যাব এগুলো বাচ্চাদের জন্য নানাদিক থেকে ক্ষতিকর। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে শিশু এবং মা-বাবার মনে জোর। আমি চেষ্টা করলেই আমার ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে পারব, এই সংকল্প স্থুলতা নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে বড় সহায়।

যে রোগে নিজেকে গর্ভবতী মনে করেন নারীরা

ডা. সুধাকর কৈরী

গর্ভ নয়, অথচ নিজেকে গর্ভবতী মনে করা। এ রকম ঘটনার মুখোমুখি আমাকে বেশ কয়েকবার হতে হয়েছে। মাসিক বন্ধ অনেক কারণেই হয়ে থাকে, তার মধ্যে প্রেগন্যান্সি অন্যতম কারণ।

কোনো কোনো নারীদের হরমোনের তারতম্যের কারণে মাসিক বন্ধ হয়ে থাকে। তখন কেউ কেউ নিজেকে গর্ভবতী মনে করেন এবং মানসিক পরিবর্তন হয়ে থাকে। আর এই কারণে অনেকের গর্ভের লক্ষণগুলো যেমন বমির ভাব হয়ে থাকে, এমনকি অনেকে বমিও করে থাকেন।

ধীরে ধীরে পেট বড় হতে থাকে, বিশেষ করে ওজন যাদের বেশি। অনেকে বাচ্চার

নড়াচড়াও বুঝেন বলে জানান। এসবই ঘটে মানসিক পরিবর্তনের জন্য। তাদের পেটে হাত দিয়ে আমরা সহজে জরায়ু শনাক্ত করতে পারি না। তাদের হিসাবে ১০ মাস হয়ে গেলে অনেকে ব্যথাও অনুভব করে থাকেন।

আজকাল হাতের নাগালে আলট্রাসনোগ্রাফি করার সুযোগ থাকায় অতি সহজেই আমরা বলতে পারি যে তিনি গর্ভবতী নন।

আমি যখন ১৯৮৫ সাল থেকে চিকিৎসা পেশায় আসি তখন আল্ট্রাসাউন্ড হাতের নাগালে ছিল না। তখন ইউরিন টেস্ট করিয়ে ভুল ভাঙাতে হতো। ওই সময় গ্রামাঞ্চলের অনেক নারী কোনো টেস্ট করাতেন না, চিকিৎসকের কাছে যেতেন অনেক পরে।

এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি পাবনার ঘটনা শোনার পর। ওখানে সবারই দোষ ছিল। ক্লিনিক, ক্লিনিকের কর্তব্যরত চিকিৎসক এবং সংশ্লিষ্ট গাইনিকোলজিস্টের। তিনি পাবনার একজন স্বনামধন্য গাইনীকোলজিস্ট।

২০০১ সাল থেকে তিনি ওই এলাকায় সেবা দিয়ে এসেছেন, অনেক মা ও নবজাতকের জীবন বাঁচাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। আজ পরিণত বয়সে এমন ভুল তার পক্ষে সম্ভব না হলেও তিনি ভুল করেছেন এবং মিডিয়াতে তিনি তা স্বীকারও করেছেন।

হলুদ সাংবাদিকতার কারণে তাকে বাচ্চা চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। যতদূর জানতে পেরেছি রোগীর লোকজন ঋধষংব ঢ়ৎবমহধহপু (ভুয়া গর্ভধারণ) ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাঁদের অভিযোগ তুলে নিয়েছেন।

আসুন কোনো সংবাদ ভাইরাল করার আগে একবার সত্যতা যাচাই করি।

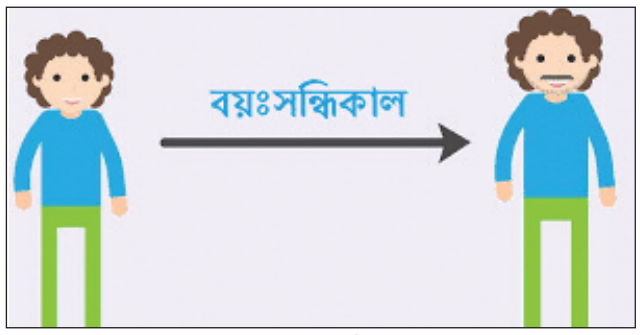

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরীদের বিশেষ যত্ন

ডা. আয়শা আক্তার

কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালে শরীর ও মনে নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটে। এ সময় চিন্তা-চেতনার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিকভাবে মানসিকভাবে বেড়ে উঠতে থাকে তারা। এটি মূলত কৈশোর ও যৌবনের একটা মধ্যবর্তী পর্যায়ে হয়ে থাকে। ১০-১৩ বছরের মধ্যে যে কোনো সময় মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হয়।

এ সময়ে নিজের জীবন পছন্দ-অপছন্দ, দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। এ সময় কিশোরীরা স্বাধীনভাবে কিছু ভাবতে শুরু করে সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করে।

হরমোনের প্রভাবে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন দেখা যায় শরীরে। কখনো রাগ করে কখনো আবার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয়, কখনো আবার খুব বেশি খায়, ঠাণ্ডা মেজাজে থাকে।

ওই সময়টাতে বাবা-মায়ের বা অভিভাবককে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হয়। কারণ তাদের আচার-আচরণ অনেক ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়।

তাদের বিশ্বাসের জায়গাটা এ সময় সবার আগে অর্জন করতে হবে। তার পর বুঝিয়ে ধীরে ধীরে বলতে হবে। তাদের ওপর হাত তোলা কিংবা খারাপ আচরণ করা যাবে না।

বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের প্রজনন ক্ষমতা বিকাশ হয়। তাই অবশ্যই কীভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়, এটি যেমন স্কুলের দায়িত্ব, সেই রকম বাবা-মায়েরও দায়িত্ব।

বয়ঃসন্ধিকালীন সবার আগে কিশোরীদের শেখাতে হবে কীভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়। কারণ হাইজিন মেইনটেইন না করলে মারাত্মক সংক্রমণ দেখা দেয় শরীরে।

এছাড়া মাসিক চক্র ব্যবস্থাপনা সময় খুবই জরুরি বিষয়। কারণ মাসিকের সময় ন্যাপকিন প্যাড বা কাপড় ব্যবহার করে অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। স্যানিটারি ন্যাপকিন ওয়ান টাইম ব্যবহার করতে হয়। প্রতি ৬ ঘণ্টা পর পর পরিবর্তন করতে হয়।

কাপড় ব্যবহার করলে অবশ্য ভালোমতো পরিষ্কার করে শুকনা কাপড় ব্যবহার করতে হবে। যদি ঠিকমতো এই ব্যবস্থাপনাগুলো না করা হয়, তা হলে বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ হতে পারে। এ সংক্রমণের ফলে মেয়েদের জরায়ু, ফেলোপিয়ান টিউব ব্লকসহ নানাবিধ জটিলতা তৈরি করে প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এই সময়ে বেশি বেশি পুষ্টিকর খাবার, সমৃদ্ধ খাবার ভিটামিন সি জাতীয় খাবার খেতে হবে।

কৈশোর বয়সটা শরীর গঠনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময় সুষম খাবার ও সঙ্গে এক্সরসাইজ এবং নিয়মমতো ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমানো দরকার।

ভাষার নব্য উপনিবেশিকতা

Dr. Zaki Rezwana Anwar FRSA

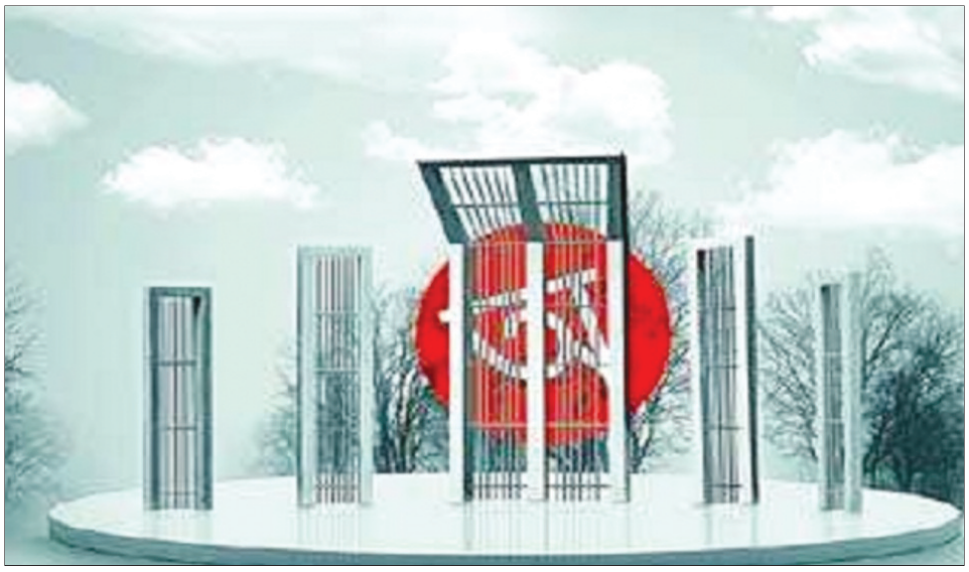

২১শে ফেব্রুয়ারিকে ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে মর্যাদা দেওয়াকে আমি সুলক্ষণ বলেই গণ্য করি কিন্তু একটি বিষয় আমাদের কোনোভাবেই গুলিয়ে ফেললে চলবে না। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন কিন্তু মাতৃভাষার জন্য হয়নি, ভাষা আন্দোলন হয়েছিল রাষ্ট্রভাষার জন্য। ভাষা আন্দোলন নিছক বাংলা ভাষায় বাঙালি জনগোষ্ঠীর কথা বলার দাবি ছিল না। পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের বিরোধ মাতৃভাষা নিয়ে ছিল না, ছিল রাষ্ট্রভাষার অধিকার নিয়ে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এতে। ছিল রাষ্ট্রযন্ত্রে বাঙালি জনগোষ্ঠীর মালিকানা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাজের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল সেই আন্দোলনের লক্ষ্য। কাজেই ২১শে ফেব্রুয়ারিকে যারা কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান তারা আসলে এ সংগ্রামের তাৎপর্য ও গুরুত্বের বিষয়টিকে এড়িয়ে যেতে চান, সেটা অস্বীকার করতে চান অথবা যে কোনো কারণে বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করতে তারা অনিচ্ছুক।

স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষা সম্পর্কিত চিন্তায় একটা বড় দূর্বলতা আমি লক্ষ্য করেছি - সেটি হচ্ছে বাংলা ভাষার ব্যাপারে আমাদের 'আবেগ' এবং 'উপযোগ'- এ দুটো বিষয়কে বিপরীতভাবে দেখা হয়। এ ধরনের চিন্তা ভাবনাটা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, ভাষার ব্যাপারে আবেগ এবং উপযোগ এ দু'টোকে 'বাইনারি' করার যে প্রবণতা শিক্ষিতরা দেখান সচেতন বা অবচেতনভাবে - সেটা বেশ ক্ষতিকর। আমি মনে করি, আবেগ এবং উপযোগের মধ্যে একটা সমন্বয় করে এ দুটো একই সঙ্গে চলতে পারে। ভাষার ক্ষেত্রে আবেগ এবং উপযোগকে আলাদা করে রাখার বা বিপরীত অবস্থানে রাখার আমি মোটেই পক্ষপাতী নই যদিও আমি জানি যে, সমাজে এই ধারণাটি খুব জোরালোভাবে চলে আসছে। বাংলা ভাষাকে কি কেবল আমরা আবেগের ভাষা করেই রাখবো? কখনোই কি একে ব্যবহারিক ভাষা করব না? বিশ্বের বহু দেশে যেটি আবেগের ভাষা সেটিই ব্যবহারিক ভাষা।

পৃথিবীর বহু দেশে শিশুরা যেখানে দ্বিতীয় এবং কোথাও কোথাও তৃতীয় ভাষাও শিখছে সেখানে বাংলাদেশে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে বহু স্কুলে বাংলা ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবেও পড়ানো হচ্ছে না। ইংরেজী শিখাবার জন্যে বাংলাকে ভুলিয়ে ইংরেজী শিখাতে হবে কেন? উন্নত হয়েছে এমন প্রত্যেকটি দেশ মাতৃভাষায় শিক্ষা দান করেছে এবং উচ্চ শিক্ষা দিয়েছে। এমন কি তাদের দেশে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে গেলে আপনাকে তাদের ভাষায় শিক্ষা নিতে হবে। গত বিশ তিরিশ বছরে সব চাইতে উন্নতি করেছে দক্ষিণ কোরিয়া। সেই দক্ষিণ কোরিয়াতেও শিক্ষা দেওয়া হয় তাদের নিজস্ব ভাষায়। ইউরোপের যেসব দেশে জনসংখ্যা মাত্র ১০/২০ লাখের মত তারাও তাদের ভাষায় শিক্ষা দেয় যদিও একটি দ্বিতীয় ভাষা তাদের পড়তে হয়। আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে, ফেব্রুয়ারি মাসে সাদা কাল পরে বাংলা ভাষার জন্যে আমাদের বাঁধ না মানা ভালবাসা উপচে পড়ে আর বাকী এগারো মাস ইংরেজদের চাইতেও অধিক ইংরেজ হওয়ার উন্মাদনায় পায়ে প্লাষ্টার বেঁধে নেমে পড়তে হয়। ইংরেজী আন্তর্জাতিক ভাষা তা আমরা সবাই জানি। ইংরেজি বাংলা ভাষার সম্পূরক ভাষা হতে পারে। তাই বলে প্রতিদ্বন্দ্বি ভাষা হবে কেন? ইংরেজিকে বাংলার বিকল্প হিসেবে দাঁড় করানো

হচ্ছে কেন? চৌকষ ইংরেজি জানা তো শুদ্ধ বাংলা জানার জন্যে অন্তরায় হতে পারে না। তাহলে এখানে অবশ্যই ইচ্ছে এবং উদ্যোগের একটি বিষয় রয়েছে। বাংলাদেশের বহু স্কুলে একেবারে শিশুশ্রেণী থেকে কেবলমাত্র ইংরেজিতে পাঠ দান করা হয়। যদিও এ ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করা গোষ্ঠী সংখ্যায় কম কিন্তু শক্তিতে তারা বেশী, সমাজে তাদের প্রভাব বেশী। ভাষার মধ্যে সব সময় একটা শ্রেণীগত ব্যাপার ছিল। ইতিহাসে সব সময়ই আমরা দেখেছি কোনো কোনো ভাষা বিশেষ মর্যাদা পেয়েছিল - ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করার জন্যে অথবা অভিজাত লোকেরা বলে সেজন্যে অথবা রাজ সভার ভাষা, ইত্যাদি নানা কারণে। কিন্তু আমাদের এখন বুঝতে হবে যে এই ২০২৩ সালে আমাদের এই বিষয়টি ভিন্নভাবে প্রশ্ন করার অবকাশ রয়েছে। ভাষার শ্রেণী প্রশ্নে আগে যেভাবে আমরা বলতাম যে ওরা রাজপুরুত, ওরা মৌলানা, ওরা ভদ্রলোক - এসব বলে আমরা আগে যে ছাড় দিতে পারতাম সে ব্যাপারগুলো এখন আর আমরা সেভাবে দেখতে পারিনা, কারণ যুগের সাথে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টেছে, সমস্ত মানুষকে নিয়ে একসঙ্গে ভাববার তো একটা ব্যাপার তো গত কয়েক দশক ধরে সমস্ত পৃথিবীতে নানান ভাবে চর্চ্চিত হয়ে আসছে। ভাষার প্রশ্নটিকে এখন সেভাবেই দেখতে হবে এবং এই দেখা থেকে সরে আসা যাবে না।

ভাষা নিরীহ কোনো বিষয় নয়, ভাষার একটি অর্থনীতি আছে, রাজনীতি আছে। বিশ্বে ইংরেজি সব চাইতে প্রভাবশালী ভাষা। তারপরও ইংরেজির বৈশ্বিক গুরুত্ব সাম্রাজ্যের পাশাপাশি ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব ও তার অর্থনীতির শক্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইংরেজী বৃটেনের ভাষা, আমেরিকার ভাষা, অষ্ট্রেলিয়ার ভাষা - ইংরেজী সমস্ত পৃথিবীর একাডেমিয়ার ভাষা এবং ইংরেজীর এই যে সর্বত্র বিস্তার এটি আর কখনোই পৃথিবীর আর কোনো ভাষার ক্ষেত্রে ঘটেনি, সংস্কৃতের ক্ষেত্রে নয়, ল্যাটিনের ক্ষেত্রে নয়, গ্রীক ভাষার ক্ষেত্র নয়, আরবীর ক্ষেত্রে নয়- অর্থাৎ যুগে যুগে পৃথিবীতে যত প্রভাবশালী ভাষা ছিল তার কোনটিরই ইংরেজীর মত এভাবে প্রভাব বিস্তার ঘটে নি।

এখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বিভিন্ন ভাষায় ভাবপ্রকাশী মানুষের সংখ্যা বিভিন্ন হলেও সর্বাধিক জনগোষ্ঠীর ভাষাই শক্তিশালী ভাষা হওয়ার যৌক্তিক দাবিদার। কিন্তু বাস্তবে সব ভাষাই সমান গুরুত্বপূর্ণ নয় ও হয়ে উঠে না। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদির পাশাপাশি বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে কোন ভাষার শক্তি বাড়বে ও গুরুত্বপূর্ণ হবে তার অনেকাংশই নির্ভর করে ওই ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ভাষাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। বিশ্বের অন্যতম দু'টো ভাষা ফরাসি ও জার্মান। অথচ ফরাসি ভাষায় কথা বলে মাত্র প্রায় সাত কোটি মানুষ ও জর্মান ভাষায় কথা বলে প্রায় ন'কোটি মানুষ। সুতরাং দেখাই যাচ্ছে কেবল বেশী জনগোষ্ঠী একটি ভাষায় কথা বললেই ভাষা বৈশ্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে না। গ্যোতের (এড়বঃযব) সাহিত্য জর্মান ভাষাকে সমৃদ্ধ করলেও আজকের পৃথিবীতে তাঁর অবস্থান তার অর্থনীতির জোরেই। এশিয়ার দিকে দেখলেও চীনা ও জাপানিজ ভাষা শিক্ষার আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। এটা সম্ভব হয়েছে কেবল তাদের অর্থনীতির শক্তির জোরেই।

উত্তর উপনিবেশিকালে তো বটেই এমনকি বর্তমানে বাংলাকে পেছনে ফেলে ইংরেজীর প্রতি যে এক ধরনের উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে প্রযুক্তির একটা সম্পর্ক রয়েছে। উইনষ্টন চার্চিল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার এক বক্তৃতায় একটি

বিভিন্ন ভাষায় ভাবপ্রকাশী মানুষের সংখ্যা বিভিন্ন হলেও সর্বাধিক জনগোষ্ঠীর ভাষাই শক্তিশালী ভাষা হওয়ার যৌক্তিক দাবিদার। কিন্তু বাস্তবে সব ভাষাই সমান গুরুত্বপূর্ণ নয় ও হয়ে উঠে না

কথা বলেছিলেন, সেটি হচ্ছে, "প্রিয় ভাই বোনেরা, উপনিবেশের নতুন জায়গাটা কোনো ভৌগলিক স্থান না, উপনিবেশের নতুন জায়গাটা হচ্ছে মানুষের মন।" আর মানুষের মনকে দখল করতে হলে তার ভাষাকে দখল করতে হবে। একটি মানুষের কাছ থেকে তার ভাষাকে কেড়ে নেওয়ার মাধ্যমে তার চেতনাকে ধ্বংস করা সম্ভব। বাংলাদেশে এখন উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী আর নেই। তারা এখন স্বশরীরে নেই অর্থাৎ তারা ভূগোল থেকে চলে গেছে কিন্তু আমাদের মনের ভূগোল থেকে বা আমাদের চেতনার ভূগোল থেকে তারা যায় নি। শিক্ষার উপনিবেশিকতা, চেতনার উপনিবেশিকতা কিভাবে ভাষার মাধ্যমে একটি পদ্ধতির ভেতর দিয়ে আমাদের সত্ত্বার উপরে পাশ্চত্যের প্রভাব ফেলে যাচ্ছে - এটি ভেবে দেখবার বিষয়। তাই সব কিছুর পরও আমাদের খুব সচেতনভাবে নিজেদের একটি প্রশ্ন করা খুব জরুরী। বাংলাদেশের অর্থনীতির দ্রুত বিকাশের সাথে সাথে আমাদের ভাষাটার যথাযথ উন্নয়ন ঘটছে তো? জনসংখ্যার বিচারে বাংলা ষষ্ঠ অবস্থানে থাকলেও প্রযুক্তি- ইন্টারনেট ব্যবহারে শীর্ষ ৪০টি ভাষার মধ্যে বাংলা ঠাঁই করে নিতে পারেনি। যতক্ষণ না বাংলা ভাষাকে আমরা অর্থকরী ও প্রযুক্তির ভাষা বলতে পারব- ততক্ষণ বাংলা ভাষার সংকোচন ঠেকিয়ে রাখা কষ্টকর হবে। এই প্রশ্নটি গুরুত্বপুর্ণ এই কারণে যেঝ, আমরা ধীরে ধীরে যেদিন বিশ্বের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর একটি হবো সেদিন আমাদের ভাষাটাও নিজ গুণেই আমাদের সাথে যাবে কিনা - সেই প্রশ্নটি আমাদের করতে হবে এবং অনবরতই এই প্রশ্নটি করে যেতে হবে।

লেখক একজন চিকিৎসক, জনপ্রিয় সংবাদ পাঠক ও কলামিস্ট

এখনো প্রণয়ন হয়নি ভাষাসংগ্রামীদের সঠিক তালিকা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সরকারের পর সরকার বদলেছে। পেরিয়ে গেছে কয়েক যুগ। কিন্তু আজও তৈরি হয়নি ভাষাসংগ্রামীদের নামের তালিকা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন'-এর সেনানীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে চিহ্নিত করা হয়নি।

তালিকা তৈরির জন্য দায়সারা গোছের কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ৬৮ জন ভাষাসংগ্রামীর নামসংবলিত গেজেটও প্রকাশ হয়েছিল। কিন্তু তালিকার কিছু নাম নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলে কাজটি স্থগিত করা হয়।

পরে হাইকোর্টের নির্দেশনায় ঢাকাসহ দেশের সব জেলায় কমিটি গঠন করে তালিকা তৈরি করতে বলা হয়। এরপর ১৩টি বছর চলে গেলেও এর অগ্রগতি শূন্য। শুধু তাই নয়, কাদের ভাষাসংগ্রামী বলা হবে অথবা বলা হবে না-এ সংক্রান্ত কোনো 'নির্ণায়ক' বা সংজ্ঞা অদ্যাবধি প্রণয়ন হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্তদের চরম গাফিলতির কারণেই মূলত এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের। তাদের মতে, ভাষাসংগ্রামীদের একটি বড় অংশ মানুষের মুখে আর বইয়ের ভাষাতেই আছে। রাষ্ট্রের কোনো স্বীকৃতি তাদের মেলেনি।

ভাষাসংগ্রামীদের তালিকা করা এখন প্রায় অসম্ভব-এমন মন্তব্য করেছেন ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক। তিনি যুগান্তরকে বলেন, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সংরক্ষণে অবহেলা হয়েছে। সেটা সব আমলেই। মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র ১৬ খণ্ডে প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু সরকারি উদ্যোগে ভাষা আন্দোলনের দলিলপত্র সংরক্ষণ, সংকলন বা ইতিহাস ধরে রাখার জন্য কিছুই হয়নি। এমনকি বর্তমানে ইচ্ছা

থাকলেও আর সেটা করা সম্ভব নয়। কারণ, আমাদের বন্ধুবান্ধব যারা সক্রিয়ভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, আন্দোলন সংগঠিত করেছেন বা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের বেশির ভাগই আজ প্রয়াত।

কয়েক বছর ধরে ভাষাসংগ্রাম নিয়ে গবেষণা করছেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি ও লেখক গোলাম কুদ্দুছ। তিনি ইতোমধ্যে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু বইও প্রকাশ করেছেন।

গোলাম কুদ্দুছ বলেন, কে ভাষাসৈনিক আর কে ভাষাসৈনিক নন, তার কোনো 'নির্ণায়ক' নেই। মুক্তিযোদ্ধাদের যেমন একটি 'নির্ণায়ক' আছে। যারা সশস্ত্র যুদ্ধ করেছেন, যারা মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে লড়াই করেছেন, স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে যারা সংগ্রামী ভূমিকা রেখেছেন-তারা মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু ভাষাসংগ্রামীদের কেনো 'নির্ণায়ক' নেই।

হতে পারত যারা ভাষাসংগ্রামের আন্দোলনে মারা গেছেন, যারা গ্রেফতার হয়েছেন, যারা আহত হয়েছেন, যারা ভাষা আন্দোলনে বিভিন্ন জেলার কমিটিতে ছিলেন-তারা 'ভাষাসংগ্রামী'।

এভাবে যদি কিছু নির্ণায়ক নির্ধারণ করা যেত এবং সেই অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত নিরপেক্ষভাবে সংগ্রহ করে তালিকা করা হতো, তাহলে সেটি ভাষাসংগ্রামীদের তালিকা হিসাবে গণ্য করা যেতেও পারত।

কিন্তু এখন যেহেতু কোনো 'নির্ণায়ক' নেই, তাই আর সঠিক তালিকা সম্ভব নয়। একুশে পদকে, ভাষাসংগ্রামের মিছিলে হেঁটেছিলেন-এমন মানুষকেও পদক দেওয়া হয়েছে। এটি কি আদৌ সঠিক প্রক্রিয়া!

তিনি বলেন, 'ভাষাসংগ্রামীসংক্রান্ত সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই। এটি স্পষ্ট না করে যদি কোনো তালিকা করা হয়, তাহলে ভাষাসংগ্রামীর নামে একটি বিতর্কিত তালিকা হবে। এ বিষয়ে সংস্কৃতিবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কেএম খালিদ যুগান্তরকে বলেন, ভাষাসংগ্রামীদের তালিকা এখন বেশ কষ্টসাধ্য কাজ। যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তারা ভাষাসংগ্রামী, যারা মিছিলে অংশ নিয়েছেন তারাও বলেন ভাষাসংগ্রামী। সেদিক থেকে লাখ লাখ মানুষ মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

প্রসঙ্গত, ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামীদের তালিকা তৈরির আবেদন জানিয়ে ২০১০ সালে হাইকোর্টে রিট করেছিলেন অ্যাডভোকেট মনজিল মোরশেদ। এ পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট তালিকা তৈরির নির্দেশ দিলে সরকারের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রাথমিকভাবে একটি তালিকা পেশ করেছিল, যেখানে জিল্লুর রহমান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আবদুল মতিন, হাবিবুর রহমানসহ ৬৮ জন ভাষাসংগ্রামীর নাম ছিল।

তালিকাটি গেজেট আকারে প্রকাশ হয় ২০১২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু সেখানে এমন কিছু নামও ছিল, যা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। তালিকাটি পূর্ণাঙ্গ নয় এবং সেটি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে-এমন অভিযোগে এ তালিকা প্রণয়নের কাজটি স্থগিত করা হয়। পরে হাইকোর্টের নির্দেশনায় ঢাকাসহ দেশের সব জেলায় কমিটি গঠন করে তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছিল।

সেই প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিককে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের একটি কমিটি করা হয়েছিল শুধু ঢাকায়। কমিটিতে আরও ছিলেন রফিকুল ইসলাম ও মুনতাসীর মামুন। কিন্তু সেই কমিটির মাত্র একটি বৈঠক হয়েছিল, যাতে কাজের পদ্ধতির জটিলতা নিয়েই শুধু আলোচনা হয়। এরপর থেকে তালিকা প্রণয়নের কাজটি কার্যত বন্ধ রয়েছে এবং বিষয়টি সরকারিভাবে সম্পন্ন করার আদৌ আর কোনো উদ্যোগ নেই বলে অনুসন্ধানে জানা গেছে।

দুই যুগেও পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা গবেষণা ও সংরক্ষণ এবং প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আইএমএলআই)। অমর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা লাভ করে ১৯৯৯ সালে। এরই প্রেক্ষাপটে এই প্রতিষ্ঠানটি তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। সরকারের পট পরিবর্তনে শুরুতে এর যাত্রা প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়ে। যদিও ২০০৯ সালে নতুন সরকারের আগমনে সঞ্জীবনী শক্তি পায়। নির্মাণকাজ শেষে যাত্রা শুরু হয় প্রতিষ্ঠানটির। কিন্তু বিগত এক যুগে স্বাভাবিক গতি আর ফিরে পায়নি। কোটি কোটি টাকা খরচ করা হলেও এখনো পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি প্রতিষ্ঠানটি।

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। এরপর বিশ্বের বিভিন্ন মাতৃভাষাচর্চা ও গবেষণার কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ২০০১ সালের ১৫ মার্চ জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ইনস্টিটিউট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সংশ্লিষ্টরা জানান, আইএমএলআই প্রতিষ্ঠাকালে ২৩টি কাজ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এখন পর্যন্ত সেগুলোর মাত্র ৫টি পুরোপুরি এবং কয়েকটি আংশিক বাস্তবায়ন হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল দেশে-বিদেশে বাংলা ভাষা প্রচার ও প্রসারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ। পাশাপাশি বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকীকরণে নানা উদ্যোগ গ্রহণ। কিন্তু বিদেশে বাংলা প্রসারে অদ্যাবধি নেওয়া হয়নি তেমন কোনো পদক্ষেপ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে অভ্যন্তরীণ কিছু কর্ম আর পদক্ষেপ এবং একুশে উদযাপনের কর্মসূচির মধ্যে সীমিত হয়ে পড়েছে কার্যক্রম। এছাড়া প্রায় ৭ বছর আগে 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃভাষা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা' করা হয়েছিল। এর ওপর দশটি গ্রন্থ প্রকাশের কথা ছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে একটি। বাকি নয়টি আর কোনোদিন প্রকাশিত হবে কি না, সেটিও নিশ্চিত নয়।

প্রতিষ্ঠানটির সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তি মহাপরিচালক। শুরু থেকে ওই পদ অলংকৃত করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী। ২০২১ সালের নভেম্বরে তার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এরপর প্রায় ৫ মাস ওই পদে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে মহাপরিচালকের পদ অলংকৃত করেন। পরে গত ২৮ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ মহাপরিচালক হিসাবে নিয়োগ পান। তরুণ এই অধ্যাপক অবশ্য দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই একটি ঝাঁকুনি দেওয়ার চেষ্টা করেন।

গ্রহণ করেন বেশকিছু সৃজনশীল পদক্ষেপ। কিন্তু এক যুগ ধরে স্থবির করে রাখা প্রতিষ্ঠানকে তিনি এখনো গতি দিতে পারেননি। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির স্থায়ী জনবল সংকট অন্যতম প্রধান বাধা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন সংশ্লিষ্টরা। অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠানটিতে স্থায়ী কর্মকর্তা

নিয়োগের কথা থাকলেও শিক্ষা ক্যাডার থেকে ধার করা কর্মকর্তা দিয়েই চলছে। এককথায় বলতে গেলে, তাদের ডাম্পিং আর ঢাকা বসবাসের পোস্টিং কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। আবার যাদের প্রেষণে নিয়োগ করা হচ্ছে, তাদের অধিকাংশের নেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একাডেমিক জ্ঞান আর দক্ষতা।

সব মিলে জনবল কাঠামোতে ৯৩ জন থাকার কথা। সেগুলোরও বেশির ভাগ পদ শূন্য। আবার প্রতিষ্ঠানটি শক্তিশালী করতে নতুন জনবল কাঠামো তৈরির কথা। সেই প্রস্তাবেরও প্রশাসনিক অনুমোদন মেলেনি।

সব মিলে অনেকটা গতিহীন নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে আইএমএলআই। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে সোমবার সরেজমিন দেখা যায়, অমর একুশে, মহান শহিদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিয়ে খুবই ব্যস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

পাশাপাশি তিনি নবরূপে সজ্জিত মাতৃভাষা জাদুঘর উদ্বোধন করবেন। তাই দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত মিলনায়তন আর জাদুঘর ঘিরে ছিল এই ব্যস্ততা। ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আয়োজন করা হবে যথাক্রমে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সেমিনার, ভাষামেলা ও শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। মেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের ভাষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র অংশ নেবে।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে অধ্যাপক হাকিম আরিফ বলেন, এক যুগ বয়সি হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানের অর্জন প্রত্যাশিত পর্যায়ে নেই-এমন অভিযোগ অস্বীকার করা যাবে না।

কর্মসূচি আর কাজের অভাবে বরাদ্দ অর্থ একসময় ফেরত যেত। তবে আমি যোগ দেওয়ার পর কিছু কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। এখন বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হচ্ছে। আসলে পৃথিবীর দেশে দেশে ভাষার প্রচার ও প্রসার অত সহজ কাজ নয়।

যদি সহজই হতো, তাহলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রভাব ও পরাক্রমশালী দেশ ও জাতির ভাষার প্রচার আর বিস্তৃতি আরও দেখা যেত। তবে এরপরও আইএমএলআই ধীরে হলেও এগিয়ে যাচ্ছে।

এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনকারী সাবেক মহাপরিচালক বেলায়েত হোসেন তালুকদার। তিনি বলেন, আইএমএলআই এখন পর্যন্ত জাতিসংঘের দ্বিতীয় গ্রেডের প্রতিষ্ঠান। প্রথম শ্রেণির প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার ব্যাপারে তাদের যেসব শর্ত আছে, তা মানতে গেলে আমাদের স্বকীয়তার সঙ্গে আপস করতে হবে। তবে কর্মসূচির মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভব হলে সারা বিশ্বে ইউনেস্কোর মতোই একটি প্রতিষ্ঠানে একদিন আইএমএলআই পরিণত হবে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, কাজ না থাকায় প্রায় সারা বছরই অনেকটা ঝিমিয়ে আর ঘুমিয়ে কেটে আসছিল এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সময়। দৈনন্দিন বড় কাজের মধ্যে আছে শিক্ষামন্ত্রী, উপমন্ত্রী আর সচিবকে স্বাগত জানানো। কেননা বর্তমান মন্ত্রী ডা. দীপু মনি দায়িত্ব গ্রহণের পর আইএমএলআই-এর পঞ্চমতলায় নিজের একটি অফিস স্থাপন করেছেন। পাশাপাশি উপমন্ত্রী ও সচিবেরও দপ্তর আছে। তারা গেলে তখন ভবনটি কিছুটা প্রাণ ফিরে পায়। এছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের আরেক তলায় স্থাপন করা হয়েছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটির কার্যালয়। এসব কারণেও সেখানে মাঝেমধ্যে লোকসমাগম দেখা যেত।

তবে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, নতুন মহাপরিচালক বেশকিছু কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় কাজটি হচ্ছে 'বহুভাষী পকেট অভিধান'। বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি ১৬টি ভাষায় প্রকাশ করা হবে এটি। অন্য ভাষাগুলো হচ্ছে-জার্মান, রুশ, স্প্যানিশ, আরবি, ফারসি, তুর্কি, হিন্দি, ইতালিয়ান, পর্তুগিজ, ফরাসি, চায়নিজ, জাপানিজ, কোরিয়ান এবং বাহাসা মালয়েশিয়া।

বাংলা-ইংরেজির পাশাপাশি অন্য তিনটি ভাষা থাকবে প্রত্যেক অভিধানে। মহাপরিচালক বলেন, এগুলো প্রণয়নের কাজ চলছে। বাংলাদেশের শ্রমশক্তি ও শিক্ষার্থীরা যেসব দেশে বেশি গমন করে, সেগুলোর আধিক্য বিবেচনায় ভাষাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্যাবহারিক শব্দগুলো থাকবে এসব অভিধানে, যাতে তারা সংশ্লিষ্ট দেশে গিয়ে প্রাথমিক ভাষাগত যোগাযোগ চালিয়ে নিতে পারে।

এছাড়া নতুন কর্মসূচির মধ্যে আছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় অভিধান প্রকাশ করা। প্রাথমিকভাবে 'ঠার-বাংলা অভিধান' (বেদেগোষ্ঠী) শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা হচ্ছে যার কাজ শেষ পর্যায়ে আছে।

এছাড়া সম্প্রতি অনুবাদ শাখা খোলা হয়েছে। সেখান থেকে ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী ৬টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভাষাগুলো হচ্ছে-চাকমা, মারমা, গারো, কুড়মালি, ককবক ও সাদরি।

এছাড়া বরেণ্য কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পের অনুবাদ 'দ্য ওয়ান আইড উইচ অ্যান্ড আদার স্টোরিজ বাই হুমায়ূন আহমেদ' প্রকাশিত হবে। এই উভয় ধরনের গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য পাঠানো হয়েছে। এছাড়া ৬ খণ্ডে মাতৃভাষাপিডিয়া প্রণয়নের কাজ চলছে।

তবে বর্তমান প্রশাসনের অন্যতম আকর্ষণীয় উদ্যোগ হচ্ছে ভাষা জাদুঘর নবরূপে প্রতিষ্ঠা। আগে ১১০টি দেশের প্রোফাইল থাকলেও এখন জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত ২১০টি দেশই এতে স্থান পেয়েছে।

প্রত্যেক দেশকে একটি করে পোর্ট্রেটে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে সংশ্লিষ্ট দেশের দাপ্তরিক ভাষা, বিদ্যমান বা জীবিত ভাষার সংখ্যা, প্রধান ভাষা, প্রধান ভাষার নমুনা বাক্য ও ইংরেজিতে এর অনুবাদ এবং পৃথিবীর মানচিত্রে অবস্থানসহ ওই দেশের প্রধান স্থাপনার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

যেমন: বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রধান স্থাপনা হিসাবে জাতীয় সংসদ ভবন, জাতীয় স্মৃতিসৌধ এবং কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের ছবি দেওয়া হবে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হচ্ছে-বাংলা ভাষার উৎপত্তি, প্রধান ভাষা সংখ্যা, উৎপত্তি ম্যাপ, এশিয়ার প্রধান ভাষা, পৃথিবীর প্রধান ভাষা পরিবার তুলে ধরা। এছাড়া আছে মহান ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানপিপাসুদের এই জাদুঘর বেশ খোরাক দেবে বলে মনে করেন ভাষাবিজ্ঞানী ড. হাকিম আরিফ। তিনি বলেন, এমন একটি জাদুঘর যে দেশে আছে, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। তবে এই জাদুঘরের প্রধান দর্শক হবে শিক্ষার্থীরা। তাদের নিয়ে যেন শিক্ষকরা পরিদর্শনে আসেন, সেই লক্ষ্যে চিঠি পাঠানো হবে।

দেশের হজযাত্রীদের জন্য ৪ শর্ত

পোস্ট ডেস্ক : এ বছর পবিত্র হজ পালনে চারটি শর্ত দিয়েছে সৌদি আরব। শর্তগুলো জানিয়ে বাংলাদেশ সরকারের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে দেশটি।

সোমবার শর্তগুলো প্রকাশ করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সৌদি আরবের দেওয়া শর্তগুলো হলোড় হজে গমনেচ্ছুদের করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯), মেনিনজাইটিস এবং সিজনাল ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা দিতে হবে। যারা হজ করেননি এবারের হজে তাদের অগ্রাধিকার দেয়া। হজ পালনের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়স হতে হবে ১২ বছর। হজযাত্রীর কোনো বড় ও দীর্ঘস্থায়ী রোগ থাকা যাবে না।

সৌদি আরবের সঙ্গে হজচুক্তি অনুযায়ী, এবার বাংলাদেশ থেকে এক লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জন হজ করতে পারবেন। এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ১৫ হাজার জন আর এক লাখ ১২ হাজার ১৯৮ জন বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ করার সুযোগ পাবেন।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে চলতি বছরের ২৭ জুন (৯ জিলহজ) পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে।

ইউক্রেনের পাশে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র- বাইডেন

পোস্ট ডেস্ক : যতদিন যুদ্ধ চলে ততদিন রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনকে সমর্থন দিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। চলমান যুদ্ধের মধ্যে কঠোর নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে সোমবার তিনি ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে পৌঁছেন। সেখানে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে সাক্ষাতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কড়া সমালোচনা করেছেন। বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ পুতিনের ভয়াবহ ভুল। পুতিন ভেবেছেন তিনি ইউক্রেনকে এবং তার পশ্চিমা মিত্রদের উড়িয়ে দিতে পারবেন। বাইডেন আরও বলেন, আপনারা বিজয়ী হতে চলেছেন এমন আস্থা আমাদের আছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের প্রথম বার্ষিকীর আগে প্রথম এই সফর করলেন বাইডেন। জেলেনস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ ছাড়াও বাইডেন ও জেলেনস্কি ক্রাইমিয়াকে ইউক্রেনের কাছ থেকে কেড়ে নেয়ার পর থেকে গত ৯ বছরে যেসব সেনা সদস্য নিহত হয়েছেন তাদের স্মৃতিস্তম্ভ পরিদর্শন করেন। ইউক্রেনে বাইডেনের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র দেশটির গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব, ভূখণ্ডগত অখণ্ডতার প্রতি দ্ব্যর্থহীন প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করল। নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতে, পোল্যান্ড থেকে ১০ ঘন্টার ট্রেন সফর করে কিয়েভে পৌঁছেন বাইডেন।

ধারণা করা হচ্ছে, তিনি অস্ত্রশস্ত্র ও আকাশপথে নজরদারি রাডারসহ আরও সামরিক সমর্থন দেয়ার ঘোষণা দেবেন। এ সপ্তাহের শেষের দিকে রাশিয়ার যোদ্ধাগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আরও এক দফা নিষেধাজ্ঞা দেয়া হতে পারে। জবাবে ভোলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, এই সফরকে দেখা হবে এবং অবশ্যই এর মধ্য দিয়ে আমাদের ভূখণ্ডের স্বাধীনতার লড়াইয়ের প্রতিফলন হিসেবে। এখন পর্যন্ত দেয়া হয়নি এমন অন্যান্য অস্ত্রও পাঠানোর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেছেন তারা। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বার বার এফ-১৬ যুদ্ধবিমান চেয়ে আসছেন জেলেনস্কি। সোমবারই সফর শেষ করেন বাইডেন।

পরমাণু অস্ত্র তৈরির দ্বারপ্রান্তে?

পোস্ট ডেস্ক : আগেও অনেকবার খবর বেরিয়েছিল যে, ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে যাচ্ছে। এমনকি দেশটি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির দ্বারপ্রান্তে রয়েছে বলেও সংবাদ প্রচার হয়। যদিও তেহরান এ ধরনের খবরকে গুজব এবং পশ্চিমা মিডিয়ার সৃষ্ট গল্প বলে অভিহিত করেছে। কিন্তু ২০১৮ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একতরফাভাবে তার দেশকে ইরানের সঙ্গে বিশ্ব সম্প্রদায়ের করা পরমাণু চুক্তি থেকে প্রত্যাহার করে নেয়। তেহরান যখন প্রকাশ্যে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার ঘোষণা দেয়, তখন দেশটির এ ঘোষণাকে আর শুধু ঘোষণা হিসেবেই গ্রহণ করেনি তার প্রতিপক্ষ। কারণ ততদিনে জল অনেকদূর গড়িয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইরান তার

সামরিক শিল্পে যে পরিমাণ উন্নতি সাধন করেছে, তাতে রীতিমতো চমকে গেছে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা। বিশেষ করে, ইরানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ইসরাইল আতঙ্কে আছে বলেই মনে করা হয়। মাঝেমধ্যেই ইরানের বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ কিংবা বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা চালায় ইসরাইল। তার জবাবও দেয় তেহরান। যেটা এক সময় দেশটির জন্য কঠিন ছিল। এ বিষয়ে ইরানের কর্মকর্তারা বলে থাকেন, তাদের ক্ষতি করার জবাব ইসরাইল কোথায় পায়, সেটা তারাই ভালো বোঝে।

তাদের এই দাবি পশ্চিমা গণমাধ্যমের খবর থেকেই বোঝা যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আরব সাগর, পারস্য উপসাগরে ইসরাইলি মালিকানাধীন জাহাজ ও ট্যাঙ্কারে একাধিক হামলার ঘটনা ঘটেছে। যার পেছনে ইরানকে দায়ী করা হয়।

সিরিয়ায় ইসরাইলি সীমান্তে, এমনকি দেশটির ভেতরেও হামলার জন্য ইরানকে অভিযুক্ত করা হয়। সর্বশেষ গত ১০ ফেব্রুয়ারি আরব সাগরে ইসরাইলি মালিকানাধীন জাহাজে হামলা হয়েছে। এর পেছনে ইরানের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন খোদ ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইয়েমেন, সিরিয়া, ইরাক, লেবাননসহ আরও কিছু অঞ্চলে ইরানের প্রতি বাহিনীর সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারেনি পশ্চিমা জোট। এর মূলে রয়েছে স্বল্প মূল্যের অথচ কার্যকর ইরানি রকেট, ড্রোন ও স্বল্পপাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র। সর্বশেষ ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার মতো পরাশক্তিকেও ড্রোন সরবরাহ করছে তেহরান। যদিও মস্কো কিংবা তেহরান সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেনি।

এই তথ্য দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো- ১০-১৫ বছর আগের ইরান এবং বর্তমানের ইরানের মধ্যে অনেক পার্থক্য।

মার্কিন প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গ রোববারের এক প্রতিবেদনে বলেছে, আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা তথা আইএইএ'র কর্মকর্তারা দেখতে পেয়েছেন যে, ইরান ইতোমধ্যে ৮৪ শতাংশ বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করেছে। আর পারমাণবিক বোমা বানাতে প্রয়োজন ৯০ শতাংশ ইউরেনিয়াম। তেহরান নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়েই এত পরিমাণ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করেছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে।

তবে এমন দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে ইরান। দেশটি শুরু থেকেই বলে আসছে, তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ। এর আগে ২০১৫ সালে দেশটির সঙ্গে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য এবং উল্লিখিত সংস্থাটির চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী, ইরান যাতে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে না পারে, সেটি দেখাশুনা করবে আইএইএ। এর পর থেকে নিয়মিত তথ্য আদান-প্রদান করে ইরান।

কিন্তু ২০১৮ সালে চুক্তি থেকে আমেরিকা বেরিয়ে গেলে কার্যত তা অচল হয়ে পড়ে। অন্য পক্ষগুলোও কার্যকর কোনো উদ্যোগ না নেওয়ায় এক বছর পর অর্থাৎ ২০১৯ সালে ইরান প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় যে, তারা ৬০ শতাংশ পর্যন্ত ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করবে। পাশাপাশি আইএইএকেও নিয়মিত্র রিপোর্ট দেওয়া বন্ধ করে দেয় তেহরান। অভিযোগ উঠে, অচলাবস্থার সুযোগ নিয়ে ইরান গোপনে পরমাণু অস্ত্র তৈরির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

এমনই প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার পালাবদল হয়। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতাগ্রহণের পর পরমাণু চুক্তি পুনরায় সচল করার উদ্যোগ নেন। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় বেশ কয়েক দফা বৈঠকও হয়। কিন্তু উল্লেখ করার মতো কোনো ফলাফল আসেনি। বরং ইরানের বিরুদ্ধে এখন নানা অভিযোগ করছে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার প্রধান রাফায়েল গ্রোসি। গত বছরের সেপ্টেম্বরে সর্বশেষ বৈঠকের পর কার্যত আর কোনো যোগাযোগ নেই বিষয়টি নিয়ে।

এমনই প্রেক্ষাপটে ব্লুমবার্গের মতো প্রভাবশালী মিডিয়ার রোববারের প্রতিবেদন ঘিরে আবারও জল্পনা শুরু হয়েছে যে, তাহলে ইরান কি সত্যিই পরমাণু অস্ত্র তৈরির দ্বারপ্রান্তে?

তবে এমন জল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছেন ইরানের আণবিক শক্তি সংস্থার প্রধান বেহরুজ কামালভান্দি। দেশটির আধা-সরকারি বার্তা সংস্থা ফার্স নিউজকে তিনি রোববার বলেছেন, পর্যবেক্ষকরা (ইন্সপেক্টর) ৬০ শতাংশের বেশি দেখিয়েছেন। কিন্তু ইরান ৬০ শতাংশের বেশি ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করছে না।

তিনি বলেন, ইরান ৬০ শতাংশ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করছে। এটা আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী অস্বাভাবিক কোনো বিষয় নয়।

নিউজিল্যান্ডে ঘূর্ণিঝড়ে ৮০০ কোটি ডলার ক্ষতির আশঙ্কা

পোস্ট ডেস্ক : ঘূর্ণিঝড় গ্যাব্রিয়েলে বিধ্বস্ত নিউজিল্যান্ড। এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশটির প্রায় ৮০০ কোটি ডলারের বেশি ক্ষতি হতে পারে। দেশটির কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানায় বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

প্রতিবেদনে বলা হয়, নিউজিল্যান্ড কর্তৃপক্ষ সোমবার (২০ ফেব্রুয়ারি) সতর্ক করেছে, বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় গ্যাব্রিয়েলের চূড়ান্ত ক্ষয়ক্ষতি ৮০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে। একই সঙ্গে তারা ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও এলাকা পুনর্গঠনের জন্য জরুরি তহবিল ঘোষণা করেছে।

ঘূর্ণিঝড় গ্যাব্রিয়েল ১২ ফেব্রুয়ারি উত্তর নিউজিল্যান্ডে আঘাত হানে। ঘূর্ণিঝড়সহ অতিবৃষ্টির কারণে দেশে বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। লাখ লাখ মানুষ বিদ্যুৎ হারিয়েছে। নিউজিল্যান্ডের ইতিহাসে তৃতীয়বার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী ক্রিস হিপকিন্স গ্যাব্রিয়েলকে শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলেছেন। এদিকে, ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য হিপকিন্স ১৮ কোটি ৭০ লাখ ৫০ হাজারের তহবিল ঘোষণা করেছেন।

সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন, 'আমাদের সম্প্রদায়গুলোকে পুনরায় সংযুক্ত করার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে হবে। পরিকাঠামোর অনেক পরিবর্তন করতে হবে। এর জন্য কঠিন সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।'

এর আগে সোমবার সকালে নিউজিল্যান্ডের অর্থমন্ত্রী গ্রান্ট রবার্টসন বলেছিলেন, '২০১১ সালের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত ক্রাইস্টচার্চ পুনর্নির্মাণে ৮৪২ কোটি ডলার খরচ হয়েছিল। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পুনর্গঠনে একই রকম খরচ হতে পারে।'

এদিকে, হিপকিন্স নিউজিল্যান্ডের জরুরি অবস্থার মেয়াদ বাড়িয়েছেন। এবার তা এক সপ্তাহ বাড়ানো হয়েছে। দেশটির পুলিশ জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে উত্তর দ্বীপের হাওয়াক বেতে। দুই হাজার ২০০ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন।

রয়টার্স জানিয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ উত্তর দ্বীপে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষতি করেছে। ইলন মাস্কের মালিকানাধীন স্পেসএক্সে ৬০টি স্টারলিঙ্ক স্যাটেলাইট যোগাযোগ পুনরুদ্ধার করতে মোতায়েন করা হয়েছে। উত্তর দ্বীপের ১৫ হাজার মানুষ এখনও বিদ্যুৎ বিহীন।

ডায়ানার লেখা চিঠি বিক্রি হলো কোটি টাকায়

দুই বন্ধুকে ওই চিঠি পাঠিয়েছিলেন ডায়ানা। খবর দি ইন্ডিপেনডেন্টের।

সুজি ও তারেক কাশেম গত প্রায় ২৫ বছর ধরে এ চিঠি যত্ন করে রেখে দেন। সম্প্রতি তারা এ চিঠি নিলামে বিক্রি করেন।

ডায়ানার নামে দাতব্য প্রতিষ্ঠানে এ চিঠি বিক্রির অর্থ দান করেছেন সুজি ও তারেক কাশেম।

এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রিন্সেস ডায়ানার একটি রাজকীয় গাউন নিলামে ছয় লাখ ডলারে বিক্রি হয়েছে। বেগুনি রঙের এই গাউনটির বাংলাদেশি মুদ্রায় মূল্য দাঁড়ায় ৬০ কোটি টাকারও বেশি।

প্রিন্সেস ডায়ানা ১৯৯১ সালে একটি রাজকীয় ছবির জন্য গাউনটি পরেছিলেন। সবশেষ তিনি এটি পরেন ভ্যানিটি ফেয়ারের ফটোশুটে।

শামীমা আর ফিরতে পারবেন না

শামীমা বেগম বাংলাদেশের নাগরিক নন। তাকে বাংলাদেশে ফিরতে দেয়ার প্রশ্নই আসে না। শামীমাও বিবিসির সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তার বাংলাদেশি পাসপোর্ট নেই এবং তিনি কখনও বাংলাদেশে ছিলেন না।

অমর একুশে পালিত

কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছে পুরো জাতি। 'একুশ মানে মাথা নত না করা'-এই প্রত্যয়ে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে আসা হাজার হাজার মানুষ বাংলা ভাষাকে পাথেয় করে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার শপথ নিয়েছেন। সোমবার মধ্যরাত থেকে মঙ্গলবার সারাদিন কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দেশের সর্বস্তরের মানুষ। এ ছাড়াও নানা আয়োজনে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহিদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে।

একুশের প্রথম প্রহরে (১২টা ১ মিনিটে) রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এ সময় অমর একুশের গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' বাজানো হয়। শহিদ বেদিতে ফুল দিয়ে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কিছু সময় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। রাষ্ট্রপতি প্রথমে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। রাষ্ট্রপতির পরপরই প্রধানমন্ত্রী শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এরপর শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য এবং দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের নিয়ে দলের পক্ষ থেকে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। স্পিকারের পর ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু শ্রদ্ধা জানান। তাদের পর ফুল দেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এসএম শফিউদ্দিন আহমেদ, বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান ও নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ শাহীন ইকবাল। বিরোধীদলীয় নেতার পক্ষে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের, সংসদ সদস্য আবু হোসেন বাবলা শ্রদ্ধা জানান।

৬ই মার্চ পবিত্র শবে বরাত

সব জেলা প্রশাসন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার বাংলাদেশের আকাশে ১৪৪৪ হিজরির শাবান মাসের চাঁদ দেখা গেছে। সে হিসেবে বুধবার থেকে শাবান মাস গণনা শুরু হবে।

শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে পবিত্র লাইলাতুল বরাত বা শবে বরাত পালিত হয়।

শবে বরাতের রাতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা নফল নামাজ, কোরআন তিলাওয়াতসহ ইবাদত বন্দেগির মাধ্যমে কাটিয়ে থাকেন।

দেশের রাজনীতিতে নেই সুখবর

দেবে না বিএনপি। দাবি আদায়ে ও সফলতা পেতে আটঘাট বেঁধে নেমেছেন নেতারা। সংবিধানের বাইরে যাবে না আ.লীগ: আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সংবিধানের বাইরে আপাতত কিছুই ভাবছে না আওয়ামী লীগ। এ নিয়ে বিএনপিসহ বিরোধীদের দাবি ও আন্দোলনেও খুব বেশি পাত্তা দিতে নারাজ ক্ষমতাসীনরা।

ইস্যুটি নিয়ে কোনো ধরনের আলোচনাতেও রাজি নয় তারা। এদিকে নির্বাচনের বিষয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের কোনো প্রভাব যেন না থাকে সে বিষয়টিও কৌশলে মোকাবিলা করছে দলটি। সংবিধান মেনেই অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্ভব বলে তাদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। পাশাপাশি নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং মাঠের আন্দোলনে বিরোধীদের মোকাবিলাও করছে আওয়ামী লীগ। দলটির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের নেতারা বলছেন, তারা চায় বিএনপিসহ সবাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক। সেক্ষেত্রে সংবিধানের বিদ্যমান ধারা ও বিধি মেনে তাদের যত ধরনের সুবিধা দেওয়া যায় দেওয়া হবে। তাদের দাবি-দাওয়া মেনে নেওয়ার সুযোগ থাকলে তাও মানা হবে। কিন্তু সংবিধান থেকে তারা এক চুলও নড়বে না।

জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন, বিএনপি যেসব দাবি করছে, এগুলো অবান্তর, অযৌক্তিক। তারা আসলে উদ্ভ্রান্তের মতো পথ চলছে। সংবিধান মেনেই আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, বিএনপিকে আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা সন্ত্রাস-অনিয়মের পথ ছেড়ে নিয়মতান্ত্রিক পথে আসবে কিনা? গণতান্ত্রিক দেশে সরকার পরিবর্তনের একমাত্র মাধ্যম হলো ভোট/নির্বাচন। তাই তারা নির্বাচনে অংশ নেবে, নির্বাচন করবে। জনগণ ভোট দিলে সেই যুদ্ধে বিজয়ী হবে। সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেবে। এক্ষেত্রে বিভ্রান্তির কোনো সুযোগ নেই।

এদিকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে লাগাতার বিক্ষোভ, সমাবেশ এবং পদযাত্রাসহ নানা কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি ও তাদের মিত্ররা। উপনির্বাচন এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোও বর্জন করে আসছে তারা। সরকারের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ ৯ দফা দাবিতে গত ডিসেম্বর থেকে অনেকটা লাগাতার কর্মসূচি পালন করছে। এমনকি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া দেশে নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিচ্ছে। তবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এই হুমকি এখনো পর্যন্ত খুব একটা আমলে নিচ্ছে না। দলটির নেতারা বলছেন, বিএনপির এই হুমকিতে তারা ভীত নয়। তারা চায় বিএনপি আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক। কিন্তু নির্বাচনের বাধা সৃষ্টি করলে তা কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে।

এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর এক নেতা বলেন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলের সবাই চায় আগামী নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হোক। আমরাও চাই নির্বাচনে বিএনপিসহ সবাই অংশ নেবে। আমাদের দলের সভানেত্রীও (আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা) একাধিক আলোচনা সভায় বিষয়টি নিয়ে সুস্পষ্ট কথা বলেছেন। কিন্তু তাদের (বিএনপি) নির্বাচনে আসতে হলে সংবিধান মেনেই আসতে হবে। সেক্ষেত্রে সংবিধান মেনে তাদের যতটা ছাড় দেওয়া যায়, সেটা দেওয়া হবে। সংবিধানের মধ্যে থাকলে দাবিও মানা হবে। কিন্তু সংবিধানের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। এ নিয়ে আলোচনারও সুযোগ নেই। আন্দোলন বা হুমকি-ধমকি দিয়েও কোনো লাভ হবে না।

আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ দলটির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের নেতারাও প্রায় প্রতিদিনই তাদের বক্তব্য-বিবৃতিতে বর্তমান সংবিধানিক ধারার বাইরে না যাওয়ার বিষয়ে নিজেদের দৃঢ় অবস্থানের কথা জানাচ্ছেন। বিএনপির কর্মসূচির দিনেও মাঠে থাকছেন ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা। অন্যদিকে ভোটের আগে বিদেশি প্রভাব মোকাবিলাতেও কৌশলী ভূমিকায় আওয়ামী লীগ। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অন্যান্য দেশ ও সংস্থাগুলোকেও সংবিধানের ভেতরে থেকেই অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানে আশ্বাস দিচ্ছেন তারা। সংবিধানের বাইরে গেলে বা অনির্বাচিত সরকার এলে কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়-সে বিষয়ে অতীতের অভিজ্ঞতার কথাও জানাচ্ছেন। অতীতে জাতীয় নির্বাচনের আগে-পরে 'বিএনপির সহিংস' কর্মকাণ্ডও তুলে ধরছে তারা। একই সঙ্গে নির্বাচনের সময়ে সরকারের ভূমিকা কী হবে এবং কর্তৃত্ব কেমন হবে সে বিষয়গুলোও আন্তর্জাতিক মহলকে অবহিত করছে ক্ষমতাসীনরা।

গত বৃহস্পতিবার গুলশানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাতটি দেশের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধি দলে। বৈঠক শেষে এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, আমরা একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলেছি-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'আগামী নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্য, সুষ্ঠু, অবাধ হবে এবং নির্বাচন কমিশন স্বাধীন ও কর্তৃত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সরকার তাদের সব ধরনের সহযোগিতা করবে।' প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য আর আমাদের বক্তব্য ভিন্ন কিছু নেই। উনি যা বলেছেন, তার প্রতিধ্বনি করেছি। কারণ আমাদের দল একই ধারণা নিয়ে আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বৈঠকে কোনো পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কিনা-এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আমরা তো কারও নির্দেশনা শুনব না। আমাদের নির্দেশনা হলো-দেশের সংবিধান। এর একদিন পর শনিবার রাজধানীতে এক সমাবেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ভুলে যাওয়ার জন্য বিএনপির প্রতি আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের।

জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম কামাল হোসেন বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে বিএনপিই প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল। এখন তারাই আবার সেই অসাংবিধানিক দাবি করছে। বাংলাদেশে আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসবে না। দেশের জনগণও তত্ত্বাবধায়ক সরকার চায় না। বিএনপি এখন আবার ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে। এর জবাব তাদের জনগণই দেবে। তিনি আরও বলেন, যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে তারা নির্বাচনে আসবে। আর যারা করে না তারা নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার ষড়যন্ত্র করবে। বিএনপি সেই ষড়যন্ত্রের পথেই হাঁটছে।

এদিকে সরকারের পদত্যাগ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ দশ দফা দাবির বিষয়ে কোনো ছাড় দেবে না বিএনপি। এজন্য দাবি আদায়ে আন্দোলনের পথেই হাঁটছে দলটি। এবার সফলতা পেতে আটঘাট বেঁধে নেমেছেন নেতারা। চলছে নানামুখী তৎপরতাও।

একই সঙ্গে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানোর কৌশলও নিয়েছেন তারা। যে কারণে দশ দফার সঙ্গে গ্যাস, বিদ্যুৎসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ইস্যুতে কর্মসূচি দিচ্ছেন। ইউনিয়ন ও মহানগরের পর সব সাংগঠনিক জেলায় পদযাত্রার মাধ্যমে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের সাংগঠনিক শক্তি পরীক্ষার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে চায় দলটি। এছাড়া দাবি বাস্তবায়নে সরকারের ওপর আরও চাপ তৈরি করতে কূটনৈতিক তৎপরতাও বাড়ানো হয়েছে। বিএনপির একাধিক নীতিনির্ধারক জানিয়েছেন এসব তথ্য।

জানা যায়, এবার দল 'ডু অর ডাই' নীতিতে-এমন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সব পর্যায়ের নেতাকর্মীদের। চূড়ান্ত আন্দোলনের জন্য সেভাবেই প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে। নেতাদের ধারণা, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেন্দ্র করে সংলাপ বা আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হতে পারে। কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতা-এ ধরনের আলোচনায় কোনো ফল আসেনি। যে কারণে এবার তারা কোনো প্রস্তাবেই সাড়া দেবেন না। যদি সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন, এ দুই দফা মেনে নেওয়া হয়, তবেই সংলাপ বা আলোচনার বিষয় বিবেচনা করা হবে।

খরার আশঙ্কায় ইতালি

দোষারোপ করা হচ্ছে; এগুলো হলো বৃষ্টির অভাব, বায়ুমণ্ডলীয় উচ্চচাপ, পূর্ণিমা ও সমুদ্র স্রোত। সোমবার পরিবেশবাদী গোষ্ঠী লেগামবিয়ান্তে জানিয়েছে, ইতালির নদী ও হ্রদগুলো পানির অভাবে ভুগছে। দেশটির উত্তরাঞ্চলে এমন সমস্যা বেশি দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছে তারা। আল্পস পর্বত থেকে নেমে আড্রিয়াটিক সাগরে যাওয়া ইতালির দীর্ঘতম নদী পো-তে বছরের এই সময়ে সাধারণত যে পরিমাণ পানি থাকে এখন তার চেয়ে ৬১ শতাংশ কম আছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে তারা।

গেল জুলাইয়ে ইতালি পো নদীর অববাহিকা অঞ্চলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিল। এই অববাহিকা অঞ্চলে ইতালির কৃষিপণ্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশ উৎপাদিত হয়। ঐ সময় ইতালি ৭০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক খরার মুখোমুখি হয়েছিল। দৈনিক কোরিয়ারে দেলা সেরায় দেওয়া উদ্ধৃতিতে ইতালির বিজ্ঞান গবেষণা ইনস্টিটিউট সিএনআর এর আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ মাসিমিলিয়ানো পাসকুই বলেছেন, 'আমরা পানিসংকটের মধ্যে আছি যা ২০২০-২১ এর শীতকাল থেকে আস্তে আস্তে তীব্র হয়ে উঠছে। এটি কাটিয়ে উঠতে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ৫০ দিন ধরে ৫০০ মিলিমিটার বৃষ্টি দরকার আমাদের।'

উত্তর ইতালির গারদা হ্রদের পানির স্তর রেকর্ড নিচে নেমে গেছে। এতে হ্রদটির মধ্যবর্তী ছোট দ্বীপ সান বিয়াজোতে হেঁটেই পৌঁছে যাওয়া যাচ্ছে।

১৫ দিন ধরে পশ্চিম ইউরোপের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করছে বায়ুমণ্ডলীয় একটি উচ্চচাপ। এর কারণে মৃদু তাপমাত্রা দেখা যাচ্ছে, যা সাধারণত বসন্তের শেষ দিকে দেখা যায়। তবে সর্বশেষ আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আসছে দিনগুলোতে আল্পসে তুষারপাত ও সংলগ্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান!

মানুষদের মধ্যে। মূল্যস্ফীতিতে উঠেছে নাভিশ্বাস। ধস নেমেছে পুঁজিবাজারে।

২০২১ সালের জুনে পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জে সূচক ছাড়িয়েছিল ৪৮ হাজার পয়েন্ট। সেটা নেমেছে ৪০ হাজারে এবং ক্রমাগত নামছেই।

এ পরিস্থিতিতে দেশটি তাকিয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের দিকে। আর ঋণ নিশ্চিত করতে পূরণ করতে হচ্ছে একের পর এক শর্ত। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ভর্তুকি কমিয়ে দেওয়ায় দাম বেড়েছে ব্যাপকভাবে। ডলার সংকটে খাদ্যপণ্য ও জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামের আমদানিও বন্ধ হওয়ার দশা।

এর মধ্যে সোমবার দেশটির জাতীয় পরিষদে একটি সম্পূরক অর্থবিল পাস করা হয়েছে। তাতে আরও করের চাপ চাপতে যাচ্ছে জনগণের ওপর।

আগামী সাড়ে চার মাসের মধ্যে শাহবাজ শরিফ সরকার নতুন করে রাজস্ব হিসেবে ১৭ হাজার কোটি রুপি বাড়তি আদায় করতে চায়। এটা করতে হচ্ছে আইএমএফের শর্ত পূরণ করতে।

দেশটির বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ যদিও গত সপ্তাহে কিছুটা বেড়ে তিন বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে, তার পরও দেশটির রেটিং কমিয়ে দিয়েছে আন্তর্জাতিক ঋণমান এজেন্সি ফিচ। তাদের বিবেচনায় পাকিস্তান এই মুহূর্তে 'খেলাপি হওয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে' আছে।

হাতে থাকা তিন বিলিয়ন ডলারে কেবল ১৬ থেকে ১৭ দিনের আমদানি ব্যয় মেটানো যাবে। এরপর শ্রীলঙ্কার মত পরিণতি যেন না হয়, সেজন্য গত কয়েক মাস ধরে আইএমএফের কাছ থেকে ৭ বিলিয়ন ডলার ঋণ পাওয়ার চেষ্টা করছে পাকিস্তান। এ নিয়ে নয় দফার বৈঠকেও কর্মকর্তা পর্যায়ের কোনো চুক্তিতে পৌঁছাতে পারেনি দুই পক্ষ। ওই ঋণের প্রথম কিস্তির ১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার ছাড়ের আশায় উদগ্রীব হয়ে আছে পাকিস্তান। দেশটি আশা করছে, আইএমএফের ঋণ পাওয়া গেলে বন্ধু রাষ্ট্রগুলো থেকেও সহায়তা আসবে।

এই ঋণ পাওয়ার আশায় গত ৩১ জানুয়ারি থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টানা ১০ দিন আইএমএফের সঙ্গে আলোচনা চালিয়েছে দেশটির সরকার। তবে চূড়ান্ত ঐকমত্য হয়নি। আইএমএফ জানিয়েছে, তাদের আলোচনা এখনও ভেস্তে যায়নি। চুক্তি চূড়ান্ত করতে আগামী দিনেও আলোচনা চালু থাকবে।

আইএমএফ থেকে ঋণ যদি মেলেও, তারপরও পুরোপুরি স্বস্তিতে থাকতে পারছে না পাকিস্তান। কারণ চলতি বছর যে পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করতে হবে, সেই পরিমাণ ডলার জোগাড় করা কঠিন হয়ে যাবে দেশটির জন্য। এক হিসাব অনুযায়ী আগামী ১২ মাসে ২২ বিলিয়ন ডলার কিস্তি পরিশোধ করতে হবে পাকিস্তানকে।

আইএমএফের ঋণ নিশ্চিত করতে তাদের শর্ত পূরণে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী ইসহাক দার জাতীয় পরিষদে সম্পূরক অর্থবিল উত্থাপন করেন। দুই দিন পর থেকে শুরু হয় আলোচনা।

আইএমএফের সঙ্গে ১০ দিনের আলোচনাকে 'বিরাট পেরেশানি' হিসেবে বর্ণনা করে পার্লামেন্টে অর্থমন্ত্রী বলেন, তাদেরকে কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নইলে দেশের অর্থনীতি আরও তলানিতে নামবে।

তার দাবি, তারা যে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় করতে চাইছেন, তা দেশটির গরিব মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। এটি কেবল বিলাস দ্রব্য আমদানি ও বিক্রির ওপর থেকে নেওয়া হবে। গরিব মানুষকে সহায়তা করতে 'বেনজীর ইনকাম সাপোর্ট প্রোগ্রাম'-এ বরং ৪ হাজার কোটি রুপি দেওয়ার প্রস্তাবও করেছেন তিনি।

বিদ্যুৎ খাতে বছরে ১ লাখ ৪৫ হাজার কোটি রুপি লোকসানকে 'পাহাড়চুম্বি' হিসেবে বর্ণনা করেন ইসহাক দার। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আইএমএফও উদ্বেগ জানিয়েছে।

সরকার বিদ্যুৎ খাতে বছরে তিন লাখ কোটি রুপি খরচ করে কেবল এক লাখ ৫৫ হাজার কোটি আয় করে বলেও জানান তিনি। এই খাতে চুরি, কম দামে বিক্রি, সিস্টেম লস ও খেলাপি বিলের কারণে বাকি অর্থ লোকসান হয়।

পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী জানান, এই লোকসান কমিয়ে আনার বিষয়ে পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই আলোচনা হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট পথনকশা ঘোষণা করবেন।

দেশটির এই পরিস্থিতির জন্য এর আগের ইমরান খান সরকারের 'দুর্বল ব্যবস্থাপনা' এবং 'আর্থিক খাতে শৃঙ্খলার অভাব'কেও দায়ী করেন ইসহাক দার।

ইমরান খানের পিটিআই সরকার আইএমএফকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে পতনের আগে 'অর্থনীতিতে নাশকতা' করেছে বলে অভিযোগ বর্তমান অর্থমন্ত্রীর। তিনি বলেন, আইএমএফের সঙ্গে চুক্তি রক্ষা করা রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতার বিষয় ছিল। সেটি না করায় বর্তমান সরকারকেই তা করতে হচ্ছে।

বিলে কী আছে

সম্পূরক অর্থ বিলে দুটি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সিগারেটের উপর আবগারি শুল্ক বাড়ানো এবং সাধারণ বিক্রয় কর হার ১৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে। সংবিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রক আদেশের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা এরই মধ্যে কার্যকর হয়েছে। এই দুটি ব্যবস্থা থেকে ১১ হাজার ৫০০ কোটি রুপি আয় হবে বলে আশা করছে দেশটির সরকার।

বিক্রয় কর বা জিএসটি এক শতাংশ বাড়লেও বিলাস দ্রব্যের ক্ষেত্রে তা বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করে দেওয়া হয়েছে। মোট ৩৩টি খাতে বিক্রয় কর ১৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করা হয়েছে। দামি মোবাইল ফোন, আমদানি করা খাদ্য, সাজসজ্জার উপকরণ ও বিলাস দ্রব্য বিক্রির ওপর থেকে এই বাড়তি আয় করা হবে।

উড়োজাহাজে প্রথম শ্রেণি ও বিজনেস ক্লাসে ৫০ হাজার রুপির ওপর ভাড়ায় ২০ শতাংশ ফেডারেল এক্সাইজ ডিউটি আরোপ করা হয়েছে। এই খাত থেকে বাড়তি এক হাজার কোটি রুপি আসবে বলে আশা করছেন অর্থমন্ত্রী।

বিয়ের হল, হোটেল-রেস্টুরেন্ট বা বাণিজ্যিক অবকাশযাপন কেন্দ্র, ক্লাব বা অন্য কোথাও কোনো আয়োজনের ওপর আরোপ করা হয়েছে ১০ শতাংশ অগ্রিম কর। এই খাত থেকে একশ থেকে দুইশ কোটি রুপি আয় হবে বলে আশা সরকারের।

সিগারেটের পাশাপাশি আবগারি শুল্ক বেড়েছে কোমল পানীয়তেও। ১৩ শতাংশ থেকে কর বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করায় সরকার বাড়তি ১০ বিলিয়ন রুপি আয় করবে। ফলের রস বিক্রির ওপর নতুন করে ১০ শতাংশ সম্পূরক কর আদায়ের প্রস্তাব করায় সরকারের আয় বাড়বে ৪০০ কোটি রুপি।

সিমেন্ট বিক্রির ওপর এই কর কেজিতে দেড় রুপি থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে দুই রুপি। এতে বাড়তি ৬০০ কোটি রুপি আয়ের আশা করছে সরকার।

এর বাইরে আইএমএফের সঙ্গে সমঝোতা অনুযায়ী বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম উৎপাদন মূল্যে রাখা এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়ার কথা আছে।

এই পদক্ষেপগুলো নিত্যপণ্যের দাম বাড়িয়ে দেবে বলে যে আশঙ্কার কথা বলা হচ্ছে, তা থেকে গরিব মানুষকে রক্ষায় একটি বিশেষ উদ্যোগের কথাও বলা আছে বিলে। বেনজীর ইনকাম সাপোর্ট প্রোগ্রামের বাজেট ৩৬ হাজার কোটি রুপি থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪০ হাজার কোটি।

বিদেশিদের কাছে তদবির করে ক্ষমতায়

কিছু মানুষ থাকে তারা 'অসময়ে নীরব এবং সময়ে সরব' হয়ে ওঠে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৮ এর নির্বাচনের পর আরও টানা দু'বার আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসে জনগণের জন্য যে কাজ করেছে সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কেননা আজকে বাংলাদেশের চেহারা পাল্টে গেছে। শুধু রাজধানী ঢাকা নয় সমগ্র দেশের উন্নয়নই তাঁর সরকার করেছে। ভূমিহীন-গৃহহীনকে ঘর করে দেয়ার ও তাদের জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা, খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবাসহ মৌলিক চাহিদাগুলো নিশ্চিত করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে সামগ্রিক আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছে এবং ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের ঘোষণা অনুযায়ী রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা এনে দিয়েছে। আর সেটাই তারা (বিএনপি) ধ্বংস করতে চাইছে।

তিনি ২০১৩, ১৪ ও ১৫ সালে বিএনপি-জামাতের তথাকথিত আন্দোলনের নামে অগ্নিসন্ত্রাসের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, জীবন্ত মানুষগুলোকে আগুন দিয়ে পোড়ানো, বিএনপি-জামায়াতের এই অগ্নি সন্ত্রাস মানুষ কিভাবে ভুলবে।

আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য এবং জাতীয় সংসদের উপনেতা বেগম মতিয়া চৌধুরী ও মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, বীর বিক্রম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, চলচ্চিত্র অভিনেতা ফেরদৌস আহমেদ, তথ্য এবং গবেষণা সম্পাদক ড. সেলিম মাহমুদ, দলের কার্যনির্বাহী সদস্য নির্মল কুমার চ্যাটার্জি এবং ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে শেখ বজলুর রহমান ও হুমায়ুন কবির প্রমুখ সভায় বক্তব্য রাখেন। দলের কেন্দ্রীয় সদস্য কবি তারিক সুজাত 'ভাষার জন্য ভালবাসা' শীর্ষক স্বরোচিত কবিতা পাঠ করেন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে রাশিয়ার তলব

অনুমোদিত জাহাজ ব্যবহার করতে বলা হয়।

ইউক্রেইনে রুশ আক্রমণের জেরে রাশিয়ার ওপর বেশি কিছু বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্ররা। সেই তালিকায় রাশিয়ান ব্যাংক, জাহাজ ও পণ্য রয়েছে। নিষেধাজ্ঞার কারণে আন্তর্জাতিক লেনদেন যোগাযোগ পরিষেবা সুইফটও রাশিয়ার ব্যাংকের সঙ্গে সব ধরনের আর্থিক লেনদেন বন্ধ রেখেছে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশও রাশিয়ার সঙ্গে কোনো ধরনের আর্থিক লেনদেন করতে পারছে না। আবার রূপপুরে বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে কাজ করছে রাশিয়ার রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক শক্তি করপোরেশন রোসাটম। ২০২৪ সাল থেকে ওই বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদন শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এর অংশ হিসেবে যন্ত্রপাতির চালান নিয়ে জানুয়ারিতে আসে 'উরসা মেজর'। কিন্তু কূটনৈতিক চাপে জাহাজটি পণ্য খালাসের অনুমতি পায়নি। পরে জাহাজটি ভারতের হলদিয়া বন্দরে খালাসের জন্য গেলে সেখানেও সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত মালামাল নিয়ে ফিরে যায় রাশিয়ার জাহাজটি।

প্রবাসীদের টাকা পাঠাতে বিধিনিষেধ

এ ক্ষেত্রে কোনও ঘোষণার প্রয়োজন হয় না।

বুধবার (২২ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি ডিপার্টমেন্ট এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার সব অনুমোদিত ডিলার (এডি) শাখায় পাঠানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনায় বলা হয়েছেচলতি বছরের ১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ডিলার (এডি) ব্যাংকগুলোকে সেবা খাতের আয় বাবদ প্রাপ্ত রেমিট্যান্স সম্পর্কে অনলাইনে ঘোষণার (সি-ফরম নামে পরিচিত) ব্যবস্থা করার নির্দেশনা দিয়েছে। সি-ফরমে ঘোষণা ছাড়াই এখন থেকে সেবা খাতের ২০ হাজার ইউএস ডলার বা সমতুল্য অন্য মুদ্রায় প্রাপ্ত আয় আনা যাবে।

খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সি-ফরমে ঘোষণা ছাড়াই ২০ হাজার ইউএস ডলার পর্যন্ত আয় প্রত্যাবাসনের সুবিধার ফলে সেবা রফতানিকারকরা অহেতুক সময়ক্ষেপণ ছাড়াই প্রাপ্ত আয় নগদায়ন করতে পারবেন।

বাইডেনের আকস্মিক ইউরোপ সফরের

পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি।

মহাদেশ পর্যায়ে যুদ্ধ বাধানোর পরিস্থিতি তৈরির জন্য কিয়েভ সফরকালে বাইডেন সরাসরি পুতিনকে দায়ী করেন।

বাংলাদেশে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

তার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে কর্তৃপক্ষকে। জনস্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রিপোর্ট করা সাংবাদিকদের অধিকারের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে।

কোভিড-১৯ টিকা কেনা নিয়ে সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের রিপোর্টের পর এ নিয়ে পুলিশ রিপোর্ট করে। তথ্যপ্রমাণের অভাবে পুলিশের ওই রিপোর্টে রোজিনা ইসলামকে অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয়া উচিত বলে সুপারিশ করা হয়। পুলিশের এই চূড়ান্ত রিপোর্টের সাত মাসেরও বেশি সময় পর ২৩শে জানুয়ারি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব শিব্বির আহমেদ ওসমান ওই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে একটি পিটিশন করেন এবং তদন্ত পুনরায় করার দাবি জানান আদালতের কাছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট (সিএমএম) তাৎক্ষণিকভাবে তার সেই আবেদন গ্রহণ করেন।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা প্রথম আলোর সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম। করোনা মহামারিকালে স্বাস্থ্যখাতের দুর্নীতি নিয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্টের জন্য তিনি সুপরিচিত। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পরিদর্শনের সময় ২০২১ সালের ১৭ই মে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন কর্মকর্তারা দাবি করেন, বাংলাদেশের কোভিড-১৯ টিকা কেনা নিয়ে ডকুমেন্টের ছবি তুলেছেন তার মোবাইল ফোন দিয়ে। আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে আটক দেখানোর আগে বাংলাদেশ সচিবালয়ের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ৬ ঘণ্টা আটকে রাখা হয়। সেখানে তিনি শারীরিক এবং মৌখিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে রিপোর্টে বলা হয়েছে। তার ফোন, পাসপোর্ট এবং ব্যক্তিগত অন্যান্য জিনিসপত্র জব্দ করে পুলিশ।

পুরস্কার বিজয়ী এই সাংবাদিককে গ্রেপ্তারের কারণে নাগরিক সমাজসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন ঝড়ো সমালোচনা করে। অবশেষে ২০২১ সালের ২৩শে মে জামিনে মুক্তি পান তিনি। এক বছর পর ২০২২ সালের ৩রা জুলাই তার মামলায় একটি চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেয় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। এতে তাকে বেকসুর খালাস দেয়ার অনুরোধ করা হয়। কারণ তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করার মতো তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। রোজিনা ইসলামের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি এবং বহুল বিতর্কিত ১৯২৩ অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্টের অধীনে চুরি এবং রাষ্ট্রীয় স্পর্শকাতর ডকুমেন্টের ছবি তোলার অভিযোগ আনা হয়। এ অভিযোগে তার ১৪ বছরের জেল হতে পারে অথবা মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

সিলেটে ঋণের চাপে ব্যবসায়ীর

ঘরের দরজা বন্ধ পান। দরজা খুলে তিনি দেখেন তার স্বামীর ঘরের তীরের সাথে গলায় ওড়না পেঁচানো অবস্থায় ঝুলে আছে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন থেকে কামাল মিয়া ভোলাগঞ্জে এলসি কমিশন ব্যবসা করে আসছেন। তিনি তার এক নিকট আত্মীয়কে এলসির ভারতীয় চুনাপাথরের জন্য প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা দেন। বিভিন্ন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কামাল মিয়া ঋণ করে প্রায় ২ বছর আগে এই টাকা দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন থেকে পাওনাদারদের টাকা পরিশোধ না করায় পাওনাদাররা ঋণের জন্য চাপ দিতে থাকেন। ঋণ পরিশোধের কোনো পথ না পাওয়ায় তার নিকট আত্মীয়ের উপর অভিমান করে কামাল মিয়া আত্মহত্যা করে কলেও জানায় তার পরিবার।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হিল্লোল রায় জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে আছে। উপস্থিত লোকজন বলছেন- কামাল মিয়া আত্মহত্যা করেছেন। লাশ ময়না তদন্তের জন্য সিলেট ওসমনী হাসপাতালে পাঠানো হবে। রিপোর্ট পাওয়ার পর বিস্তারিত জানা যাবে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলে ট্যাক্স

হ্যামলেটস-এর নির্বাহী মেয়র লুতফুর রহমান এ প্রসঙ্গে বলেন, "প্রস্তাবিত বাজেট এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যেখানে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাচ্ছেন বারার সাধারণ মানুষ। অগ্রাধিকার থাকছে পরিবর্তন ও উন্নয়নমূলক প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন। কাউন্সিল ট্যাক্স-এর ক্ষেত্রে আমরা সহনীয় থাকার পাশাপাশি হাউজিং, শিক্ষা, সোসাল কেয়ার, ইয়ুথ সার্ভিস, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও ক্রাইম নিয়ন্ত্রনের মত জনগুরুত্বপূর্ন খাতেও বিশেষ বাজেট বরাদ্দ রেখেছি। অর্থনৈতিকভাবে স্মরণকালের সবচে কঠিন এই সময়ে সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের জরুরী সেবা বন্ধ বা কর্তন না করে কীভাবে সামগ্রিক পরিস্থিতিকে সমাল দেয়া যায় সেদিকে গুরুত্ব দিচ্ছি।"

সবচেয়ে বড় ইকোনমি এবং দামী ঘর-বাড়ীতে সমৃদ্ধ বারার মধ্যে অন্যতম ওয়েস্ট মিনিষ্টার এবং টাওয়ার হ্যামলেটসে প্রস্তাবিত বাজেট অনুযায়ী কাউন্সিলে ট্যাক্স হবে সবচেয়ে কম। আগামী মার্চে অনুষ্ঠিতব্য ফুল কাউন্সিল মিটিংয়ে বাজেট চূড়ান্ত হবে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু মেইনস্ট্রিম মিডিয়ায় বাজেট প্রস্তাবনা নিয়ে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ হয়েছে। বিবিসিরি এক প্রতিবেদনের শিরোনাম হচ্ছে, "কাউন্সিল ট্যাক্স: মোস্ট লন্ডন বারা টু রেইজ ৫%", বিবিসি এশিয়ান নেটওয়ার্কে বলা হয়েছে, পুরো ইউকের ৭৫ ভাগ বারায় কাউন্সিল ট্যাক্স ৫ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু বাড়বে না টাওয়ার হ্যামলেটসে। ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড এর শিরোনাম হয়েছে, 'লন্ডন সিইজ হাইয়েস্ট এন্ড লয়েস্ট কাউন্সিল ট্যাক্স রেইজ ইন ইংল্যান্ড।'

লন্ডনের হেই বেরিং, সাটন, ওলথাম ফরেস্ট, ক্রয়ডন এবং ব্যাক্সলি এই পাঁচ বারায় কাউন্সিলে ট্যাক্স বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশী। এইসব বারার বাসিন্দাদের কাউন্সিল ট্যাক্স বাবদ বছরে গুনতে হবে ২ হাজার পাউন্ড-এরও বেশী। আর গত বছর থেকেই এই অংকে পৌছে গেছে হারো, রিচমন্ড এবং ক্যানসিংস্টন বারা। বেশীরভাগ কাউন্সিল কমপক্ষে ৫ % ট্যাক্স বৃদ্ধি করছে, তবে দেউলিয়া ঘোষিত ক্রয়ডন কাউন্সিলকে সরকার ১৫ % পর্যন্ত বৃদ্ধির সুযোগ অনুমোদন করেছে। এই কাউন্সিলের আরো ২২৫ মিলিয়ন পাউন্ডের ঋণ দরকার এবং সরকার তাদের ঋণ থেকে ৫৪০ মিলিয়ন পাউন্ড রাইট অফ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে ওয়েস্ট মিনিষ্টার সবচেয়ে কম পরিমান (২ পার্সেন্ট) কাউন্সিল ট্যাক্স বাড়াচ্ছে। আর টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ট্যাক্স ফ্রিজ রাখার সিদ্ধান্তে অটল থেকে শুধুমাত্র সোশ্যাল কেয়ার এলাউন্সে মাত্র ২ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করছে। একইভাবে কাউন্সিল ট্যাক্স ফ্রিজ রাখছে ক্যানসিংস্টন এন্ড চেলিসি।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুতফুর রহমান বলেন, জরুরী সার্ভিসগুলোর বাজেট কর্তনটি হচ্ছে কারো কারো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, এটিকে রক্ষা করেও আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব। তিনি বলেন, কোনো কোনো মহলে আর্থিক অবস্থা নিয়ে বিভ্রান্তির চেষ্টা করা হচ্ছে, আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচিত হয়েছি, জনগন সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন চান। কাউন্সিলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি আর অভ্যন্তরিন কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞদের দায়িত্ব হচ্ছে সেই এজেন্ডা বাস্তবায়নের পাশাপাশি বাজেটবুক ব্যালেন্স করা। আমরা সবসময় এ ক্ষেত্রে যথার্থতার পরিচয় দিয়েছি।

কাউন্সিলের কস্ট অব লিভিং এবং রিসোর্স বিষয়ক ক্যাবিনেট মেম্বার কাউন্সিলার সাইদ আহমদ বলেন, জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে মানুষজন খুবই কস্ট করছেন। সেখানে কাউন্সিল ট্যাক্স না বাড়িয়ে বা ফ্রিজ রেখে আমরা কিছুটা হলেও সহযোগিতার হাত বাড়ালাম।নির্বাহী মেয়রের প্রশাসন আগেও এসব বিষয়ে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এবারও সবাই আমাদের এজেন্ডাগুলোকে স্বাগত জানাচ্ছেন।

মেয়রের মুখপাত্র বলেন, জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহে জন্য সহযোগিতামূলক প্রজেক্ট না করে শুধুমাত্র কস্ট অব লিভিং, কস্ট অব লিভিং নিয়ে বুলি আউড়িয়ে তো কোনো ফায়দা নেই। এ কারনে আমরা প্রায় ৫ মিলিয়ন পাউন্ড খচর করেছি কস্ট অব লিভিং রিলিফ প্যাকেজে, প্রাইমারীর পাশপাপাশি সেকেন্ডারী স্কুলেও ফ্রি মিল, এ লেভেলে এডুক্যাশন মেইনটেন্সে এলাউন্স এবং ইউনির্ভাসিটি গ্রান্ট প্রজেক্ট বাস্তবায়নকারী ইংল্যান্ডের একমাত্র বারা হিসেবেই শুধু আমরা বিবেচিত হচ্ছিনা, সাথে সাথে মানুষের নিত্যদিনের আর্থিক চাপ কিছুটা কমাতে সামান্যতম হলেও ভূমিকা রাখছি। আর মেয়রের প্রশাসন এক্ষেত্রে খুবই সাবধানতা ও দায়িত্বশীলতা অবলম্বন করছে, যার ফলে একটি ভারসাম্যপূর্ণ বাজেট তৈরী করছে সফলতা ও দক্ষতার সাথে। জনমুখি এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাউন্সিলের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের পাশাপাশি নির্বাহী মেয়রের অফিসের একটি শক্তিশালী টিম কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

মুখপাত্র আরো বলেন, জরুরী সেবা নিশ্চিতে রিজার্ভ থেকে অর্থ নেয়ার সাংবিধানিক নির্দেশনা রয়েছে। এখনো কাউন্সিলের ১১৫ মিলিয়ন পাউন্ড ফান্ড যথার্থভাবে বহাল আছে, এর সাথে থাকবে প্রায় ৫৬ মিলিয়ন পাউন্ড আনরেসটিকড ফান্ডও সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়া এতোসবের মধ্যেও সরকারের ফান্ডিং কাট অর্থাৎ আর্থিক সংকোচন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কাউন্সিলকে তিন বছরে সাশ্রয় করতে হবে প্রায় ৪৭ মিলিয়ন পাউন্ড। সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে এরই মধ্যে প্রায় ১০ মিলিয়ন পাউন্ড সেইভিং নিশ্চিত হয়েছে। উল্লেখ্য মেয়র লুতফুর অতীতে প্রায় ১২৩ মিলিয়ন পাউন্ড সেইভিং করা সত্বেও জনগুরুত্বপূর্ন ও সকল জরুরি সেবা বহাল রাখেন এবার সবকিছু ঠিক থাকবে, আরো কিছু নতুন ও সময়োপযোগী কর্মসূচীও বাস্তবায়ন হবে।

৮ মাসে ১৬ অর্জন:

মেয়র লুতফুর রহমান ও তার টিম-এর গত ৮ মাসে অর্জিত ১৬টি কার্যক্রম নিয়ে একটি ভিডিও প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো:

১) স্কুল হলিডে থাকাকালে নিম্ন আয়ের পরিবারের স্কুল স্টুডেন্টকে ১০০ পাউন্ড করে অনুদান প্রদান
২) রিস্ক অব প্রোভাটি লেভেলে আছেন সেইসব শিশুদেরও ১০০ পাউন্ড করে প্রদান
৩) ৭ হাজার পেশশনারকে ১০০ পাউন্ড করে প্রদান
৪) এ লেভেলে এডুক্যাশন মেইনটেন্সে এলাউন্স চালু
৫) ইউনির্ভাসিটি গ্রান্ট (প্রতি স্টুডেন্ট ১৫শ পাউন্ড) চালু
৬) প্রাইমারীর পাশপাপাশি সেকেন্ডারীতে ফ্রি স্কুল মিল চালু হবে
৭) হুইটনি মার্কেট আইডিয়া স্টোর আবারো চালু
৮) হাউজিং ম্যানেজম্যান্ট সার্ভিস ইন-হাউসে নিয়ে আসা
৯) সোস্যাল হাউজ নির্মানে সক্রিয়তা
১০) বিভিন্ন এলাকায় ফোড স্টোর চালু
১১) ৮শ ব্যবসার জন্য ২ মি পাউন্ডের রেইট রিলিফ
১২) ওয়ার্ম হাব চালুর মাধ্যমে অতি ঠান্ডায় মানুষজনকে কিছু সময়ের জন্য আশ্রয় দেয়া
১৩) এনার্জি ফান্ড-এর মাধ্যমে বিপন্ন পরিবারকে সহযোগিতা
১৪) সিসিটিভি-তে ২শ ২৫ হাজার পাউন্ড অতিরিক্ত বিনিয়োগ
১৫) মার্কেট এলাকায় ১ ঘন্টা ফ্রি পার্কিং সুবিধা এবং ছোট ছোট জোন বাতিল করে বড় ৪টি জোন এ গাড়ি পার্কিং সুবিধা
১৬) রাবিশ কালেকশনে জরুরী ব্যবস্থাপনা।

এছাড়াও মেয়র সপ্তাহে দুদিন সার্জারী পরিচালনা করছেন, বাজেট বরাদ্দ দিয়েছেন কমিউনিটি লেংগুয়েজ সার্ভিস আবারো চালু করার জন্য, বন্ধ হওয়া ওয়ান স্টপ শপ গুলো আবারো চালু হচ্ছে, চালু হবে ফ্যামেলি হাব।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের একুশের

হচ্ছে- এই ভাষার উপযোগিতা বৃদ্ধির জন্য তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলার ভূমিকা বাড়ানো বা কার্যকর করে তোলা। আর বিশেষ করে বিলেতে বাংলা ভাষা টিকিয়ে রাখতে হলে নতুন প্রজন্মকে বাংলা শেখাতে হবে। দুইভাবে এই কাজটি করতে হবে। প্রথমতঃ মা-বাবাদেরকে ঘরে সন্তানের সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে হবে এবং দ্বিতীয়তঃ বিলেতের বাঙালি অধ্যুষিত এলাকার স্কুলগুলোর পাঠ্যসূচীতে বাংলা ভাষার অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করতে হবে।

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি রোববার সন্ধ্যায় লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমির সেমিনার হলে মহান একুশে ফেব্রুয়ারী জাতীয় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের আলোচনাপর্বে বক্তারা কথাগুলো বলেন।

'বাঙালি নতুন প্রজন্মকে মাতৃভাষা শিখাতে আগ্রহী করে তুলতে করণীয়' শীর্ষক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন দৈনিক প্রথম আলোর সাবেক পরামর্শক সম্পাদক ও বিসিসি বাংলার সাবেক সম্পাদক কামাল আহমদ এবং 'বিলেতে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় করণীয়' শীর্ষক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন লন্ডনে শহীদ মিনার ও নজরুল সেন্টারের অন্যতম প্রতিষ্ঠা এবং টাওয়ার হ্যামলেটস কলেজের সাবেক ভাইস প্রিন্সিপাল রাজন উদ্দিন জালাল।

ক্লাব সভাপতি মোহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে আলোচনা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ।

অনুষ্ঠান শুরু হয় এক মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে। নীরবতা পালনকালে বায়ান্নোর ভাষা শহীদ ও সাম্প্রতিক সময়ে তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্পে হতাহতদেরকে গভীর সহানুভূতির সাথে স্মরণ করে নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস মতে তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করা হয়।

প্রয়াত সাংবাদিক আব্দুল গাফফার চৌধুরী রচিত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটি সমবেত কণ্ঠে পরিবেশনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের মূল কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানের অতিথি ও ক্লাবের নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে গানটি পরিবেশন করেন চ্যানেল এস-এর সিনিয়র সংবাদ উপস্থাপক রুপি আমিন। পরে একুশের গান রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে প্রয়াত আব্দুল গাফফার চৌধুরীর লেখা একটি লেখা পড়ে শোনান সিনিয়র সাংবাদিক টিভি উপস্থাপিকা উর্মি মাযহার। দুই অতিথি বক্তার বক্তব্যের ওপর উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ক্লবের সদস্যরা। আলোচনাপর্ব শেষে অনুষ্ঠিত হয় একুশের কবিতা পাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

কামাল আহমদ বলেন, আর্থিক লাভালাভের নিরিখে কোনো ভাষার গুরুত্ব কত, সেটাই এখন বিশ্বে ভাষার প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করে। কারণ নতুন প্রজন্ম ভবিষ্যৎ জীবন-জীবিকার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করাকেই সবচেয়ে জরুরি মনে করে। কোন ভাষায় কত মানুষ কথা বলেন, তার নিরিখে বিশ্বে এক নম্বরে আছে ইংরেজি, যা প্রায় দেড়শ' কোটি মানুষের ভাষা। সংখ্যার দিক থেকে সপ্তম অবস্থানটি হচ্ছে বাংলাভাষীদের, যাদের সংখ্যা হচ্ছে ২৭ কোটি। কিন্তু অর্থনৈতিক গুরুত্বের বিচারে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি ভাষার তালিকায় বাংলা নেই।

তিনি আরো বলেন, দেশে এবং বিদেশে তরুণ প্রজন্মকে বাংলার প্রতি আকৃষ্ট করতে হলে বাংলা ভাষায় মূল্য সংযোজন করতে হবে। এর একটা কার্যকর ও ভালো উপায় হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলার ভূমিকা বাড়ানো বা কার্যকর করে তোলা। একইভাবে শিল্প-সাহিত্যে, সিনেমা-গানে বাংলায় যদি আলোড়ন তোলার মত সৃজনশীল কিছু হয়, তাহলে সেগুলোও অভিবাসী তরুণ প্রজন্মকে আকৃষ্ট করতে পারে। বৃটেনে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যা, তাতে সরকার দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে স্কুলে বাংলা পড়ার পিছনে বিনিয়োগ বাড়াবে, তেমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বিনিয়োগ বাড়ানোর দাবি বৃটিশ-বাংলাদেশীদের পক্ষ থেকে তোলা দরকার। কিন্তু তার চেয়েও বেশি দরকার বিকল্প হিসাবে নিজেদেরও উদ্যোগ নেওয়া। বৃটেনেও বাংলা একাডেমির মত কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার যেখানে বাংলা শেখানো, চর্চা ও বিকাশের ব্যবস্থা থাকবে। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনিস্টিটিউটেরও এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া উচিত। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হলে এবং সুযোগ সৃষ্টি হলে ভারতের মত প্রবাসীদের মধ্যে দেশে ফেরার আগ্রহ তৈরি হতে পারে। তবে, সেখানেও শুধু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হলে হবে না, দেশকে গণতন্ত্রের পথে ফিরতে হবে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো আইন থাকলে চলবে না। কথা বলার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে আগামী প্রজন্ম দেশে স্থায়ীভাবে ফিরতে আগ্রহী হবে না।

রাজন উদ্দিন জালাল বলেন, বিলেতে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ ইতিবাচক নয়। আমাদের এই প্রজন্মের মানুষ যখন থাকবেনা তখন বাংলায় কথা বলবে কে? যারা কথা বলবে তারা হলো আমাদের ছেলেমেয়েরা। কিন্তু তারা তো বাংলা শিখছে না। বাংলার প্রতি তাদের আগ্রহ নেই। তাছাড়া পূর্ব লন্ডনে আভ্যন্তরিন মাইগ্রেশন চলছে। টাওয়ার হ্যামলেটস থেকে বাংলাদেশীরা বেরিয়ে গিয়ে এখন নিউহ্যাম, বার্কিং এন্ড ডেগেনহ্যাম, হেইভারিং ও এসেক্স এলাকায় বসবাস করতে শুরু করছেন। টাওয়ার হ্যামলেটসে বসবাস ব্যয়বহুল হয়ে পড়ায় মানুষ এখান থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখতে হলে নজরুল সেন্টারকে পুনরায় জাগ্রত করতে হবে। অথবা নজরুল সেন্টারের মতো একটি সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে-যেখানে বাঙালিরা প্রতিদিন আসতে না পারলেও অন্তত ছুটির দিনে আসবে এবং ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চার বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করবে।

জান্নাত মুমিনের চিরস্থায়ী নিবাস

মুফতি ইমামুদ্দীন সুলতান

একজন মুমিনের প্রকৃত সফলতা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাত লাভ করা। যে তা অর্জন করতে পারবে সে-ই সফল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেন, প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে এবং তোমাদের সকলকে কিয়ামতের দিন (তোমাদের কর্মের) পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। তখন যাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই প্রকৃত অর্থে সফলকাম। আর এই পার্থিব জীবন তো প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছু নয়। (সূরা আলে ইমরান : ১৮৫)

জান্নাত মুমিনের চির সুখ এবং অনাবিল শান্তির ঠিকানা। পরম আরাধ্য ও কাঙ্ক্ষিত স্থানও বটে। প্রতিটি মুসলিম জান্নাত কামনা করে। জান্নাত লাভে আল্লাহর কাছে দোয়া ও প্রত্যাশা করে। সেই কাঙ্খিত জান্নাত কেমন হবে? সেখানে কী কী নেয়ামত থাকবে প্রতিটি মুমিনহৃদয়ে সে কৌতুহল রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে তা বর্ণনা করেছেন। তবে সেসব বর্ণনা বান্দাদের বুঝানোর জন্য মাত্র। না হয় জান্নাতের নেয়ামতের প্রকৃত চিত্র কোন মানুষ দুনিয়ায় থেকে অনুধাবন করতে পারে না। নিম্নে ধারাবাহিক জানন্নাতের নেয়ামত রাজির বর্ণনা তুলে ধরা হলো।

জান্নাতের নেয়ামত হবে অদ্বিতীয় ও কল্পনাতীত : জান্নাতে আল্লাহ তায়লা মুমিনদের জন্য অসংখ্য নেয়ামত রাজি প্রস্তুত করে রেখেছেন। যেগুলো অদ্বিতীয় এবং কল্পনাতীত। প্রকৃত অর্থে দুনিয়ায় থেকে সেসকল নেয়ামতের উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত : এক হাদিসে কুদসিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন, 'মহান আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন জিনিস (জান্নাত) তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি। তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পার, 'কেউ জানেনা, তাদের জন্য তাদের চোখ শীতলকারী কী জিনিস লুকানো আছে'। (আস-সাজদাহ : ১৩ সহিহ বুখারী, হাদিস নং-৩২৪৪)।

জান্নাতের কিসের তৈরি : আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম : হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! কী দিয়ে জান্নাত তৈরি করা হয়েছে? তিনি বললেন : সোনা-রুপার ইট দিয়ে। একটি রুপার ইট, তারপর একটি সোনার ইট, এভাবে গাঁথা হয়েছে। এর গাঁথুনির উপকরণ (চুন-সুরকি-সিমেন্ট) সুগন্ধি মৃগনাভি এবং কঙ্করসমূহ মণি-মুক্তার ও মাটি হলো জাফরান। (তিরমিজি-২৫২৬)।

জান্নাতে প্রবেশকারী প্রতিটি মুমিনের চেহারা সেদিন উজ্বল থাকবে : জান্নাতে প্রবেশকারী প্রতিটি মুমিনের চেহারা চাঁদের ন্যায় উজ্জল থাকবে। তবে প্রবেশে অগ্রগামীদের উজ্বলতা পরবর্তীদের চেয়ে বেশি হবে। সর্বপ্রথম প্রবেশকারীদের চেহারা হবে পূর্নিমার চাঁদের ন্যায়। হাদিস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যে দল প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে। তারা সেখানে থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বেনা, মল মূত্র ত্যাগ করবেনা। সেখানে তাদের পাত্র হবে স্বর্ণের; তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের, তাদের ধুনুচিতে থাকবে সুগন্ধি কাষ্ঠ। তাদের গায়ের ঘাম মিসকের মত সুগন্ধময় হবে। তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু'জন স্ত্রী থাকবে যাদের সৌন্দর্যের কারণে গোশত ভেদ করে পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না; পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর এক অন্তরের মত হবে। তারা সকাল- সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে।' (বুখারী-৩২৪৫)।

অন্য হাদীসে এসেছে যে, এই উম্মতের সত্তর হাজার লোক একত্রে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জল চেহারা নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহ্ল ইবনু সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিতঃ নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), বলেছেন, আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক অথবা সাত লক্ষ লোক একই সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের কেউ আগে কেউ পরে এভাবে নয় আর তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল থাকবে। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং-৩২৪৭)।

জান্নাতের বিন্দু পরিমাণ জায়গা দুনিয়া এবং তাতে যা রয়েছে তা থেকে উত্তম : একজন মুমিন জীবনে যতই কষ্ট করুক না কেন। যখন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন জান্নাতের এক বিন্দু নেয়ামতের বিনিময়ে ইহকালীন সকল কষ্ট ভুলে যাবে। কারণ জান্নাতের প্রতি ইঞ্চি জায়গা এবং নেয়ামত হবে দুনিয়া এবং যা কিছু রয়েছে তা থেকে উত্তম। সাহ্ল ইব্নু সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'জান্নাতে চাবুক পরিমাণ সামান্য জায়গাও দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা আছে তার থেকে উত্তম। (সহিহ বুখারী-৩২৫০)।

জান্নাতের নেয়ামতের ঝলকে পৃথিবীর আলো ম্লান হয়ে যাবে : সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত : নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যদি জান্নাতের কোন জিনিসের এক চিমটি পরিমাণও (পৃথিবীতে) আসতে পারতো তাহলে আসমান-যমীন সকল স্থান আলোকিত ও সৌন্দর্যমন্ডিত হয়ে যেতো। কোন জান্নাতী যদি দুনিয়াতে উঁকি দিত এবং তার হস্তালংকার প্রকাশিত হয়ে পড়তো তাহলে তা সূর্যের আলোকে নিস্তেজ করে দিত যেভাবে সূর্যের আলো নক্ষত্রসমূহের আলোকে নিস্তেজ করে দেয়। (তিরমিজি-২৫৩৮)।

জান্নাতিদের প্রতি আল্লাহর চিরস্থায়ী সন্তুষ্টি প্রকাশ : একজন মুমিনের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। সে সন্তুষ্টি অর্জনেই আল্লাহর বিধান পালন ও ইবাদত করা হয়। জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ তায়ালা জান্নাতীদের প্রতি চিরস্থায়ী সন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) সূত্রে নবী (সা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ জান্নাতী লোকদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার নিকটে উপস্থিত আছি। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। অতঃপর তিনি বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা উত্তর দেবে, হে আমাদের প্রতিপালক! কেন আমরা সন্তুষ্ট হবো না? অথচ আপনি আমাদেরকে এমন জিনিস দান করেছিলেন যা আপনার সৃষ্টি জগতের অন্য কাউকে দান করেননি। তিনি বলবেন আমি কি তোমাদেরকে এর থেকে উত্তম জিনিস দান করব না? তারা বলবে, হে রব! এর চাইতে উত্তম বস্তু আর কি হতে পারে? অত:পর আল্লাহ বলবেন : আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি অবতরণ (স্থাপন) করব। এরপর তোমাদের উপর আমি আর কখনো অসন্তুষ্ট হবো না। (সহীহ মুসলিম, ইফা নং-৬৮৭৮)।

জান্নাতিদের নেয়ামত হবে চিরস্থায়ী : জান্নাতের প্রতিটি নেয়ামত হবে চিরস্থায়ী। তা কখনো নিঃশেষ বা ক্ষয় হবে না। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন : যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে আরাম আয়েশে থাকবে ও চিন্তামুক্ত থাকবে। তার কাপড় কখনো পুরাতন হবে না এবং তার যৌবন কখনো নিঃশেষ হবে না। (সহীহ মুসলিম, ইফা নং-৬৮৯৩)। অন্য বর্ণনায় হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেনঃ কোন আহবানকারী জান্নাতী লোকদেরকে আহবান করে বলবে, এখানে (সর্বদা) তোমরা সুস্থ থাকবে, আর কখনো অসুস্থ হবে না। তোমরা যুবক থাকবে, কখনো আর তোমরা বৃদ্ধ হবে না। তোমরা (সর্বদা) সুখ-সাচ্ছন্দ্যে থাকবে, কখনো আর তোমরা কষ্ট- ক্লেশে পতিত হবে না। এ মর্মে আল্লাহর বাণীঃ এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে। (সহীহ মুসলিম, ইফা নং-৬৮৯৪)।

জান্নাতিদের নেয়ামত হবে চিরস্থায়ী : জান্নাতের প্রতিটি নেয়ামত হবে চিরস্থায়ী। তা কখনো নিঃশেষ বা ক্ষয় হবে না। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন : যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে আরাম আয়েশে থাকবে ও চিন্তামুক্ত থাকবে। তার কাপড় কখনো পুরাতন হবে না এবং তার যৌবন কখনো নিঃশেষ হবে না। (সহীহ মুসলিম, ইফা নং-৬৮৯৩)। অন্য বর্ণনায় হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেনঃ কোন আহবানকারী জান্নাতী লোকদেরকে আহবান করে বলবে, এখানে (সর্বদা) তোমরা সুস্থ থাকবে, আর কখনো অসুস্থ হবে না। তোমরা যুবক থাকবে, কখনো আর তোমরা বৃদ্ধ হবে না। তোমরা (সর্বদা) সুখ-সাচ্ছন্দ্যে থাকবে, কখনো আর তোমরা কষ্ট- ক্লেশে পতিত হবে না। এ মর্মে আল্লাহর বাণীঃ এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে। (সহীহ মুসলিম, ইফা নং-৬৮৯৪)।

ইসলাম ও বর্তমান সমাজের ভাবনা

মো. আল আমিন

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। যেটি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজনীন ধর্ম। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে স্বয়ং আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই রবের নিকট পছন্দের ও গ্রহনযোগ্য ধর্ম হলো ইসলাম। আল ইসলাম শাব্দিক অর্থ হলো শান্তি। অপরদিকে মুসলিম অর্থ হলো আর্ত্মসমর্পনকারী। যিনি এক আল্লাহর একত্ববাদকে ও তার প্রিয় হাবিব মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি বিশ্বাস করে শান্তির দরজায় নিজকে দাম্ভিকতা ও কপটতা দূর করে আনুগত্য পোষণ করেন তিনিই মুসলিম ও ঈমানদার।

মহান আল্লাহ তায়ালা যুবক বয়সের ইবাদাতকে অধিক পছন্দ করেন। কিন্তু বর্তমান সমাজের যুবকরা আল্লাহর ইবাদত হতে দূরে সরে গিয়ে মত্ত আছেন মদ, জুয়া, গাঁজা, মারামারি, হত্যা, ও ধর্ষনের মত জঘন্য অপরাধে। এর পিছনে পরিবার ও সমাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী। কেননা, আমরা ধর্মের বিষয়ে সবসময়ই উদাসীন কিংবা ধর্মকে জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহটুকুও প্রকাশ করিনি। আজ থেকে পাঁচ বছর আগের সমাজটা এতো কলুষিত, হিংসা-বিদ্বেষ, ভালোবাসা ও মেলবন্ধনের অভাব ছিল না। আজকাল আমাদের জিবনে কুরআন হাদীসের শিক্ষা ও গবেষণার কোনো প্রাধান্য নেই। যতটা গুরুত্বসহকারে আমরা ইসলাম বৈরী আচরণ করি। একটা সময় সকাল বেলায় শিশুরা বক্তব্যে কুরআন শিখত। পিতামাতা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও রমজানের মাসের রোজা রাখার জন্য উপদেশ ও আদেশ দিতেন। দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমরা এতটাই প্রযুক্তি, শিল্প, সাহিত্য ও পশ্চিমাদের সংস্কৃতিতে নিজেদের মগ্ন করেছি যে, আমরা পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকব না এই পরকালের কথাটাই ভুলে গেছি।

এখন শিশুদের সকাল বেলায় মক্তবে পাঠানো হয় না, ইসলামি জিবনব্যবস্থার জ্ঞান, হালাল, হারাম সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয় না ও সর্বোপরি কুরআন ও হাদিসকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে মনে করেন। ছোটবেলা থেকেই জেনারেল শিক্ষায় ধাবিত করেন। তাই ধর্মীয় বিধিবিধান চর্চার অনুপস্থিতি থেকেই যায়। মূলত আধুনিকতার নামে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পারিবারিক সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিটি অঙ্গনেই ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছি। হাদিস শরিফে রাসুল (সা.) বলেছেন, প্রতিটি নর-নারীকে জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। এমনকি জ্ঞানের জন্য সুদূর চীনে পাড়ি দিতে বলেছেন। কেননা, ইসলামের মধ্যেই রয়েছে পরিবার থেকে রাষ্ট্রে, লেনদেন, আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক, বিবাহ ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিটি স্তরের সঠিক দিক নির্দেশনা

যদি একজন শিশুকে কুরআন হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে এই ঘৃণিত, অশোভনীয় ও অবাঞ্চনীয় কাজগুলোর ব্যাপারে সচেতন করত, তাহলে সে আল্লাহকে ভয় পেত। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি ফিরে আসত। কোরআন মজিদে আল্লাহ তাআলা বলেন: 'তোমরা বিবাহযোগ্যদের বিবাহ সম্পন্ন করো, তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সচ্ছলতা দান করবেন; আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞানী। (সুরা নুর : ৩২)।

লক্ষ্য করুন, একটি ছেলে ১৬ বছরের মধ্যেই বালেগ হয়। কিন্তু তাকে বিয়ে করতে হয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে। প্রতিষ্ঠিত মানে সরকারি চাকরি, বাড়ি, গাড়ি। এসব চাহিদা পূরণ করতে জিবন থেকে চলে যায় ৩০-৩২ বছর। তাই সঠিক সময় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে না পেরে, যুবকরা জড়িয়ে যায় অবৈধ সম্পর্কে। ফলে মেয়ে ও ছেলে উভয়ই যেনায় লিপ্ত হয়। দেখুন, আজকে যদি ইসলামের প্রয়োগ থাকত, তাহলে সমাজে পরকিয়া, অবৈধ অন্তঃসত্ত্বা, ধর্ষন কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটত না। ইসলাম নারীকে সৌন্দর্যমন্ডিত করতে পর্দার বিধান করেন। কেউবা অবগত হয়ে কেউবা অজ্ঞতায় মানছে না শরীয়তের ফরজ বিধান। তাইতো তারা বোরকার পরিবর্তে পরিধান করছেন দৃষ্টিকটু পোষাক। কাজেই তারা হেনস্তার স্বীকার হচ্ছেন সর্বত্রে। অথচ খোদা ভীরু আর পরহেজগারদের করা হয় অপমান আর লাঞ্ছনা। এই সমস্যার সমাধান একটাই হতে পারি, যদি পরিবার ও সমাজ ইসলামি শিক্ষা নিজেরা মেনে চলেন এবং সঠিক ধারনাটি তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করেন। তাহলেই কেবল সামাজিক দ্বন্দ্ব, অপরাধ ও অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব।

দুনিয়াপ্রীতি যেভাবে মানসিক অস্থিরতা বাড়ায়

সাআদ তাশফিন

দুনিয়াপ্রীতি মানুষের বড় শত্রু। যারা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে, মহান আল্লাহ তাদের মন থেকে প্রশান্তি তুলে নেবেন। তাদের জীবন থেকে বরকত তুলে নেবেন। ফলে সে দুনিয়া ও আখিরাত দুটিই হারাবে।

আবান বিন উসমান থেকে বর্ণিত, জায়দ বিন সাবিত (রা.) দুপুরে মারওয়ানের কাছ থেকে বের হয়ে এলে আমি ভাবলাম, নিশ্চয়ই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানার জন্য এ সময় তিনি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আমাদের শ্রুত কতক হাদিস শোনার জন্য মারওয়ান আমাদের ডেকেছেন। আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, পার্থিব চিন্তা যাকে মোহগ্রস্ত করবে, আল্লাহ তার কাজকর্মে অস্থিরতা সৃষ্টি করবেন, দারিদ্র্য তার নিত্যসঙ্গী হবে এবং পার্থিব স্বার্থ ততটুকুই লাভ করতে পারবে, যতটুকু তার তকদিরে লিপিবদ্ধ আছে। আর যার উদ্দেশ্য হবে আখিরাত, আল্লাহ তার সব কিছু সুষ্ঠু করে দেবেন, তার অন্তরকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করবেন এবং দুনিয়া স্বয়ং তার সামনে এসে হাজির হবে। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪১০৫)

নবীজির এই হাদিসে উম্মতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তা রয়েছে। কাজকর্মে অস্থিরতা, দারিদ্র্য মানুষের নিত্যসঙ্গী। মানসিক প্রশান্তির জন্য মানুষ কত কিছু করে, কিন্তু শান্তি কিছুতেই ধরা দেয় না। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় নবীজি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বাতলে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ আমাদের হাদিসের ওপর আমল করার তাওফিক দান করুন।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
২৪.০২.২৩ শুক্রবার	5:51	7:08	01:00	3:29	5:29	7:30
২৫.০২.২৩ শনিবার	5:49	7:06	12:45	3:30	5:31	7:30
২৬.০২.২৩ রবিবার	5:47	7:04	12:45	3:32	5:32	7:30
২৭.০২.২৩ সোমবার	5:45	7:02	12:45	3:34	5:34	7:30
২৮.০২.২৩ মঙ্গলবার	5:43	7:00	12:45	3:35	5:36	7:30
০১.০৩.২৩ বুধবার	5:41	6:58	12:45	3:37	5:38	7:30
০২.০৩.২৩ বৃহস্পতিবার	5:39	6:56	12:45	3:39	5:40	7:30

নামায শুপ্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

পিএসএল ছাড়লেন সাকিব

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ (বিপিএল) শেষে হুট করে পেশোয়ার জালমির হয়ে পাকিস্তান সুপার লীগে খেলার প্রস্তাব পান সাকিব আল হাসান। একটি ম্যাচ খেলেছেনও। তবে ব্যক্তিগত কারণে যুক্তরাষ্ট্রে পরিবারের কাছে ফিরে গেছেন বাংলাদেশি অলরাউন্ডার। সাকিব চলে যাওয়ায় তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন আফগানিস্তানের আজমতউল্লাহ ওমারজাই। এ নিয়ে পেশোয়ারের বিবৃতি শেয়ার করেছে পিসিবি, 'যুক্তরাষ্ট্রে পরিবারের জরুরি কাজে যোগ দিতে পেশোয়ার জালমির স্কোয়াড ছেড়ে গেছেন সাকিব আল হাসান এবং তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন আজমতউল্লাহ ওমারজাই।' ওই বিবৃতিতে আরো জানানো হয়, দল প্লে অফে উঠলে সাকিবকে দেখা যাবে, 'বাংলাদেশ অলরাউন্ডার পাকিস্তান সুপার লীগের প্লে অফে খেলতে পারেন, যদি পেশোয়ার জালমি ওঠে।' দল ছাড়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন সাকিবও। বিবৃতিতে তিনি বলেন 'গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়ে যোগ দেওয়ার জন্য আমাকে সাময়িকভাবে পিএসএল ছাড়তে হচ্ছে। আমি জানি এখানে আমার শক্তিশালী ভক্তগোষ্ঠী আছে এবং তাদের সামনে আমি সবগুলো ম্যাচ খেলতে উন্মুখ ছিলাম। কিন্তু হতাশ হওয়ার কারণ নেই, শেষ ভাগে আমি আবার ফিরে আসবো পেশোয়ারের শিরোপা পুনরুদ্ধারের মিশনে আমার ভূমিকা রাখতে।' পেশোয়ার দুটি ম্যাচ খেলে একটি জিতেছে। সাকিব খেলেন করাচি কিংসের বিপক্ষে, তার রান ছিল মাত্র ১ এবং বল হাতে ছিলেন উইকেটশূন্য। আগামী ১৯শে মার্চ লাহোরে হবে এই আসরের ফাইনাল।

চলতি বছরই বাংলাদেশে আসছেন মেসি

পোস্ট ডেস্ক : চলতি বছরেই বিশ্বসেরা ফুটবলার লিওনেল মেসিকে বাংলাদেশে আনা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা এবং ঢাকা-১ আসনের সংসদ সদস্য সালমান এফ রহমান।

সোমবার (২০ ফেব্রুয়ারি) সকালে নবাবগঞ্জ উপজেলার চুড়াইন তারিণী বামা উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সালমান এফ রহমান বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৪ বছরে বাংলাদেশ বিশ্বের এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। বিশ্ববাসী এখন বাংলাদেশকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে।

বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মো. সেলিম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পনিরুজ্জামান তরুণ, দোহার উপজেলা চেয়ারম্যান মো. আলমগীর হোসেন, নবাবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মতিউর রহমান, নবাবগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মিজানুর রহমান ভুঁইয়া কিসমত ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আরিফুর রহমান সিকদার।

এ সময় তিনি সরকারি দোহার নবাবগঞ্জ কলেজে ২৪০ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ ও নবাবগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শিশুদের পোলিও টিকা খাওয়ানোর কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

প্যারিসে 'মেসি ম্যাজিক'

পোস্ট ডেস্ক : ফরাসি লিগ ওয়ানে নাটকীয় জয় পেলো প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজিকে)। ফ্রিকিক থেকে দারুণ গোল নিয়ে পিএসজিকে জয়ের ধারায় ফেরালেন লিওনেল মেসি। রোববার লিলের বিপক্ষে ৭ গোলের থ্রিলারে ৪-৩ ব্যবধানে জয় পায় প্যারিসের দলটি। ম্যাচের ৮৬ মিনিট পর্যন্ত ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে লিল। আগের তিন ম্যাচ হেরে যাওয়া পিএসজির সামনে তখন টানা চতুর্থ হারের শঙ্কা। কিন্তু পার্ক দা প্রিন্সেসের ম্যাচটিতে শেষের চিত্রনাট্য কিলিয়ান এমবাপ্পে ও লিওনেল মেসির। ৮৭তম মিনিটে সমতা এনে দেন এমবাপ্পে। ৯৫তম মিনিটে দুর্দান্ত ফ্রি কিকে জয়সূচক গোল করেন মেসি। তবে শেষের ঝলকে দুর্দান্ত জয়ের ম্যাচটিতে শঙ্কার ছায়াও আছে পিএসজির।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে চোট নিয়ে স্ট্রেচারে মাঠ ছেড়ে যান নেইমার। নাটকীয়তায় ভরা ম্যাচটিতে শুরুতেই জোড়া গোলে এগিয়ে যায় পিএসজি।

১০ম মিনিটে নেইমারের সহায়তায় প্রথম গোলটি এনে দেন এমবাপ্পে। সাত মিনিট পর ব্যবধান ২-০ বানিয়ে দেন নেইমার। ওই সময় অনেকের মনে উঁকি দিচ্ছিল দুই দলের প্রথম লেগের ম্যাচ। ২২শে আগস্ট লিলের মাঠে এমবাপ্পের হ্যাটট্রিক আর মেসি, নেইমারদের গোলে ৭-১ ব্যবধানে জিতেছিল পিএসজি।

কিন্তু প্যারিসে ভিন্ন চেহারা দেখায় লিল। বরং টানা তিন গোল করে জয়ের সম্ভাবনাই জাগিয়ে তোলে পয়েন্ট তালিকার চারে থাকা দলটি। এর মধ্যে ২৪ মিনিটে লিলের হয়ে গোলের সূচনা করেন বাফোদে দাইকাতে। প্রথমার্ধের বাকি সময়েও পিএসজি রক্ষণে বেশ কয়েকবার আতঙ্ক ছড়ায় দলটি। তবে সমতার গোল পেতে অপেক্ষা করতে হয় ৫৮ মিনিট পর্যন্ত। কর্নার থেকে আসা বল ক্লিয়ার করার সময় ভেরাত্তির হ্যান্ডবল হলে পেনাল্টি পায় লিল। যা কাজে লাগিয়ে স্কোরলাইন ২-২ করেন কানাডিয়ান ফরোয়ার্ড জনাথন ডেভিড। লিল তৃতীয় গোলটি পায় ৬৯ মিনিটে। ৩-২ গোলে পিছিয়ে যাওয়ার পর আক্রমণে গতি বাড়ানোর চেষ্টা করেন এমবাপ্পে-মেসিরা। ৮৭তম মিনিটে আচমকাই গোল পেয়ে যায় স্বাগতিকরা। ভেরাত্তির বল ধরে গোলমুখে বাড়ান হুয়ান বার্নাট। ছোট ডি বক্সে ঢুকে স্লাইড শটে বল জালে জড়ান এমবাপ্পে। এরপর ৯৫তম মিনিটে আসে মেসির তিন পয়েন্ট এনে দেওয়া গোল। ডি বক্সে সামান্য বাইরে আন্দ্রে গোমেজের ফাউলের শিকার হয়ে ফ্রি কিক আদায় করেন মেসি। ডান দিকের পোস্ট দিয়ে বল জালে পাঠিয়ে পিএসজিকে উল্লাসে ভাসান আর্জেন্টাইন তারকা।

দ্বিতীয়ার্ধের শুমুর দিকেই চোট পান নেইমার। আন্দ্রে গোমেজের চ্যালেঞ্জে পায়ে আঘাত পেয়ে লুটিয়ে পড়েন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। এ সময় স্ট্রেচারে করে মাঠ থেকে বের করে নেওয়া হয় নেইমারকে।

আবারো বাংলাদেশের ক্রিকেট কোচ হাথুরুসিংহে

পোস্ট ডেস্ক : দ্বিতীয় দফায় বাংলাদেশ জাতীয় দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব নিতে বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছেন চন্ডিকা হাথুরুসিংহে। সোমবার রাত ১১টা নাগাদ শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তিনি।

আগামী দুই বছরের জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের দায়িত্ব নেন তিনি। অবশ্য তিন ফরম্যাটেই দায়িত্ব পালন করবেন হাথুরু।

এর আগে ২০১৪ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত টিম টাইগার্সের দায়িত্বে ছিলেন লংকান এই কোচ।

২৩ ফেব্রুয়ারি মিরপুর শেরেবাংলায় একটি অনুশীলন ম্যাচ হওয়ার কথা রয়েছে। সেখানেও উপস্থিত থাকবেন হাথুরু।

এদিকে হাথুরুর ফেরার দিনেই বাংলাদেশে ফিরেছেন বাংলাদেশ দলের পেস বোলিং কোচ অ্যালান ডোনাল্ড। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এই পেস বোলিং কোচও ফিরছেন।

প্রেমিকাকে বিয়ের প্রস্তাব আর্জেন্টাইন তারকার

পোস্ট ডেস্ক : আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন লাউতারো মার্টিনেজ। যদিও ফাইনালে পেনাল্টিতে গোল করা ছাড়া, মাঠের পারফরমেন্সে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারেননি এই ফুটবলার। তবে নিজ ক্লাব ইন্টার মিলানে ফিরে চিরচেনা রূপ খুঁজে পেয়েছেন ২৫ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার।

সেই মার্টিনেজ এবার শুরু করতে যাচ্ছেন জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। দীর্ঘ ৫ বছরের প্রেমের সম্পর্ককে নতুন এক নাম দিতে যাচ্ছেন তিনি। অগাস্টিনা গ্যান্ডোলফোর সাথে চলা পাঁচ বছরের প্রেমের সম্পর্ককে অবশেষে বিয়ের পরিণতি দিচ্ছেন মার্টিনেজ। আর্জেন্টিনার জনপ্রিয় মডেল ও ইনফ্লুয়েন্সার অগাস্টিনা।

দীর্ঘদিনের প্রেমিকাকে একটু বিশেষভাবেই বিয়ের প্রস্তাব দিতে চেয়েছিলেন মার্টিনেজ। হয়েছেও তাই। নিজ ক্লাবের গিজেপ্পা স্টেডিয়ামের একটি কক্ষে ফিল্মি স্টাইলে প্রেমিকাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এই ফুটবলার।

অগাস্টিনাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার কক্ষটি সাজানো হয়েছিল লাল গোলাপ দিয়ে। যা দেখে খুব অবাকই হন মার্টিনেজের বান্ধবী। এরপর পকেট থেকে আংটি বের করে হাঁটু গেড়ে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান প্রস্তাবটি দেন মার্টিনেজ। সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে যান অগাস্টিনা। এই মুহূর্তটিকে আরও পরিপূর্ণ করতে প্রখ্যাত গায়ক এড শিরানের 'পারফেক্ট' গানটি দারুণভাবে ফুটিয়ে তোলেন এক বেহালাবাদক।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আবেগঘন সেই ভিডিওটি পোস্ট করেন মার্টিনেজ। কিছুদিন আগেই দ্বিতীয় সন্তানের বাবা-মা হতে যাওয়ার সুখবর দিয়েছিলেন মার্টিনেজ ও অগাস্টিনা। দুই বছর বয়সী একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে এই যুগলের।

CLASSIFIED

সিলেট শহরে বাসার জায়গা বিক্রয়

সিলেট শহরের ৮নং ওয়ার্ডের, মদিনা মার্কেট সংলগ্ন, কালিবাড়ি রোড, নোয়াপাড়ায় আবাসিক এলাকায় সাড়ে চৌদ্দ শতক নির্ভেজাল জমি বিক্রয় করা হবে।
চারপাশ সীমানা প্রাচীর বেষ্টিত, অনেক বড় মেটালের গেট সম্পন্ন, যেখানে ডিপকল ও বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে।
অত্যন্ত নিরিবিলি ও মনোরম পরিবেশ।
বাসার সামনে ১২ফিট প্রশস্তের একটি বড় রাস্তা রয়েছে।
শুধুমাত্র প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করবেন।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

মোবাইল- 07436796415
শেখ মোঃ মফিজুর রহমান

পাত্রী আবশ্যক

একজন বয়স্ক পুরুষের জন্য সংসার করতে আগ্রহী একজন পাত্রীর প্রয়োজন। পাত্রীকে নামাজী হতে হবে। পাঁচ বছর পূর্বে স্ত্রী মারা যাওয়ায় বর্তমানে একাকী বসবাস করতেছেন।

যোগাযোগ নাম্বারঃ
07421908995

TIJARAH SWEETS LTD
246A BOW ROAD, E3 3AP
Mob: 0774 249 1294

OUR SERVICES:
Money Transfer/Bikash
Cargo / DHL
Air ticket
No visa required
Sweets

আমাদের সেবা সমুহ
মানি ট্রান্সফার / বিকাশ
কারগো / ডি এইচ এল
এয়ার টিকেট/ নো ভিসা
মিষ্টি

Open : Mon - Sun 9am - 8pm

২১শে ফেব্রুয়ারি : মাতৃভাষার অধিকার থেকে স্বাধীনতা লাভ

লে. কর্নেল মাসুদ পারভেজ চৌধুরী, পিএসসি

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'ড়বাঙালি জাতির ভাষা আন্দোলন দিবস হিসেবে পরিচিত ২১শে ফেব্রুয়ারি অনন্য স্বতন্ত্রতার জন্য ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় হয়ে আছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯৪৮ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এক অধিবেশনে নিম্ন থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতির প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলে এর প্রতিবাদ করে ছাত্রসমাজ। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ২৬ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ২ মার্চ ছাত্রসমাজ দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে দ্বিতীয় বারের মতো রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সেই পরিষদের অন্যতম সদস্য।

নবগঠিত পরিষদ ১১ মার্চ হরতাল আহ্বান করে। বঙ্গবন্ধুসহ ৬৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে ১৩-১৫ মার্চ পর্যন্ত ঢাকাসহ সারা দেশের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। পাকিস্তানের গভর্নর মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ ঢাকায় আসেন। ২১ মার্চ বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (রেসকোর্স ময়দান) পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনকে পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করেন জিন্নাহ। তিনি ঘোষণা করেনড়উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, অন্য কোনো ভাষা নয়। এরপর ২৪ মার্চ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সমাবর্তনের অনুষ্ঠানে একই ঘোষণা দিলে ছাত্ররা তার উক্তির চরম প্রতিবাদ জানান, তুমুল প্রতিবাদধ্বনি উচ্চারিত হয় সেদিন থেকেই। জিন্নাহর ঘোষণার পর শিক্ষার্থীদের দ্বারা ভাষা আন্দোলন জোরদার হলেও পরবর্তী সময়ে গোটা দেশবাসী ছাত্রদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। ফলে ছাত্রদের মনোবল বেড়ে যায় এবং তারা এগোতে শুরু করে নির্দ্বিধায়।

দুই পর্বে বিভক্ত এই আন্দোলন ১৯৪৮ সালে অনেকটা শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং শুধু বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হলেও ১৯৫২ সালের আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। ভাষা আন্দোলন ছিল ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব বাংলায় সংঘটিত একটি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। মৌলিক অধিকার রক্ষাকল্পে বাংলা ভাষাকে ঘিরে সৃষ্ট এ আন্দোলনের মাধ্যমে তদানীন্তন পাকিস্তান অধিরাজ্যের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণদাবির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্র ভাষা-রাষ্ট্র ভাষা, বাংলা চাই-বাংলা চাই' স্লোগানে ছাত্রসমাজ মিছিল বের করে, মুখরিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। পুলিশ মিছিলের ওপর গুলি চালালে ভাষাশহিদদের রক্তে রঞ্জিত হয় রাজপথ। আমরা গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি রফিক, বরকত, সালাম, জব্বারসহ সব বীর শহিদকে, যারা ভাষার জন্য, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। বাঙালির সাহসিকতার ইতিহাস আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।

২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিচিতির পেছনে রয়েছে দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা। এর পেছনে মূলত ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনই হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মূল ভিত্তি। বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তৎকালীন জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির জন্য আবেদন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের (ইউনেসকো) ১৬০তম অধিবেশনে বাংলাদেশসহ ২৭টি দেশের সমর্থন নিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ইউনেসকো প্লেনারি সেশনে বাংলাদেশের প্রস্তাবে সর্বসম্মত এ স্বীকৃতি প্রদান করে, যা ছিল ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষাশহিদদের সর্বোচ্চ ত্যাগের প্রতি বিশ্বসম্প্রদায়ের আনুষ্ঠানিক সম্মান প্রদর্শন। এর মাধ্যমে ভাষার জন্য বাঙালি জাতির আত্মবিসর্জন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পায়। ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি এই বিশেষ দিবসটিকে বিশ্বের ১৮৮টি দেশ প্রথম বারের মতো 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালন করে। এরপর থেকে প্রতি বছরই ২১শে ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

ইউনেসকোর পর জাতিসংঘও ৫ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দপ্তর 'শান্তির জন্য সংস্কৃতি' শীর্ষক একটি রেজুলেশনে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে এটি তুলে ধরে। ভারত, জাপান, সৌদি আরব, কাতারসহ বিশ্বের ১২৪টি দেশ এ রেজুলেশনটি সমর্থন করে। প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি ইউনেসকোর সদর দপ্তরসহ বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রে নিজ নিজ মাতৃভাষার আলোকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়। এই দিবসটি বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি গৌরবময় ও অবিস্মরণীয় দিন। আমরা মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠার জন্য যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি তা বিশ্বব্যাপী অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। বিশ্বের খুব কম জাতিই তাদের মাতৃভাষার মান রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। আমাদের ভাষা আন্দোলনই আমাদের জাতীয় ইতিহাসে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস হিসেবে চিহ্নিত।

বাংলা ভাষাচর্চার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, আজ আমরা স্বাধীনভাবে গাইতে পারছি, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা ভারত ও বাংলাদেশ ছাড়াও বহির্বিশ্বে (ব্রিটেন ও আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি) চর্চা হয়ে থাকে। এছাড়াও চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের ২১টি দেশে কমবেশি বাংলা সংস্কৃতি চালু আছে। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, ফ্লোরিডা, ক্যালিফোর্নিয়া ও ভার্জিনিয়া শহরের ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এশীয় গবেষণা কেন্দ্রে বাংলা ভাষা চর্চা করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারত ছাড়াও বিশ্বের প্রায় ১০টি দেশে রেডিওতে বাংলা ভাষার বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। ব্রিটেনে বেতার বাংলা নামে রেডিও স্টেশন পরিচালনা করা হয় এবং নিয়মিতভাবে বাংলা ভাষার সাপ্তাহিক পত্রিকা পাওয়া যায়। বর্তমানে এশিয়া ও আমেরিকার দেশ ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের দেশগুলোতেও বাংলা দৈনিক পত্রিকাসহ বাংলা ভাষায় রেডিও স্টেশন পরিচালিত হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের দেশগুলোতে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত অনলাইন পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সারা বিশ্বে বাঙালির মননের বাতিঘর হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপিত হয়। একুশ এখন সারা বিশ্বের ভাষা ও অধিকারজনিত সংগ্রাম ও মর্যাদার প্রতীক। সারা বিশ্বে বিভিন্ন দেশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের অহংকার 'শহিদ মিনার'।

বাঙালি জাতি কেবল ভাষা আন্দোলন করেই ক্ষান্ত হয়নি। ভাষা আন্দোলন থেকেই বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে এ জাতির মধ্যে যে চেতনার উদ্রেক হয়, উনসত্তর থেকে একাত্তরে তার চরম বিস্ফোরণ হয়। একুশে ফেব্রুয়ারি প্রতি বছর শুধু ভাষাশহিদ দিবস পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বাঙালির জাতীয় জীবনের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় ভাষার জন্য লড়াই করা ২১। তখন থেকেই আমাদের বাঙালি জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়। এই সংগ্রামী চেতনাই বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনড়এই দুই ধারাকে একসূত্রে গেঁথে মুক্তিসংগ্রামের মোহনায় এনে দিয়েছে। যে-কটি চেতনার উন্মেষে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের সৃষ্টি, ভাষা আন্দোলনের সেই মোহনীয়তা ছিল উল্লেখযোগ্য। এ আন্দোলনই বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার আন্দোলনের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার অনুপ্রেরণা দেয়। বাঙালি দীপ্ত পথ-পরিক্রমা ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের রক্তঝরা রণাঙ্গনে।

মূলকথা, পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পাকিস্তানি শাসকরা রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের উপনিবেশ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তারা বাঙালিদের মাতৃভাষার ওপর চরম আঘাত হানে। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে প্রেরণা দিয়েছে একুশের ভাষা আন্দোলনের রক্তরাঙা ইতিহাস। ভাষা আন্দোলনকে তাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বীজ বপনের সঙ্গেও তুলনা করা যায়।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Asylum claims for 12,000 to be considered without a face-to-face interview

Post Desk: Some 12,000 asylum seekers to the UK are to be considered for refugee status without face-to-face interviews.

A 10-page Home Office questionnaire will decide the cases of people from Afghanistan, Eritrea, Libya, Syria and Yemen who applied before last July.

The move aims to reduce the asylum backlog which Prime Minister Rishi Sunak has pledged to end this year.

The Home Office says this is not an asylum amnesty - but it will streamline the system for five nationalities.

Applicants from these countries already have 95% of their asylum claims accepted, says the Home Office.

The usual security and criminal checks will still be conducted and biometrics taken, but, for the first time, there will be no face-to-face interviews, say officials.

Instead, eligible asylum seekers must fill out a form and answer up to 40 questions.

The questionnaire must be completed in English and returned within 20 working days, or the Home Office may consider the asylum application has been withdrawn.

However, officials say there will be a follow-up notification if no reply is received, and every application will be considered on its own merits.

Asylum backlog

Having previously stressed the importance of in-person interviews, the Home Office is likely to face criticism that the fast-tracking has more to do with the prime minister's promise to cut the asylum backlog, than having rigorous checks for identifying

individuals with no right to be in the UK.

Last month, an asylum seeker from Afghanistan was sentenced to life imprisonment for killing a young man outside a Bournemouth takeaway.

It emerged that, before coming to the UK, Lawangeen Abdulrahimzai had been convicted of murder in Serbia and was a fugitive.

The Home Office says all individuals involved in the new process will be checked against criminal databases, and will be subject to security vetting.

Figures due to be published are expected to show the total number of outstanding asylum cases is now above 150,000.

In December, Mr Sunak pledged to halve the number of people who had been waiting longer than six months for an initial decision on their asylum application. More than 92,000 people have been identified in that group.

But Downing Street's determination to sort out the asylum backlog appears to mean making it simpler for thousands of migrants, some of whom will have arrived in small boats, to get permission to stay in the UK.

The policy may be uncomfortable for Home Secretary Suella Braverman, who portrays herself as tough on those who claim asylum having arrived by an irregular route.

A record 45,756 people successfully reached the UK in small boats last year.

In an interview with GB News on Wednesday, Ms Braverman said: "It's clear that we have an unsustainable situation in towns and cities around our country whereby, because of the overwhelming numbers of people arriving here illegally and our legal duties to accommodate them, we are now having to house them in hotels."

The Home Office intends to double the number of asylum caseworkers this year to help deal with record numbers waiting for a ruling on their request for sanctuary in the UK. Figures to be published later on Thursday are expected to show another increase in the backlog of cases.

The Refugee Council and the British Red Cross have previously urged the government to introduce an accelerated process for asylum seekers from countries with high acceptance rates. Last year, they recommended 40,000 cases from Afghanistan, Eritrea, Syria, Sudan and Iran should be in this category.

The exclusion of Sudanese and Iranian asylum seekers from the list of people offered the Home Office's streamlined process is because the grant rates for those nationalities is slightly lower, although still about 80%.

Shadow home secretary Yvette Cooper said: "It's damning that the Home Office isn't doing this already, given Labour has been calling for the fast-tracking of cases - including for safe countries like Albania - for months and the UNHCR recommended it two years ago.

"Meanwhile, the asylum backlog has skyrocketed - up by 50% since Rishi Sunak promised to clear it."

She added a Labour government would get return agreements in place so unsuccessful asylum seekers could be safely returned and take stronger action against gangs responsible for dangerous small boat crossings.

Shamima Begum bid to regain UK citizenship rejected

Post Desk : Shamima Begum has lost her challenge over the decision to deprive her of British citizenship despite a "credible" case she was trafficked.

Mr Justice Jay told the semi-secret court dealing with her case that her appeal had been fully dismissed.

The ruling means the 23-year-old remains barred from returning to the UK and stuck in a camp in northern Syria.

Her legal team said the case was "nowhere near over" and the decision will be challenged.

Ms Begum was 15 years old when she travelled to join the self-styled Islamic State group in 2015.

She went on to have three children, all of whom have died, after marrying a fighter with the group.

In 2019, the then home secretary Sajid Javid stripped her of her British citizenship, preventing her coming home, and leaving her detained as an IS supporter in a camp.

The Special Immigration Appeals Commission has ruled that decision, taken after ministers received national security advice about Ms Begum's threat to the UK, had been lawful - even though her lawyers had presented strong arguments she was a victim.

During the appeal hearing last November, Ms Begum's lawyers argued the decision had been unlawful because the home secretary had failed to consider whether she had been a victim of child trafficking - in effect arguing she had been groomed and tricked into joining the fighters, along with school friends Kadiza Sultana and Amira Abase in February 2015.

Ms Sultana was reportedly killed in a bombing raid in 2016, but the fate of Amira Abase is unknown.

As all UK consular services are suspended in Syria, it is extremely difficult for the government to confirm the whereabouts of the British nationals.

That was the first time judges had to consider whether the state's obligations to combat trafficking and abuse of children should have any influence over national security decisions.

Mr Justice Jay revealed the complexity of the case had caused the panel of three "great concern and difficulty".

"The commission concluded that there was a credible suspicion that Ms Begum had been trafficked to Syria," he said in his summary.

"The motive for bringing her to Syria was sexual exploitation to which, as a child, she could not give a valid consent.

"The commission also concluded that there were arguable breaches of duty on the part of various state bodies in permitting Ms Begum to leave the country as she did and eventually cross the border from Turkey into Syria."

language Movement & It's History : why it is so close to our hearts

Imran A. Chowdhury

Introduction

February 21st is celebrated as the Language Martyrs Day in Bangladesh. It is also known as the International Mother Language Day. The day commemorates the historic event of 1952 when the Bangla language was recognized as an official language of Pakistan. However, the Bangla-speaking population of East Pakistan (present-day Bangladesh) was not happy with the government's imposition of Urdu as the only official language. The government's language policy led to a series of protests, and on February 21, 1952, police opened fire on a peaceful demonstration, killing several students who were demanding Bangla as one of the official languages of Pakistan. This day is now celebrated as the Bangladesh Language Day to honor the sacrifice made by the language martyrs and to promote the Bangla language and culture.

History of the Bangla Language

The Bangla language is an Indo-Aryan language that evolved from the Magadhi Prakrit, which was spoken in ancient India. The early literature of the Bangla language includes Buddhist texts like the Charyapada and the Vajrayana texts. During the Mughal period, the Bangla language gained popularity and became the language of the ruling elite. The language further evolved during the British colonial rule, and the Bangla-speaking population began to use it as a means of communication and expression.

The Language Movement

The British colonial government imposed Urdu as the official language of India in 1837, and this policy continued even after the partition of India in 1947. The Pakistani government continued with the same policy, which led to a series of protests and demonstrations by the Bangla-speaking population of East Pakistan. The movement gained momentum in 1948 when the government passed a resolution stating that Urdu would be the only official language of Pakistan.

The Language Martyrs Day

The Language Martyrs Day is celebrated every year on February 21st to honor the sacrifice made by the language martyrs in the Language Movement of 1952. The day is also known as the International Mother Language Day and is recognized by the United Nations. On this day, people in Bangladesh and around the world pay tribute to the language martyrs and promote the Bangla language and culture.

Celebrations

The Bangladesh Language Day is celebrated with great enthusiasm throughout the country. The day begins with the hoisting of the national flag and the singing of the national anthem. People visit the Shaheed Minar, a monument built in memory of the language martyrs, to lay flowers and pay their respects. The monument is located in Dhaka, the capital city of Bangladesh, and is the center of the day's celebrations.

The day's celebrations also include cultural programs, seminars, and discussions on the importance of language and culture. Schools and colleges organize events to promote the Bangla language, and children participate in recitation and singing competitions. The government also recognizes the contributions of individuals and organizations that promote the Bangla language and culture.

Impact of the Bangladesh Language Day

The Bangladesh Language Day has had a significant impact on the country's culture and politics. The Language Movement of 1952 led to the recognition of the Bangla language as one of the official languages of Pakistan. The movement also paved the way for the creation of an independent Bangladesh in 1971.

The celebration of the Bangladesh Language Day has helped to promote the Bangla language and culture both within the country and abroad. The day is now recognized by the United Nations, and events are organized around the world to celebrate the day and promote language diversity.

Conclusion

The Bangladesh Language Day is a significant event in the country's history and culture. It commemorates the sacrifice made by the language martyrs in the Language Movement of 1952 and promotes the Bangla language and culture. The day's celebrations have had a significant impact on

East London Coach at the helm as Bangladeshi team crowned champions!

By Muhammad Talha

A regional tournament in Beanibazar, Sylhet, Bangladesh finished with a blood and thunder derby final with a team led by an East London coach.

DFC Kurar Bazar beat Akakhazana 2-0 during an end to end final at Kurar Bazar School Fields.

The victors were led by Docklands Football Club and Ekota Academy Head Coach Emdad Rahman, who was assisted by Shablu Ahmed. The away team were crowned champions and took home the spoils from a sixteen team Ward tournament.

Before warm up the team took part in a community litter pick in the local bazaar as part of their active citizens programme. The initiative has been well received by locals.

In the tenth minute Luqman Ahmed misjudged the bounce of the ball from a long punt by Mahfujur Rahman and as the ball spun to cause havoc in the defence Kamran Ahmed capitalised by driving home a rasping half volley on the turn past goalkeeper Shahed Ahmed.

DFC Kurar Bazar controlled the first half with

Tanvir Ahmed and Saif Uddin going close.

The second half started as did the first with Foysol Ahmed linking with Abu Sahid to stem constant pressure from the home team.

It was on the counter that DFC Captain Ahmed Olid scored the crucial second goal after being played through by Ashraf Ahmed.

A minute later a foul in the penalty area led to a penalty for Akakhazana, which struck goalkeeper Farhan Ahmed's bar and went over.

An immediate and long punt by Ahmed was knocked on by Younus Rahman and handled in the penalty area by Rahat Rahman for another penalty.

Forhad Husen's rocket shot was precise but the lack of accuracy say the ball blaze high and wide.

Good game management and tightened possession in the middle of the park saw DFC cruise home as referee Foisol Kabir blew the final whistle to end an entertaining game.

Abdul Mumit, Mahbub Ahmed, Jahangir Ahmed were guests of honour at the game and handed out the trophies to all participants.

DFC Head Coach Emdad Rahman MBE commented, "This was a blood and thunder local derby played with great decorum and friendship. Both teams are neighbours and the relationship between each set of players and the coaches goes back generations.

"Naturally we share commiserations with Akakhazana, who did superbly to navigate a sixteen team tournament. I'm very proud of the boys and how well they stuck to the game plan today."

Rahman has been supporting the youngsters over a number of years with backing from the players and management at Docklands Football Club in providing coaching, mentoring and kits.

Special thanks were reserved for Kamrul Islam Shujon for his rousing live match commentary on a sound system.

DFC Kurar Bazar 2023

Head coach: Emdad Rahman

Team assistant: Shablu Ahmed

Farhan Ahmed - Mahfuj Rahman - Tanvir Ahmed - Foysol Ahmed - Ahmed Olid - Younus Rahman - Forhad Husen - Kamran Ahmed - Ashraf Ahmed - Saif Uddin - Abu Sahid

Man of the tournament: Younus Rahman

Community safety should be the priority in Island Gardens

London 24 February : Community safety should be the priority in Island Gardens and adjacent areas. Only the combined efforts by the neighbours could ensure this safety. The speakers of a meeting held on a local community hall on Sunday 20 February organised by Tower Hamlets Neighbourhood Watch Association.

The community meeting was presided by Island Gardens Coordinator Syed Shofor Ali. Among others Secretary – Johanna Kaschke (THNWA), MET Police Officers Cllr Abdul Wahid and Cllr Peter Golds, Cllr Mufeedah Bustin also present as special guests in the event.

Speakers mentioned in their speeches, our children are our future and we need to make sure that they grow up in a society where they feel safe. In order to do that we as neighbours should look after one another, by creating a safer environment, where our children/residents can be safe. Especially our vulnerable people, all they need is our love, care and support.

They called upon the community members to try to contribute to improve local safety, prevent crime and to raise awareness with their thoughts and creative efforts.

Real Madrid come from two down to earn stunning 5-2 win at Liverpool

The holders produce a stunning comeback in the first leg of their Champions League last-16 tie

Holders Real Madrid produced a stunning comeback from two goals down to earn a devastating 5-2 victory at Liverpool in the first leg of their Champions League last-16 tie on Tuesday.

In a re-run of last year's final, the first half was played at a ferocious pace, with the hosts racing into a fourth-minute lead through a superb Darwin Nunez flick -- the quickest goal Liverpool have ever scored at Anfield in the Champions League.

Real Madrid come from two down to earn stunning 5-2 win at Liverpool

Anfield erupted 10 minutes later when an horrendous miscontrol from Real goalkeeper Thibaut Courtois left Mohamed Salah with the simple task of slotting the ball home to make it 2-0.

Yet just as they did on several occasions en route to their 14th European Cup crown last season, Real quickly turned things around, with Vinicius Jr. scoring one sublime strike and one fluke goal after another goalkeeping mistake to level the match by halftime.

Real Madrid come from two down to earn stunning 5-2 win at Liverpool

A bullet Eder Militao header completed the turnaround for Real early in the second half, sapping all the life out of Anfield in the process.

The hosts' misery was not done there, however, as Karim Benzema's double ensured Liverpool shipped five goals at home for only the third time this century in all competitions, leaving them with a monumental task to reach the quarter finals.

New permanent Residents' Hub to be based in Whitechapel

A permanent face to face advice service to support residents who cannot access council services online will be based at the new Town Hall in Whitechapel from Monday 27 February.

Tower Hamlets Council in partnership with voluntary and community groups have been trialling Residents' Hubs at the former Town Hall at Mulberry Place and Idea Store Whitechapel since March 2022.

The current Residents' Hubs at Mulberry Place and Idea Store Whitechapel will close their doors on Friday 24 February at 5pm. Residents will not be able to access any support services at Mulberry Place after 5pm on 24 February.

The Residents' Hub is a new way to access help and support for our most vulnerable residents on a range of topics (council tax, employment and skills, debt management, housing, welfare benefits, domestic abuse, health and wellbeing) - to help them navigate their way through issues they may be facing.

Since the trial the council has helped more than 8,000 residents and made over 4,000 referrals to partner agencies.

External organisations which have signed up to work with the Residents' Hub include; Citizens Advice, DWP, Island Advice, Age UK, Limehouse Project, Tower Hamlets Homes, Debt Free London, Age UK and Tower Hamlets Law Centre. We are in discussion with other partners who we will be bringing onboard soon.

The council's Tackling Poverty Team, WorkPath and Housing Options will also be based at the Residents' Hub.

Mayor of Tower Hamlets Lutfur Rahman said:

"I am pleased to announce we will be having a permanent Residents' Hub based at the new Town Hall and we plan to roll out further hubs across the borough.

"The concept of the Residents' Hub is to help those who cannot access services online and to deal with complex issues by having one single point of contact to access a range of services."

The Residents' Hub offers an appointment only service and operates Monday, Tuesday, Thursday, and Friday from 9:00am till 4.30pm and Wednesday from 10.00am till 4.30pm. Emergency assistance 9am – 5pm, Monday-Friday is available to homeless residents.

To find out more about the Hub visit: www.towerhamlets.gov.uk/residentshub

Injured Warner ruled out of rest of India series

Australia opener David Warner has been ruled out of the rest of the India Test series after suffering concussion and a fracture in his elbow in the second match in New Delhi, the team said on Tuesday.

Warner is the latest of the Australian squad to head home from the subcontinent, with paceman Josh Hazlewood ruled out with an Achilles injury and captain Pat Cummins returning due to a serious illness in the family.

Cummins, however, is expected back in India before the third Test starts in Indore from March 1.

Lefthander Warner was replaced by concussion replacement Matt Renshaw in New Delhi after being struck on the grille by fast bowler Mohammad Siraj.

That came after being hit on the arm by another bouncer during the six-wicket defeat which saw Australia fall 2-0 behind in the four-match series.

With Australia 2-0 down in the series, the team on Monday said the 36-year-old would remain with the squad but changed tack after further assessment.

"(Warner) will require a period of rehabilitation which will preclude any further involvement in the remainder of the test series," the team said in a statement.

"It is currently anticipated that he will return to India for the three One-Day Internationals which follow the Test Series."

Warner had struggled in India, making a total of 26 runs from his three innings.

Year: 20 ◆ Issue: 956 ◆ Friday 24 February - Thursday 02 March 2023

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

বিদেশিদের কাছে তদবির করে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ নেই : শেখ হাসিনা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছেন, বিদেশিদের কাছে তদবির করে ক্ষমতায় যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। সামরিক শাসকদের গড়া দলগুলোকে বয়কট করার এবং তাদের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সচেতন থাকারও আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, 'মনে হচ্ছে বাইরে থেকে কেউ এসে একবারে দোলনায় করে তাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে, সে স্বপ্নে তারা বিভোর। হয়তো এক সময় সেটা করতে পেরেছে দালালি করে। এখন আর সেই দালালি করে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ নেই, পারবে না।'

বুধবার (২২ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে 'মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩' উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির ভাষণে এ কথা বলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা বাংলাদেশের উন্নয়নের দিকেই নজর দিয়েছি। বাংলাদেশের উন্নয়ন করবার জন্যই কাজ করেছি। তারা যা করেছে (বিএনপি) তার কিছুই তাদের সঙ্গে করতে যাইনি। তারপরেও দেখি দেশে বিদেশে গিয়ে হাহাকার করে বেড়ায়, কেঁদে বেড়ায়।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষ এখন অনেক সচেতন এবং দেশের জনগণ নিজের দেশ সম্পর্কে এখন অনেক জানে। ইতিহাস সম্পর্কে জানে এবং আমাদের লক্ষ্য কি সেটাও তারা জানে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন তারা (বিএনপি) আন্দোলন করবে, সরকার উৎখাত করবে, অনেক কথাই বলে যাচ্ছে। অনেক আয়োজনও করেছে। আর আমাদের দেশে --১৭ পৃষ্ঠায়

ডা: জাকি রিজওয়ানা আনোয়ার সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বাংলা পোস্ট-এ নিয়মিত লিখছেন।

এ সাপ্তাহের কলাম পড়ুন ১৩ এর পাতায়।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে রাশিয়ার তলব

পোস্ট ডেস্ক : মস্কোয় নিয়োজিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কামরুল আহসানকে তলব করেছে রাশিয়া। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় রুশ জাহাজের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে তাকে তলব করা হয়েছে।

মঙ্গলবার রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, তারা মস্কোয় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে বলেছে, এ পদক্ষেপ 'ঐতিহ্যগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্ভাবনায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। খবর রয়টার্সের

রাশিয়ার সাতটি কোম্পানির ৬৯টি জাহাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। পরে রাশিয়ার যেসব জাহাজ মার্কিন নিষেধাজ্ঞায় রয়েছে, সেসব জাহাজ বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেয় ঢাকা। মস্কোকে এই প্ল্যান্টের জন্য সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য --১৭ পৃষ্ঠায়

বাইডেনের আকস্মিক ইউরোপ সফরের নেপথ্যে

পোস্ট ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের তিন দিন পর ইউরোপ ছাড়ছেন। এ সফরের শুরুতে আকস্মিক ইউক্রেনের কিয়েভেও হাজির হন বাইডেন। কিয়েভে রুশ আক্রমণের বছরপূর্তির তিনদিন আগে ইউক্রেন সফরকালে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ সহযোগিতার কথা --১৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দুই বছর ধরে আর্থিক লেনদেনে নজরদারিসহ সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম তীব্র হয়রানির মুখোমুখি হচ্ছেন। ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইন্সটিটিউট (আইপিআই) এক বিবৃতিতে এর নিন্দা জানিয়েছে। এর শিরোনামে বলা হয়েছে- সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম সরকারের অব্যাহত হয়রানির মুখোমুখি হচ্ছেন। এর নিন্দা জানায় আইপিআই। এতে বাংলাদেশের নিরপেক্ষ সংবাদ মাধ্যম এবং সাংবাদিকরা মামলা, হয়রান, ভীতি প্রদর্শনের শিকার হচ্ছেন বলে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বলা হয়, কয়েক বছরে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় ক্রমবর্ধমান হারে চাপ বেড়েছে। আরও বলা হয়, ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা লঙ্ঘন হয়েছে কমপক্ষে ৩০টি। এ বিষয়টি প্রামাণ্য আকারে উপস্থাপন করেছে আইপিআই।

বিবৃতিটি প্রথমে প্রকাশ করা হয়েছিল ১০ই ফেব্রুয়ারি আইপিআই ডট মিডিয়াতে। তবে তা বিবৃতি আকারে আইপিআইয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে ১৭ই ফেব্রুয়ারি। এতে দুর্নীতিবিরোধী সুপরিচিত সাংবাদিক রোজিনার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ প্রত্যাহারে বাংলাদেশ সরকারের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছে।

বলা হয়েছে, --১৭ পৃষ্ঠায়

প্রবাসীদের টাকা পাঠাতে বিধিনিষেধ নেই

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : এখন থেকে ঘোষণা ছাড়াই সেবা খাতের আয় করা ২০ হাজার ইউএস ডলার বা সমতুল্য অন্য মুদ্রা দেশে আনার সুযোগ করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর আগে এটি ছিল ১০ হাজার ইউএস ডলার বা সমতুল্য অন্য মুদ্রা। তবে, প্রবাসীরা যেকোনো পরিমাণ অর্থ দেশে পাঠাতে পারেন। --১৭ পৃষ্ঠায়

সিলেটে ঋণের চাপে ব্যবসায়ীর আত্মহত্যা

সিলেট অফিস : ঋণ মেটাতে না পারায় সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জে কামাল মিয়া (৪০) নামের এক এলসি ব্যবসায়ী আত্মহত্যা করেছে। বুধবার (২২ ফেব্রুয়ারি) বিকালে এ ঘটনায় ঘটে।

কামাল ভোলাগঞ্জ উত্তর পাড়ার বাসিন্দা ও ছাতকের নিজগাঁও গ্রামের মন্নান মিয়ার ছেলে।

নিহতের স্ত্রী জানান, বুধবার সকালে তার স্বামীকে বাড়িতে রেখে তিনি বাবার বাড়ি যান। আসরের নামাজের পর বাড়িতে এসে --১৭ পৃষ্ঠায়

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের একুশের অনুষ্ঠানে বক্তারা

তরুণ প্রজন্মকে বাংলার প্রতি আকৃষ্ট করতে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ভূমিকা বাড়াতে হবে

স্টাফ রিপোর্টার: লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে 'প্রবাসে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেছেন, দেশে-বিদেশে তরুণ প্রজন্মকে বাংলার প্রতি আকৃষ্ট করতে হলে বাংলা ভাষায় মূল্য সংযোজন করতে হবে। এর একটা কার্যকর ও ভালো উপায় --১৭ পৃষ্ঠায়

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলে ট্যাক্স বাড়বে না - লুতফুর রহমান

স্টাফ রিপোর্টার: টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল হচ্ছে লন্ডনের মাত্র তিনটি বারার একটি, যে বারায় কাউন্সিলে ট্যাক্স ফ্রিজ রাখা হচ্ছে। আর জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির এই কঠিন সময়ে টাওয়ার হ্যামলেটসসহ দুটি বারার কাউন্সিল ট্যাক্সের হার হবে সবচেয়ে কম। টাওয়ার --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk